পঞ্চস্কন্ধের পরিচয়

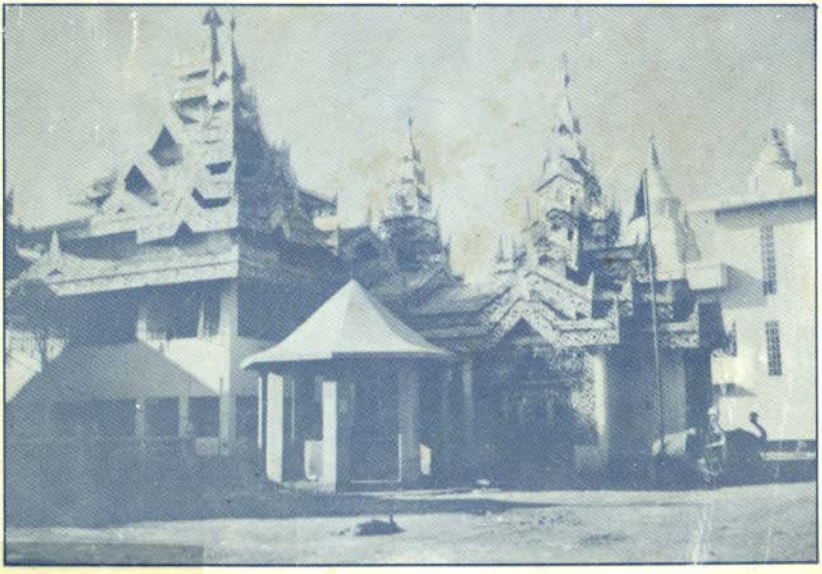

২০০
পঞ্চস্কন্ধের

শ্রীমৎ- আর্য্য নন্দ ভিক্ষু

কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে "হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Rahul Bhikkhu

পঞ্চস্কন্ধের পরিচয়

লেখকঃ

শ্রীমৎ- আর্য্যনন্দ ভিক্ষু

পঞ্চস্কন্ধের পরিচয় ঃ

আর্য্যনন্দ ভিক্ষু

প্রথম প্রকাশ ঃ

১১/২/৯৮ ইংরেজী ২৯শে মাঘী পূর্ণিমা তিথি।

প্রকাশের উদ্যোক্তা ও উদ্যোগী ঃ

কাচলং কচুছড়ি উপাসক ও উপাসিকা বৃন্দাগণ

প্রকাশের আর্থিক সহযোগীতা ঃ

পার্বত্য এলাকাবাসী শ্রদ্ধাবান ও শ্রদ্ধাবতী দায়ক/দায়িকাগণ।

প্রচ্ছদ ঃ

রাজবন বিহার সার্বজনীন উপসনালয়

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

প্রাপ্তি স্থান ঃ

(১) রাজবন বিহার রাঙ্গামাটি

(২) আর্য্যপুর শাখা বনবিহার

কাচলং, বাঘাইছড়ি।

লেখকের কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

শ্রদ্ধা দান- পঁচিশ টাকা মাত্র।

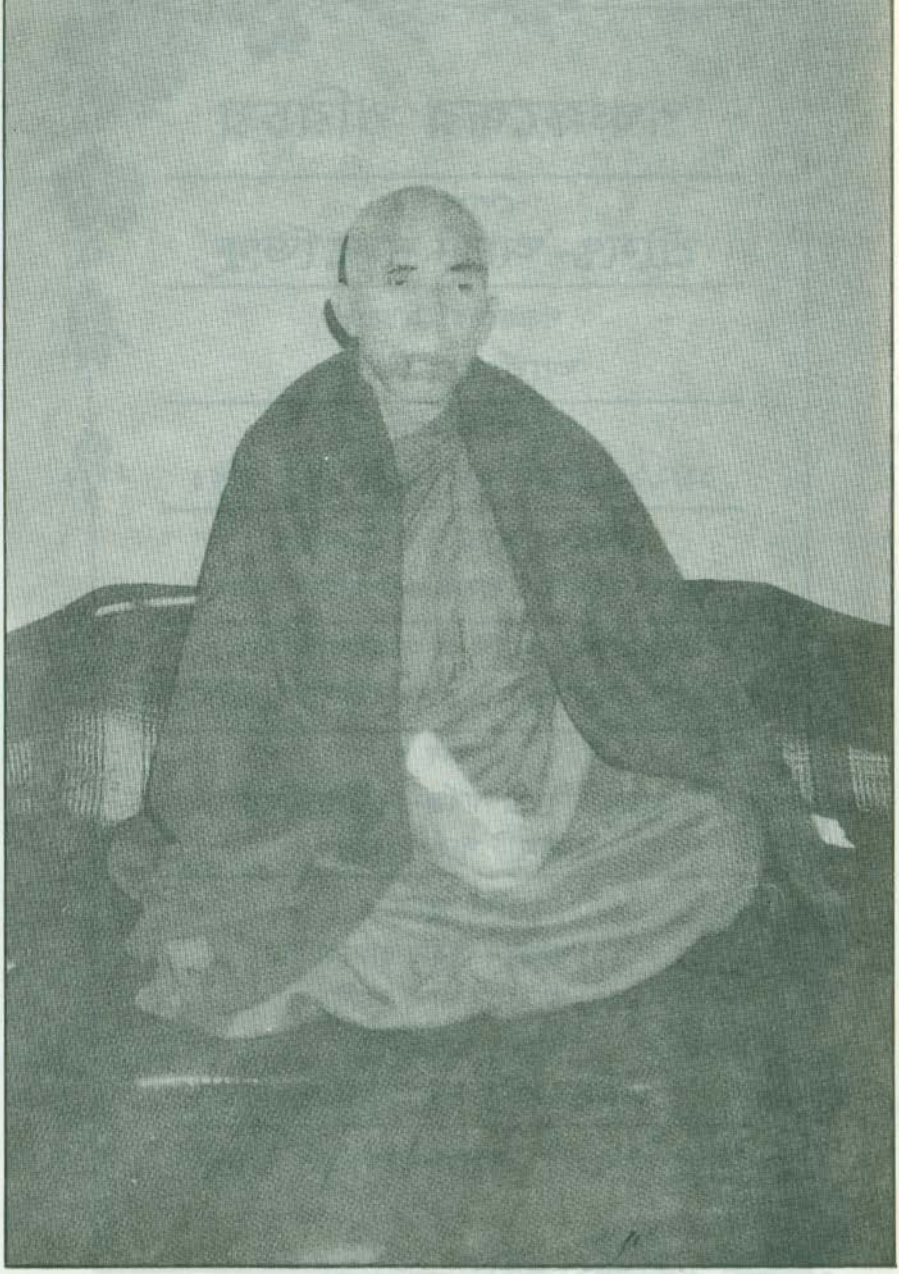

শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে)
Rev. Sadhanananda Mahathera (Bana Bhante)

আশীর্বাদ বাণী

বুদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে সাধকের গভীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকা একান্ত প্রয়োজন। ধ্যানের প্রধান হাতিয়ার গুলি হইতেছে বুদ্ধের প্রতি অঘাত ভক্তি-শ্রদ্ধা-বিশ্বাস, কুশল কর্মে অদম্য বীর্য, দৃঢ় পরাক্রম শক্তি, ধ্যান কর্মে নির্ভীক এবং জ্ঞান লাভের প্রবল ইচ্ছা শক্তি। যুদ্ধ ক্ষেত্রে সুদক্ষ সৈনিকেরা যেমন জীবনপন করিয়া সন্মুখ দিকে অগ্রসর হইয়া শত্রুকে পরাস্ত করে, তেমনি মানব জীবনকে স্বমহিমায় মহিমান্বিত করিতে হইলে ইন্দ্রিয়ের সকল পার্থিব সুখ-ভোগ পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয় দমন, চিত্তদমন ও আত্মদমনের মধ্য দিয়া জয়ী করিতে হয়, পঞ্চমারকে। তবে এই জয়ের পথে প্রধান অন্তরায় হইতেছে মানুষের অন্তরে সুপ্ত আমিত্ব-বা অহংবোধ। এই অহং বোধ মানুষের অন্তরে জড়িত রহিয়াছে একমাত্র পঞ্চস্কন্ধ সম্পর্কে অজ্ঞানতার কারণে। তাই পঞ্চস্কন্ধ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে প্রথমে দরকার হয় এই সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করা। যেমন কোন এক অজ্ঞাত জায়গাতে যাইতে হইলে প্রথমে দরকার হয় ঠিকানা এবং মানচিত্র, তেমনি নির্বাণ যাইতে হইলেও সাধকের ঠিকানা এবং মানচিত্র স্বরূপ পঞ্চস্কন্ধ সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করা একান্ত প্রয়োজন। বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক ভেদে পঞ্চস্কন্ধকে দুইভাবে জানা যায়। বাহ্যিক হইতেছে শ্রুতময় ও চিন্তাময় জ্ঞান, ইহা সীমিত "লৌকিক"। আর আধ্যাত্মিক হইতেছে অসীম, ইহা লোকোত্তর জ্ঞান। বাহ্যিক জ্ঞান ক্ষণিক, কিন্তু লোকোত্তর চিরস্থায়ী।

মানুষ ইন্দ্রিয়দমন, চিত্তদমন, আত্মদমন করিতে পারেনা বলিয়া বিবিধ ক্লেশ যন্ত্রণায় হতাশা, বিভ্রান্তি এবং অজ্ঞানের সীমাহীন আসফালনে বাদ-বিবাদ, ভুল-গলদ, ভেজালে পৃথিবীকে বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে। বুদ্ধের এই আবিস্কৃত পঞ্চস্কন্ধ সম্পর্কে যথাযথ সম্যক্ জ্ঞান উপলব্ধি হইলেই মানুষের প্রকৃষ্ট মুক্তির অনুসন্ধান মিলে। এবং লোভ, দ্বেষ, মোহাদি বিবিধ ক্লেশ যন্ত্রণায় আর ছট্‌ফট্ করিতে হয় না। ফলে নিজেকে চির সুখ-শান্তিতে রাখিয়া মানব জীবনকে সার্থক করিতে পারা যায়।

মদীয় শিষ্য শ্রীমৎ আর্য্য নন্দ ভিক্ষু বিরচিত পঞ্চস্কন্ধ গ্রন্থটি নির্বাণ প্রবেশের দ্বার নমুনা বলা যাইতে পারে। এবং এই গ্রন্থটি সকল মুক্তিকামী মানবের উপকার সাধন করিবে। তজ্জন্য এই গ্রন্থটি বহুল প্রচার কামনা করিতেছি। আর সাথে সাথে আয়ুষ্মান আর্য্যনন্দ এই মূল্যবান ধর্মীয় গ্রন্থ লেখনীয় গুণে স্বধর্ম পথে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি মঙ্গল এবং আসবক্ষয় জ্ঞান উদয় হউক এই আশীর্বাদ করিতেছি।

"সকল প্রাণী সুখী হউক

দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করুক।"

ইতি-

সাধনানন্দ মহাস্থবির -

(শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে)

ভূমিকা

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার কাচলং কচুছড়ি অরণ্যে ধুতাঙ্গ বিহারী স্নেহভাজন আয়ুষ্মান আর্যনন্দ ভিক্ষুর ঐকান্তিক ইচ্ছায় কলম ধরতে হলো। পঞ্চস্কন্ধ নামে এক সংগ্রহ গ্রন্থের পান্ডুলিপি তৈরী করে তিনি আমার হাতে দিলেন তার সংশোধনী ও ভূমিকা লিখতে। পঞ্চস্কন্ধকে বুদ্ধের নির্বাণ তত্ত্বের রাজ্যে প্রবেশদ্বার বলা চলে। বিষয়টির প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সম্পর্কে আমার সীমাবদ্ধতায় সচেতন থেকে অধিকন্তু বর্তমানে বহুবিধ অন্তরায়কর পরিস্থিতির মাঝে অবস্থান করেও কিছু লিখতে হলো স্নেহভাজনের আবদার রক্ষার খাতিরে।

বিশ্ব-ব্রহ্মান্ড সসীম, কিন্তু অনন্ত অসীম জীবের সংসারাবর্ত। এই আদি অন্ত বিরহিত সংসারাবর্তে ভ্রমণ সুখের নহে। লোভ, দ্বেষ, মোহ, নামক ত্রিবিধ মহা অগ্নিদ্বারা নিয়ত প্রজ্জ্বলিত এই সংসার। অথচ সুখকামী চিত্ত চায় অক্ষয় অনন্ত সুখের অধিকারী হতে। সেই সুখের সন্ধানে যে সকল কর্ম সে সম্পাদন করে তা দ্বিবিধ সংসার আবর্তগামী কর্ম এবং বিবর্তগামী কর্ম। আবর্তগামী কর্ম জীব মাত্রেই স্বতঃপ্রবৃত্তির বশে নিয়ত সম্পাদন করে থাকে, কিন্তু বিবর্তগামী কর্ম সম্যক্ সম্বুদ্ধাদি মহাসুর্যের আবির্ভাব না হলে অকল্পনীয়ই বটে। সংসার আবর্তগামী কর্মসত্ত্বের জীবনচক্র প্রবর্তনের আদিকথা সেই "অবিজ্জ পচ্চয় সঙ্খার....." । ইহা এক রোগ জীবাণুর প্রাদুর্ভাবের সাথেই তুলনীয়। কয়েকটি বিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থার সমন্বয়ে যেমন একটি রোগ জীবাণুর উদ্ভব হয়। আর দুর্বল দেহ পেলেই সহস্রবাহু প্রসারিত করে আক্রমণ করে বসে সেই দেহীকে। তার এই আক্রমণ কদাপি সুখের নহে, শান্তির নহে। রোগের উৎকট্ যন্ত্রণাদায়ক দুঃখ জ্বালা হতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যে তাই দেহধারী সত্ত্বকে দেখা যায় ছট্‌ফট্ করতে। অবিদ্যা-তৃষ্ণা তথা লোভ-দ্বেষ-মোহ প্রসূতঃ সংসার আবর্তগামী কর্ম ও ঠিক একই স্বভাবধর্মী। ইহা 'জীবন' নামে এক স্বতঃ উদ্ভূত কর্মাবর্তসৃষ্টি করে থাকে সমুদ্র বক্ষে সৃষ্ট সাইক্লোনের মতো। 'জীবন' উদ্ভবের এই ঘটনাটির রহস্য নিয়ে পশু-পাখী, কীট-পতঙ্গ বা উদ্ভিদ প্রজাতির মধ্যে কোন মাথা ব্যথাই নেই। তাই মানুষ- নামক মহামাথা ওয়ালারা ওসব প্রাণীদের মাথা নেই বলতেও অনেক সময় দ্বিধা করেন না। একই প্রাণ গোষ্ঠীর একটি হয়েও নিজের অতি মেধার অহংকারমত্ত মানুষ প্রজাতিটির নিকট বিষয়টি এতো বেশী প্রশ্নার্থক আর কৌতুহলোদ্দীপক হওয়ার মুখ্য কারণ প্রাণের স্বভাব ধর্মতায় সততঃ সুখান্বেষী একটি চিত্তবৃত্তির যুগপৎ আবির্ভাব। জীবনাবর্তের জটিলতার ট্রাজেডি সেখানেই। এই সুখান্বেষী চিত্তবৃত্তির কারণেই বলতে গেলে জীবনের যত ভাবনা, চিন্তা আর আয়োজন।

"পঞ্চস্কন্ধ" বিষয়ক গবেষণা জটিল জীবন রহস্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং গভীর অনুবিক্ষণের একটি অনবদ্য মনস্তাত্ত্বিক ও জড়তাত্ত্বিক পদ্ধতি। শাক্যরাজপুত্র গৌতম

সিদ্ধার্থ এই উৎকৃষ্টতম পদ্ধতির আবিষ্কার করে জগতে বুদ্ধ তথা মহাজ্ঞানী অভিধা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। দেহকে ভিত্তি করেই জীবন। আর জীবনকে ভিত্তি করেই দেহের মূল্যায়ন। পরস্পর নির্ভরশীলতার এই মানগত বিচারেই মানুষ, পশু, পাখী, কীট-পতঙ্গ, উদ্ভিদ, দেবতা, ব্রহ্মা, অসুর, প্রেত নারকী- ইত্যাকার শ্রেণীবিন্যাস। পঞ্চস্কন্ধ পদ্ধতি দেহ এবং জীবনকে বিভাজন করতে গিয়ে গুণগত স্বভাব প্রকৃতির আলোকে মোট পাঁচটি বিভাগ দাঁড় করিয়েছে। যথা ঃ- (১) রূপ (২) বেদনা, (৩) সংজ্ঞা (৪) সংস্কার ও (৫) বিজ্ঞান। এই পাঁচটি বিভাগের প্রত্যেকটিকে এক একটি "স্কন্ধ" বলে। স্কন্ধ অর্থে সমষ্টি বুঝায়।

পটবী (মাটি), আপ্ (জল), বায়ু (বাতাস), এবং তেজ (তাপ), এই চারিবস্তুকে বলা হয় মহাভূতরূপ। এই সকল মহাভূতের গুণগত শক্তি বর্ণ, গন্ধ, রস এবং ওজ এই চারিটি উপাদানই সংগঠিত করে প্রাণ তথা জীবনী শক্তি। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, বিভাজন এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা বুদ্ধ ব্যাখ্যাত এই দার্শনিক তত্ত্বের সত্যতা এভাবে সপ্রমাণিত হয়েছে যে, চারি "মহাভূতরূপ" জড় উদ্ভিদ আর জীবদেহে সমাবেশের তারতম্যের কারণে জীব ও উদ্ভিদের গঠনগত পার্থক্য যেমন সূচিত করে, ঠিক একই কারণে সেই সমবেত চারিমহাভূত নিঃসৃত শক্তি বর্ণ, গন্ধ, রস এবং ওজ এর সমন্বিত জটিল প্রক্রিয়ার তারতম্য হতেই জীব ও উদ্ভিদ জগতে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য বৈচিত্র্যমন্ডিত প্রাণ-প্রজাতির উদ্ভব। বুদ্ধের দার্শনিক সিদ্ধান্ত "পঞ্চ স্কন্ধ তত্ত্ব" জটিল প্রক্রিয়ার গতি-প্রকৃতি তথা বিবর্তন-পরিবর্তনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে এক গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা ধর্মী মনস্তাত্ত্বিক সমাধান নির্দেশ করে। তবে এই নির্দেশ জীবনের এক চিরন্তন সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যেই প্রদত্ত, বিস্ময়কর নতুন কিছুর আবিষ্কারের নহে।

জীবনে 'দুঃখ' নামক এক চিরন্তন সমস্যার সমাধান বুদ্ধ 'পঞ্চস্কন্ধ তত্ত্ব' দর্শনের মাধ্যমে এই মানব জগতকে উপহার দিলেন। দুঃখের দহন জ্বালায় নিয়ত উৎপীড়িত, অতিষ্ঠ এই জীবন। তাই যে কোন দুঃখই তার অপ্রিয়, অপছন্দ। স্বীয় জীবনে দুঃখের আগমন বার্তায় দেহী হয়ে পড়ে ভীত, সন্ত্রস্ত। আপ্রাণ প্রয়াসী হয় অনাগত দুঃখ প্রতিরোধে আর আগত দুঃখের নাগপাশ মুক্তি প্রয়াসে। কারো জীবনে সুখ অক্ষয়নহে দেখেও অন্ধ মোহগ্রস্ত মন চিরকাল উন্মুখ থাকে অজর অক্ষয় সুখের কামনায়। ভরা যৌবনে অক্ষয় রূপ যৌবন বিলাসী উনত্রিশ বছরের যুবরাজ সিদ্ধার্থ রাজ্য-সংসার, জ্ঞাতি পরিজনকে ত্যাগ করেছিলেন ঠিক একই সংকল্পে। এই জীবনকে জ্বরা-ব্যাধি, মরণ নামক এ ত্রিবিধ অনিবার্য দুঃখের উপায় তাঁকে খুঁজতে হবে, অনুসন্ধান করতেই হবে-ইহাই ছিল মহাভিনিষ্ক্রমণকামী যুবরাজ সিদ্ধার্থের সেদিনের মহাকঠোর সংকল্প। সেই উপায় সন্ধানী জীবনকে কিছুটা সহজতর করার জন্যেই তিনি সন্যাস জীবনকে শ্রেয় রূপে বরণ করেছিলেন। 'ত্যাগেই সুখ' ভোগে দুঃখের মাত্রা অধিক এই সত্য রাজপুত্র জীবনেই উপলব্ধি করলেন। কিন্তু সেই সত্য উপলব্ধি ছিল নিতান্ত বস্তু নির্ভর ব্যবহারিক জ্ঞান মাত্র। দুঃখের উৎপত্তিতে মূলের সন্ধান তিনি তখনো পাননি। একটানা দীর্ঘ ছয় বছর তাঁকে অতিবাহিত করতে হয়েছিল এই

মূলের সন্ধানে। গয়ার উরুবেলা বনে নৈরঞ্জনা নদীর তীরে অশ্বত্থবৃক্ষ মূলে ধ্যান-নিমগ্ন অবস্থায় গভীর অন্তঃদৃষ্টিতে তিনি উপলব্ধি করলেন।

অবিদ্যার কারণে 'সংস্কার'। সংস্কারের কারণে 'বিজ্ঞান'। বিজ্ঞানের কারণে 'নাম রূপ'। নাম রূপের কারণে 'ষড়ায়তন'। ষড়ায়তনের কারণে 'স্পর্শ'। স্পর্শের কারণে 'বেদনা'। বেদনার কারণে তৃষ্ণা। তৃষ্ণতার কারণে 'উপাদান'। উপাদানের কারণে 'ভব (জন্ম)'। ভব-এর কারণে জ্বরা-ব্যাধি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, মৃত্যু, শোক, বিলাপ দুঃখ, দৌর্মনস্য, উপায়াস, নশ্বর জীবনের যাবতীয় উপদ্রব উৎপীড়ন।

জন্ম-মৃত্যু আর জীবন দুঃখের এই তত্ত্বের নাম প্রতীত্যসমুৎপাদ বা দ্বাদশ নিদান চক্র। দ্বাদশ নিদানের বিস্তৃত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রথম পর্বের নাম পঞ্চস্কন্ধ। পঞ্চস্কন্ধের প্রকৃত স্বরূপ-অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মা লক্ষণের সম্যক্ অনুধাবন প্রক্রিয়াকে বলা হয় নাম-রূপাদি দশবিধ বিদর্শন জ্ঞান।

এই দশবিধ বিদর্শন জ্ঞানকে আনুক্রমিক ভাবে আয়ত্বকরণের মাধ্যমে দ্বাদশ নিদানের দুঃখ চক্রে আবদ্ধ জীবের অবিদ্যা-বিমুক্তি তথা জীবন দুঃখের চির অবসান ঘটে।

'পঞ্চস্কন্ধ' গ্রন্থে এই বিমুক্তি জ্ঞানের সূচনা পর্বের পরিচিতি ব্যাখ্যাত হয়েছে। এ গ্রন্থ পাঠে ও অনুধ্যানে পাঠক অবগত হতে সক্ষম হবেন এই দেহ ও জীবনের প্রকৃত স্বরূপকে। গ্রন্থ রচনার রাজ্যে লেখক মহোদয় নবাগত, বলতে গেলে এই প্রথম তাঁর হাতে খড়ি। অপরদিকে বর্তমান গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো বৌদ্ধ দর্শনের উচ্চতম মার্গভুক্ত যা গভীর অনুধ্যান ও অনুশীলন অভিজ্ঞতা ব্যতীত ভাষায় প্রাঞ্জল করে তোলা রীতি মতো কঠিনই বলা চলে। নির্জন বিহারী সাধন মার্গের পথিক ভিক্ষু আর্যনন্দ তার স্বীয় জীবনাচারের সাহসে ভর করেই খুব সম্ভবতঃ এই দুরূহ বিষয়কে তাঁর লেখার বিষয়বস্তু রূপে গ্রহণ করে থাকবেন।

পরিশেষে বলতে হয় এই গ্রন্থ বৌদ্ধ সাধনকামীদের জন্যে বহুবিধ প্রয়োজনীয় বিষয় অবগত হবার এক নির্ভরশীল হ্যান্ডবুক বা নোট বই হিসাবে কাজ করবে এবং বৌদ্ধ দর্শনের আধ্যাত্মিক বিষয়ে অনুসন্ধিৎসুদের অনেক খোরাক যোগাবে। তাই গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি। সাথে সাথে আধ্যাত্মিক সাধনব্রতী তরুণ লেখকের গ্রন্থ রচনায় এই উদ্যোগ উৎসাহ উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হোক এই আমার তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের সাফল্য ও নিরোগ দীর্ঘায়ু কামনা করি।

"ভবতু সর্ব্ব মঙ্গলম্"

ইতি

ভিক্ষু প্রজ্ঞাবংশ
কাটাছড়ি, রাঙ্গাপানি
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

২৫৪১ বুদ্ধ বর্ষ
২৭/১০/৯৭ইং
আশ্বিনী পূর্ণিমা তিথি

অভিমত

ভোগ বিলাসে প্রমত্ত মানুষেরা বৈষয়িক সুখের ভিতর সুখ খুঁজে না পেয়ে কখনও বা প্রকৃতির অপূর্ব সবুজ সৌন্দর্য তথা বন বনানী দর্শন করে ক্ষণিক সুখ অন্বেষণ করে থাকেন। অপরদিকে সাধক পুরুষেরা লোকালয়ে বহুদূরে গভীর অরণ্যে ইন্দ্রিয় দমন, চিত্ত দমন, আত্মদমন করে অফুরন্ত সুখের প্রাচুর্য্যে অবস্থান করেন।

শ্রদ্ধেয় আর্যনন্দ ভিক্ষু একজন অরণ্যচারী ধুতাঙ্গধারী। রাজবন বিহারে একদিন অপরাহ্নে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। স্বাস্থ্য এবং চেহারায় তিনি প্রথম দর্শনে তেমন কোন শ্রদ্ধা উৎপন্ন করার মতো না হলেও অল্প কিছুক্ষণের আলাপে তাঁর সাধকোচিত কিছু গুণাবলীর পরিচয় পেয়ে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধাবোধ উৎপন্ন হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, আমার ভিক্ষু জীবনের বহু পূর্ব থেকেই ধ্যান অরণ্য প্রভৃতি শব্দগুলোর প্রতি প্রচন্ড আকর্ষণ ছিল। ভিক্ষু জীবনের শুরু থেকেই ধ্যান এবং অরণ্যের নিবিড় বন্ধনে নিজেও জড়িত হয়ে গেলাম। ফলে যাঁরা অরণ্যে ধ্যান সমাধিতে নিরত তাঁদের সঙ্গে আমার বাড়তি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জাগে। তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি জানালেন যে, "পঞ্চস্কন্ধ" পরিচয় নামে তাঁর একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে। গ্রন্থটি পঠন এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন করে গ্রন্থ সম্পর্কে আমাকে একটি অভিমত লিখে দিতে বললেন। কুতুকছড়ি অরণ্যে এসে গ্রন্থের পান্ডুলিপি পাঠ এবং সংশোধন করার সুযোগ হল। বুদ্ধ দুঃখ সত্য সম্পর্কে বলেছেন, জন্ম-দুঃখ, জুরা-দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, শোক দুঃখ, পরিদেবন দুঃখ, মরণ-দুঃখ, অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ, প্রিয় বিচ্ছেদ দুঃখ, লব্দ বস্তু না পাওয়া দুঃখ, সংক্ষেপে পঞ্চোপাদান স্কন্ধই দুঃখ।

নির্বাণ ব্যতীত মানুষ, দেবতা, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, প্রেত, পিশাচ, মার কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষী সকল কিছুতে পঞ্চস্কন্ধ বিদ্যমান। নির্বাণে পঞ্চস্কন্ধ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়। পঞ্চস্কন্ধ থাকলে আসক্তি হবে। তাই মনুষ্য পঞ্চস্কন্ধ মনুষ্যকে আকর্ষণ করে। দেবতা পঞ্চস্কন্ধ দেবতাকে আকর্ষণ করে। ব্রহ্মার পঞ্চস্কন্ধ ব্রহ্মাকে আকর্ষণ করে। আকর্ষণ এবং আসক্তির শৃংখল ছিন্ন করা না গেলে দুঃখের আগমন রোধ করা সম্ভব নয়।

রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই পাঁচটি স্কন্ধকেই বৌদ্ধ পরিভাষায় বলা হয় পঞ্চস্কন্ধ।

এগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় হচ্ছে ঃ

রূপ ঃ- মানুষ, জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতির ভৌতিক দেহটাই হচ্ছে রূপ। এই ভৌতিক দেহে ৩২টি অসূচী পদার্থ তথা ৪২ প্রকার ধাতু ছাড়া আর কিছু নেই। নারী পুরুষ সকলের মধ্যে এই ৪২ প্রকার ধাতুই বিদ্যমান। এগুলোকে সংক্ষেপ করলে শুধু চারিটি ধাতুই পাওয়া যায়। যথা- পৃথিবী, জল, বায়ু এবং তেজ ধাতু।

বেদনা ঃ- সুখ, বেদনা, দুঃখ-বেদনা, উপেক্ষা বেদনা মোট তিন প্রকার বেদনা। সৌমনস্য, দৌর্মনস্য বেদনাসহ আরও দুই প্রকার বেদনা রয়েছে।

সংজ্ঞা ঃ- দৃষ্টিপথে যে কোন বস্তু পতিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তার সম্পর্কে যেই প্রতীতি জন্মে তাই সংজ্ঞা।

সংস্কার ঃ- সংস্কারের অপর নাম কর্ম। মানুষ জীব, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি আপন আপন সংস্কার অনুযায়ী একেক সময় একেক রূপে আবির্ভূত হচ্ছে।

বিজ্ঞান ঃ- বিজ্ঞান বা মন নানা কর্ম সম্পাদিত করে। আধুনিক সভ্যতার বিজ্ঞানের নানাবিধ কর্মকান্ড প্রত্যক্ষ করে সাধারণ মানুষ হতভম্ব। ফলে জড় সভ্যতার উন্নয়নে মানুষ এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছে যে, মন উন্নয়নের কথা মানুষ বেমালুম ভুলে গেছে।
বিজ্ঞান মানুষকে নানা পথে পরিভ্রমণ করায়। এখানে বিজ্ঞান অর্থ পুনঃজন্মের চেতনা। প্রতিমুহূর্তে এর পরিবর্তন হচ্ছে। এই বিজ্ঞানই নামরূপ উৎপত্তির মূল কারণ। ইহা ছয় প্রকার, চক্ষু বিজ্ঞান, শ্রোত্রবিজ্ঞান, ঘ্রাণ বিজ্ঞান, জিহ্বা বিজ্ঞান, কায়বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান। চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন এই ছয়টি বিজ্ঞানকে সকায় দৃষ্টি দ্বারা গুণ করলে বিজ্ঞান ২৪টি সকায়দৃষ্টি। পঞ্চস্কন্ধে মোট ২৫৬ প্রকার সকায়দৃষ্টি।

"পঞ্চস্কন্ধ" পরিচয় গ্রন্থে লেখক পঞ্চস্কন্ধ বলতে কি বুঝায় এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছেন। বিষয়টি সহজবোধ্য করতে প্রয়োজনে তিনি কোন কোন স্থানে উপমাও দিয়েছেন। গ্রন্থটি মূলতঃ ধ্যানীদের প্রয়োজনেই রচিত হয়েছে। পঞ্চস্কন্ধ সম্পর্কে পরিচয় না হলে ধ্যানীর ধ্যান পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। দুঃখ মুক্তি পিপাসুরা পঞ্চস্কন্ধ সম্বন্ধে পরিচয় লাভ করে সেভাবে ধ্যান অনুশীলন করলে দুঃখের বৈতরণী পার হবার পথ খুঁজে পাবেন বলে আশা করি। লেখকের স্বীয় ধ্যান লব্দ জ্ঞান থাকায় গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় সুখ পাঠ্য হয়েছে। ধ্যানী এবং অধ্যানী-সকলের কাছে গ্রন্থটি আদরণীয় হোক এ কামনা করি। পরিশেষে গ্রন্থকারের নীরোগ, দীর্ঘায়ু এবং উত্তরোত্তর আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধিত হোক ধর্মস্বামী ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করছি।

ইতি-

ডঃ শরনংকর ভিক্ষু

কুতুকছড়ি অরণ্য ধ্যান কুঠির, রাঙ্গামাটি

তাং ১৪/১২/৯৭ ইং
কুতুকছড়ি, রাঙ্গামাটি

আমার কথা

তথাগত সম্যক্ সম্বুদ্ধ বলিয়াছেন মানব জীবন লাভ করা অতীব দুর্লভ। এই দুর্লভ জীবনকে মনুষ্যত্ববোধের আলোক ধারায় স্নাত করা আরো কঠিন। মানুষের মহত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব সূচিত হয় একমাত্র চারিমার্গ অথবা চারিফলের যেই কোন একটি প্রাপ্তির গৌরবে। বোধিজ্ঞান লাভের অনন্য মাধ্যম পঞ্চস্কন্ধ সম্পর্কে পরিচয় লাভ করা দুঃখ মুক্তিকামী সকল মানুষের একান্ত প্রয়োজন। কারণ আমিত্ব বা অহংবোধের আবরণে মানুষের শুভ্র সুন্দর চেতনাবোধ হৃদয়ে যতদিন আবৃত থাকে ততদিন মানুষ প্রকৃত সত্য থেকে বঞ্চিত। ফলে নিজেকে আমি আমার আমিত্ব তথা আত্মা, প্রাণ, এবং সত্ত্ব, কল্পনায় নিজেকে জড়িত করিয়া ফেলায়। এই মিথ্যা বা ভ্রান্ত ধারণার বেড়াজালে আবদ্ধ হইয়া মানুষ বিবিধ ক্লেশ যন্ত্রণায় নানা অত্যাচার, অনাচারে লিপ্ত হয়। কিন্তু মানুষের জ্ঞান দৃষ্টিতে যখন পঞ্চস্কন্ধের স্বরূপ উপলব্ধি হয়, তখন সকল মোহ ভাঙ্গিয়া আমার আমি বলিতে ইহাতে কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কেবল পঞ্চস্কন্ধ যন্ত্রণাই দিবা-রাত্রি, দগ্ধ-বিদগ্ধ হইতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পঞ্চস্কন্ধ সম্বন্ধে বাহ্যিক জ্ঞান লাভে কিছুটা হইলেও নিজের দেহ, চিত্তে কেন এতো দুঃখ তাহা বোধ জাগে। অপর পক্ষে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের উন্মেষ ঘটিলে সাধকের অশেষ সুখ-শান্তি উৎপন্ন হয়।

আমার এই গ্রন্থ লিখার উদ্দেশ্য হইতেছে অহমিকা ও ভ্রান্ত ধারণার মোহ হইতে মানুষের পতন রোধের উপায় অন্বেষনের কিঞ্চিত হইলেও সুযোগ করিয়া দিবার প্রয়াস মাত্র। আর এই চেষ্টায় আমি কতটুকু সফলতা দেখাইতে পারিয়াছি তাহা সুযোগ্য পাঠকগণই

বলিবেন। যদি এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া পাঠকের কিঞ্চিত পরিমাণ হইলেও পঞ্চস্কন্ধ সম্পর্কে জ্ঞান উপলব্ধি হয়, তাহা হইলে আমার এই গ্রন্থ লিখা সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করিব। পরম শ্রদ্ধেয় মহাগুরু অরহৎ শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাথের (বনভন্তে) মহোদয়ের গভীর ভাবমূলক আশীর্বাদ বাণীটি গ্রন্থের সঙ্গে সংযুক্ত করিতে পারিয়া আমি অত্যন্ত গৌরবান্বিতবোধ করিতেছি। এই জন্য পরম শ্রদ্ধেয় বনভন্তের পাদমূলে আমি নতশিরে গভীর ভক্তি, শ্রদ্ধা স্বরূপ কৃতজ্ঞতার সহিত বন্দনা নিবেদন করিতেছি। আর এই গ্রন্থের প্রয়োজনীয় সংশোধন ভূমিকা এবং অভিমত লিখে দিয়েছেন যথাক্রমে-শ্রদ্ধেয় অরণ্যচারী ধুতাঙ্গ শ্রীমৎ প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির (এম, এ, ডবল) আয়ুষ্মান সাধক ডঃ শরনংকর ভিক্ষু। তাঁহাদের লেখনীয় গুণে গ্রন্থের মর্যাদা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই জন্য আমি তাঁহাদের কাছে কৃতজ্ঞ। পান্ডুলিপি তৈয়ারীর কাজে বাবু স্নেহ কুমার চাক্‌মা (হেডমাষ্টার) ও বাবু দেব হংস চাক্‌মা (মেম্বার বি, এ) তাঁহাদের যথেষ্ট নিরলস কষ্ট স্বীকারের জন্য জানাই আমার মৈত্রীময় আশীর্বাদ। এই গ্রন্থ প্রকাশে যেই সকল শ্রদ্ধাবান / শ্রদ্ধাবতী দায়ক / দায়িকা অকুণ্ঠচিত্তে আর্থিক সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতিও জানাইতেছি আমার মৈত্রীময় আশীর্বাদ এবং সকলেরই ধর্মচক্ষু উৎপত্তি হউক এই কামনা করি।

গাথা-

নিগূঢ় অহমিকা আলয়
গড়া জীবের হৃদয়
বেঁধেছে নানা গ্রন্থিকায়,
পঞ্চস্কন্ধ মন্ত্রই পারে
ঊষা লগ্ন হতে আজ
ভেঁঙ্গে দিতে তাই।
সন্ধিহান দোলাইতো মন
ঘুরে বেড়াই ভব-ভবান্তরে,
কীট-পতঙ্গ কিবা মানুষ
হউক না ব্রহ্মা
কিন্তু তাঁর উর্দ্ধে নহে।
কেবল অষ্টমার্গ যার
সত্যি সে হবে ভবপার,
লীন হবে কোথায়
মার জানবে না আর।

"ভবতু সর্ব্ব মঙ্গলম্"

ইতি

২৫৪১ বুদ্ধ বর্ষ
৭/১/৯৮ ইং

শ্রীমৎ আর্য্য নন্দ ভিক্ষু
কচুছড়ি অরণ্য ভাবনা কুঠির
থানা-বাঘাইছড়ি
জেলা- রাঙ্গামাটি পার্বত্য চট্টগ্রাম,
বাংলাদেশ।

উৎসর্গ

আমার পরলোকগত মাতা (দায়িকা) ও পরলোকগত জ্ঞাতিদের উদ্দেশ্যে আমার এই পঞ্চস্কন্ধ গ্রন্থখানি উৎসর্গ করিলাম।

ইতি

শ্রীমৎ আর্য্যনন্দ ভিক্ষু

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
পঞ্চ উপাদান স্কন্ধের পরিচয়	১
রূপ উপাদান স্কন্ধের পরিচয়	১
পৃথিবী ধাতুর পরিচয়	২
আপ ধাতুর পরিচয়	৩
তেজ ধাতুর পরিচয়	৩
বায়ু ধাতুর পরিচয়	৩
পাঁচ প্রকার প্রসাদ রূপের পরিচয়	৪
পাঁচ প্রকার গোচর রূপের পরিচয়	৫
দুই প্রকার ভাব রূপের পরিচয়	৬
এক প্রকার হৃদয় রূপের পরিচয়	৬
এক প্রকার আহার রূপের পরিচয়	৬
এক প্রকার পরিচ্ছেদ রূপের পরিচয়	৬
দুই প্রকার বিজ্ঞপ্তি রূপের পরিচয়	৭
তিন প্রকার বিকার রূপের পরিচয়	৭
চারি প্রকার লক্ষণ রূপের পরিচয়	৭
বেদনা উপাদান স্কন্ধের পরিচয়	৯
সংজ্ঞা উপাদান স্কন্ধের পরিচয়	১১
সংস্কার উপাদান স্কন্ধের পরিচয়	১২
পঞ্চাশ প্রকার চৈতসিকের পরিচয়	১৩
সাত প্রকার সর্বচিত্ত সাধারণ চৈতসিকের পরিচয়	১৩
ছয় প্রকার প্রকীর্ণক চৈতসিকের পরিচয়	১৫
চৌদ্দ প্রকার অকুশল চৈতসিকের পরিচয়	১৭
উনিশ প্রকার শোভন চৈতসিকের পরিচয়	২২
তিন প্রকার বিরতি চৈতসিকের পরিচয়	২৭
দুই প্রকার অপ্রমেয় চৈতসিকের পরিচয়	২৭
এক প্রকার প্রজ্ঞেন্দ্রিয় চৈতসিকের পরিচয়	২৮
বিজ্ঞান উপাদান স্কন্ধের পরিচয়	২৯
চুয়ান্ন প্রকার কামাবচর ভূমি চিত্তের পরিচয়	২৯
আট প্রকার লোভ চিত্তের পরিচয়	৩০
দুই প্রকার দ্বেষ চিত্তের পরিচয়	৩১
দুই প্রকার মোহ চিত্তের পরিচয়	৩১
সাত প্রকার অকুশল বিপাক অহেতুক চিত্তের পরিচয়	৩২

আট প্রকার কুশল বিপাক অহেতুক চিত্তের পরিচয় ৩২
তিন প্রকার ক্রিয়া অহেতুক চিত্তের পরিচয় ৩৩
আট প্রকার শোভন কামাবচর কুশল চিত্তের পরিচয় ৩৪
আট প্রকার শোভন কামাবচর বিপাক চিত্তের পরিচয় ৩৫
আট প্রকার শোভন কামাবচর ক্রিয়া চিত্তের পরিচয় ৩৫
পনের প্রকার রূপাবচর চিত্তের পরিচয় ৩৬
পাঁচ প্রকার রূপাবচর কুশল চিত্তের পরিচয় ৩৬
পাঁচ প্রকার রূপাবচর বিপাক চিত্তের পরিচয় ৩৬
পাঁচ প্রকার রূপাবচর ক্রিয়া চিত্তের পরিচয় ৩৬
বার প্রকার অরূপাবচর চিত্তের পরিচয় ৩৭
চারি প্রকার অরূপাবচর কুশল চিত্তের পরিচয় ৩৭
চারি প্রকার অরূপাবচর বিপাক চিত্তের পরিচয় ৩৭
চারি প্রকার অরূপাবচর ক্রিয়া চিত্তের পরিচয় ৩৭
অকুশল সংগ্রহ ৩৮
আসব ৩৮
ওঘ ৩৯
যোগ ৩৯
গ্রন্থি ৪০
উপাদান ৪১
নীবরণ ৪২
অনুশয় ৪৩
সংযোজন ৪৫
ক্লেশ ৪৬
কর্ম্মস্থান ৪৭
শমথ কর্ম্মস্থান ৪৭
তিন প্রকার ভাবনা স্তর ৪৮
তিন প্রকার ভাবনা নিমিত্ত ৪৮
চরিতের লক্ষণ ৪৯
বিদর্শন ভাবনা ৫০
বিদর্শন জ্ঞান দশ প্রকার ৫১
বিদর্শন জ্ঞানের তিনটি প্রধান বিভাগ ৫২
বিদর্শন প্রজ্ঞার ভূমি বিভাগের পরিচয় ৫২
বিদর্শন প্রজ্ঞার মূল বিভাগের পরিচয় ৫৬
বিদর্শন প্রজ্ঞার শরীর বিভাগের পরিচয় ৫৭
তথ্য সংগ্রহ ৫৮

নমোতস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স

পঞ্চ উপাদান স্কন্ধের পরিচয়

১। রূপ উপাদান স্কন্ধ
২। বেদনা উপাদান স্কন্ধ
৩। সংজ্ঞা উপাদান স্কন্ধ
৪। সংস্কার উপাদান স্কন্ধ
৫। বিজ্ঞান উপাদান স্কন্ধ

১। রূপ উপাদান স্কন্ধের পরিচয়ঃ

রূপ সাধারণতঃ জড় পদার্থ সমূহকে বুঝায়। যাহা শীতে সঙ্কুচিত হয়, উত্তাপে প্রসারিত হয়, ও প্রত্যয় সমূহের দ্বারা বিকার প্রাপ্ত হয়, তাহাই রূপ।

রূপ আধ্যাত্মিক (স্বীয় শরীরে) ও বাহ্যিক (বাহিরের) ভেদে দুই প্রকার। এখানে আমি শুধু আধ্যাত্মিক রূপের সম্বন্ধেই আলোচনা করিতেছি।

আমাদের এই শরীরে কর্ম্ম, চিত্ত, ঋতু ও আহার দ্বারা উৎপন্ন চারিপ্রকার ধাতু বিদ্যমান। যথাঃ- পৃথিবী ধাতু, আপ্‌ ধাতু, তেজ ধাতু ও বায়ু ধাতু। এই চারি ধাতুকে চারি মহাভূত রূপ ধাতু বলা হয়। এখানে পৃথিবী ধাতু অর্থে পৃথিবী স্বভাবকে বুঝাইতেছে, কিন্তু বাসভূমি পৃথিবীকে নহে। অপর ধাতুত্রয়ও তেমনি। ধাতু অর্থে যে কোন জড় পদার্থ স্বীয় স্বীয় প্রকৃতি বা স্বভাব-গুণ ধারণ করে বলিয়া ধাতু। যেমন পৃথিবী ধাতুর স্বভাব বিস্তৃতি, কঠিনতা ও কোমলতা। আপ্‌ধাতুর স্বভাব সংসক্তি, বন্ধন। তেজ ধাতুর স্বভাব তাপ উত্তপ্ত করা, দগ্ধ করা, জীর্ণ করা, আলোকিত করা, পরিপক্ক করা ইত্যাদি। বায়ু ধাতুর স্বভাব বেগ, চাপ, গতিশীলতা ও প্রকম্পন ইত্যাদি সৃষ্টি করা। এই কঠিনতা, কোমলতা একই গুণের তারতম্য, তেমনি শৈত্য ও উষ্ণতা তাপের তারতম্য এবং বাদ্‌বাকী গুলোতেও তাই। এই জড় পদার্থের গুণরাশি গুলো পরস্পর আশ্রিত, সহজাত ও সম্বন্ধীভূত এবং বর্ণ, গন্ধ, রস ও ওজের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। প্রত্যেক জড় পদার্থের পৃথিবী, আপ্‌, তেজ, বায়ু, বর্ণ, গন্ধ, রস ও ওজ এই অষ্টকলাপ ধাতু বিদ্যমান, এবং ইহারা পরস্পর পরমাণুগুণের অবিভাজ্য। যতই ক্ষুদ্র বা সূক্ষ্ম হউক না কেন অষ্টকলাপ সংমিশ্রণ ব্যতীত কোন জড় পদার্থ উৎপত্তি বা গঠিত হইতে পারে না। উক্ত চারি মহাভূতের মধ্যে পৃথিবী, তেজ, বায়ু এই

তিনটি স্পর্শ করা যায় বটে, কিন্তু আপ্‌কে স্পর্শ করা যায় না। তাহার কারণ আপের বন্ধন বা সংসক্তি গুণে উপাদান গুলো আবদ্ধ রাখে। আমরা যখন জলে হাত ডুবাই তখন যে কোমলতা অনুভব করি, তাহা আসলে আপ্ নয় পৃথিবী ধাতুই। জলে যে শৈত্য অনুভূতি হয় তাহা হইতেছে তেজের তারতম্য বা তাপের গুণ। জলে যে চাপ অনুভূতি হয় তাহা হইতেছে বায়ুর চাপ। অতএব তিনভূতই স্পর্শ হয়, কিন্তু আপ্‌কে সংসক্তি বা বন্ধন গুণকে স্পর্শ করা যায় না। এই ভাবে কঠিনতা, সংসক্তি তাপ ও গতিশীলতা বা চাপ মৌলিক গুণ নিয়ে রূপের বিভাগ।

এই চারি মহাভূতরূপ ধাতু আশ্রয় করে যেসব রূপ উৎপন্ন হয় তাহাদেরকে উপাদা রূপ বলা হয়।

যথা ঃ

পাঁচ প্রকার প্রসাদ রূপ
পাঁচ প্রকার গোচর রূপ
দুই প্রকার ভাবরূপ
এক প্রকার হৃদয় রূপ
এক প্রকার জীবন রূপ
এক প্রকার আহার রূপ
এক প্রকার পরিচ্ছেদ রূপ
দুই প্রকার বিজ্ঞপ্তি রূপ
তিন প্রকার বিকার রূপ
চারি প্রকার লক্ষণ রূপ

পৃথিবী ধাতুর পরিচয় ঃ

পূর্বে যে বলা হইয়াছে পৃথিবীর অর্থে এখানে মাত্র পৃথিবীর স্বভাবকে বুঝায়। তাই আমাদের শরীরে যাহা কঠিনতা ও কোমলতা রহিয়াছে যেমন - কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক, স্নায়ু, মাংস, অস্থি, অস্থিমজ্জা, বক্ষ, হৃদয়, যকৃত, ক্লোম, প্লীহা, ফুসফুস, বড় অন্ত্র, ক্ষুদ্র অন্ত্র, উদর, পুরীষ ও মস্তিষ্ক। এই বিশটি ধাতুকে আধ্যাত্মিক পৃথিবী রূপ ধাতু বলে। বুদ্ধ রাহুলকে বলিয়াছিলেন হে রাহুল! এই পৃথিবী রূপ ধাতু আমারও নহে, আমিও তাহার নহি, এবং তাহা আমার আত্মাও নহে, সম্যক্ প্রজ্ঞা দ্বারা যথাযথভাবে অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম ও অশুভ দর্শন করা উচিত। সম্যক্ প্রজ্ঞায় যথারূপে দর্শন করিলে পৃথিবী ধাতুর প্রতি নির্বেদ জন্মে,এবং পৃথিবী ধাতু হইতে চিত্ত বিরত হয়।

আপ্ ধাতুর পরিচয় ঃ

আমাদের শরীরে সংসক্তি ও ক্ষরণ স্বভাব যে সমস্ত আপ্ধাতু রহিয়াছে যেমন-পিত্ত, শ্লেষ্মা, পুঁজ, রক্ত, স্বেদ, মেদ, অশ্রু, চর্বি, থুথু, সিক্নি, লসিকা ও মূত্র। এই বারটি ধাতু আধ্যাত্মিক আপ্ধাতু নামে অভিহিত। বুদ্ধ রাহুলকে বলিয়াছিলেন হে রাহুল! এই আপ্ধাতু আমারও নহে, আমিও তাহার নহি, এবং তাহা আমার আত্মাও নহে, সম্যক্ প্রজ্ঞা দ্বারা যথাযথভাবে অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম ও অশুভ দর্শন করা উচিত। সম্যক্ প্রজ্ঞায় যথারূপে দর্শন করিলে আপ্ ধাতুর প্রতি নির্বেদ জন্মে এবং আপ্ ধাতু হইতে চিত্ত বিরত হয়।

তেজ ধাতুর পরিচয় ঃ

আমাদের শরীরে তাপগুণ বিশিষ্ট চার প্রকার ধাতু বিদ্যমান। যথা ঃ-

সন্তাপ ঃ- যেই তেজ ধাতু কুপিত হইলে শরীর সন্তপ্ত, উত্তপ্ত ও সর্বাঙ্গ শরীর উষ্ণ হইয়া জ্বর- রোগাদি দেখা দেয় তাহাই "সন্তাপ" তেজধাতু।

জীর্ণ ঃ- যাহার দ্বারা শরীরের বিভিন্ন অংশালয়ে জ্বরাজীর্ণ, পরিপক্কতা, অঙ্গ- প্রত্যঙ্গের শিথিলতা, আয়ুহীন ইত্যাদি হয়, তাহা "জীর্ণ" তেজধাতু নামে কথিত হয়।

দাহ ঃ- যেই তেজ ধাতু কুপিত হইলে শরীরের বিভিন্ন অংশালয়ে জ্বালা-পোড়া, দুঃখ-যন্ত্রণা, ইত্যাদি দেখা দেয় এবং সেই ব্যক্তি জ্বলিতেছি, জ্বলিতেছি, বলিয়া ব্যজনী, বাতাস, বরফ বা শীতল জল ইত্যাদি ঠান্ডা জাতীয় পাইতে ইচ্ছা করে। ঈদৃশ তেজধাতুকে "দাহ" তেজধাতু বলা হয়।

পাচক ঃ- যাহা দ্বারা গ্রহনীয় খাদ্য-ভোজ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি উদরে হজম পরিপাক কার্য সম্পাদন করায় তাহাই "পাচক" তেজধাতু নামে পরিগণিত।

এই উক্ত চারিপ্রকার ধাতু আধ্যাত্মিক তেজধাতু নামে অভিহিত। বুদ্ধ রাহুলকে বলিয়াছিলেন, হে রাহুল! এই তেজধাতু আমারও নহে, আমিও তাহার নহি, এবং তাহা আমার আত্মাও নহে, সম্যক্ প্রজ্ঞা দ্বারা যথাযথ ভাবে অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম ও অশুভ দর্শন করা উচিত। সম্যক্ প্রজ্ঞায় যথারূপে দর্শন করিলে তেজ ধাতুর প্রতি নির্বেদ জন্মে এবং তেজ ধাতু হইতে চিত্ত বিরত হয়।

বায়ু ধাতুর পরিচয় ঃ

আমাদের দেহ অভ্যন্তরে যেই বেগ, চাপ, গতিশীলতা, ও প্রকম্পন স্বভাব অনুভূত হয় তাহা বায়ু ধাতু। বায়ু ধাতু ছয় প্রকার বিদ্যমান। যথা ঃ-

উর্দ্ধগামী ঃ- যেই বায়ু ধাতু দ্বারা আমাদের উদ্‌গার ও হিক্কাদি উৎপন্ন হয় তাহাই "উর্দ্ধগামী বায়ু ধাতু নামে অভিহিত।

অধোগামী ঃ- আমাদের দেহ অভ্যন্তর হইতে মলমূত্রাদি যেই বায়ু ধাতু বাহির করিয়া দেয়, তাহাকে "অধোগামী" বায়ু ধাতু বলা হয়।

কুক্ষিশয় ঃ- অন্ত্রের বাহিরের যে বায়ুধাতু থাকে, ইহা "কুক্ষিশয়" বায়ুধাতু কথিত হয়।

কোষ্টাশয় ঃ- অন্ত্রের ভিতর বায়ু ধাতু "কোষ্টাশয়" বায়ু ধাতু নামে অভিহিত।

অঙ্গ প্রত্যাঙ্গানুসারী ঃ- আমাদের শরীরে যে সমস্ত স্নায়ুর বিভিন্ন অংশালয়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনাদি কার্য সম্পাদন করে, তাহাকে "অঙ্গ-প্রত্যঙ্গানুসারী" বায়ু ধাতু বলে।

আশ্বাস-প্রশ্বাস ঃ- নাসিকা দিয়া বাহির হইতে ভিতরে প্রবেশ করা বায়ুকে "আশ্বাস", আর নাসিকা দিয়া ভিতর হইতে বাহির হওয়া বায়ু "প্রশ্বাস" বায়ুধাতু নামে উক্ত হয়।

এই উক্ত ছয় প্রকার বায়ুধাতু আধ্যাত্মিক বায়ুধাতু নামে পরিচিত।

পাঁচ প্রকার প্রসাদ রূপের পরিচয় ঃ

প্রসাদ শব্দের অর্থ হইতেছে স্বচ্ছতা বা প্রসন্নতাকে বুঝায়। স্বচ্ছ দর্পণে যেমন যে কোন পদার্থ সামনে পড়িলে বা আসিলে প্রতিবিম্বিত হয়, তদ্রুপ আমাদের পঞ্চ প্রসাদরূপে যে কোন আলম্বন সামনে পতিত হইলে প্রতিফলিত হয়। এইজন্য ইহাদের স্বচ্ছতা গুণ আছে বলিয়া "প্রসাদরূপ" নামে আখ্যায়িত।

চক্ষুপ্রসাদ ঃ- সহজ কথায় ইহা একটি রূপ বা বর্ণ জানিবার ও দেখিবার একমাত্র ক্ষেত্র। এখানে যে কোন রূপ আগমন করিলে চক্ষুপ্রসাদে স্পর্শ হইয়া চক্ষুবিজ্ঞান উৎপত্তি হয়। চক্ষুপ্রসাদ ব্যতীত বর্ণ দেখিবার ও জানিবার কোন বিকল্প হেতু নাই। তাই এখানে বর্ণ প্রতিফলিত হয় বলিয়া ইহাকে "চক্ষুপ্রসাদ" রূপ বলে।

শ্রোত্র প্রসাদ ঃ- ইহাও একটি শব্দ শ্রবণ ও জানিবার একমাত্র ক্ষেত্র। যে কোন শব্দ এখানে পতিত হইলে শ্রোত্র বিজ্ঞান উৎপত্তি হয়। ইহা ব্যতীত শব্দ শ্রবণ ও জানিবার কোন হেতু নাই। তাই এখানে শব্দ প্রতিবিম্বিত হয় বলিয়া "শ্রোত্রপ্রসাদ" রূপ নামে অভিহিত।

ঘ্রাণ প্রসাদ ঃ- ইহা গন্ধ উপলব্ধি ও ঘ্রাণ নেওয়ার একমাত্র ক্ষেত্র। যে কোন ধাতু সংমিশ্রণের গন্ধ এখানে সংঘর্ষিত হইলে ঘ্রাণ বিজ্ঞান উৎপত্তি হয়। এই স্থান ব্যতীত গন্ধ,

ঘ্রাণ নেওয়ার ও জানিবার কোন বিকল্প হইতে পারে না। তাই এখানে গন্ধ প্রতিফলিত হয় বলিয়া "ঘ্রাণপ্রসাদ" রূপ নামে উক্ত হয়।

জিহ্বা প্রসাদ ঃ- যে কোন রস আস্বাদ করিবার ও জানিবার ইহা একমাত্র স্থান। এখানে রস পতিত হইলে জিহ্বা বিজ্ঞান উদয় হয়। এ স্থান ব্যতীত রস আস্বাদ করিবার ও জানিবার অন্য কোন স্থান নাই। তাই এখানে রস প্রতিবিম্বিত হয় বলিয়া "জিহ্বাপ্রসাদ" নামে অভিহিত।

কায় প্রসাদ ঃ- এখানে স্পৃশ্য জানিবার ও স্পর্শ হইবার একমাত্র স্থান। যে কোন স্পৃশ্য পদার্থ এখানে স্পর্শ হইলে কায়বিজ্ঞান উৎপত্তি হয়। কায় প্রসাদ ব্যতীত স্পর্শ হইবার ও জানিবার অন্য কোন হেতু নাই। তাই এখানে স্পৃশ্যপদার্থ এসে প্রতিফলিত হয় বলিয়া "কায় প্রসাদ" বলা হয়।

পাঁচ প্রকার গোচর রূপের পরিচয় ঃ

গোচর শব্দের অর্থ হইতেছে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়বস্তু বা আলম্বন। চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা ও কায় এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়, রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পৃশ্য পঞ্চ আলম্বনে বিচরণ করে বলিয়া গোচর রূপ বা গোচর ভূমি বলা হয়। অথবা পিন্ডচারিক ভিক্ষু গৃহী দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা সংগ্রহ করিবার ন্যায় চিত্ত আলম্বণ গুলোকে ইন্দ্রিয় দ্বারে বিচরণ করিয়া সংগ্রহ করে বলিয়া গোচর রূপ বা বিষয়রূপ নামে অভিহিত।

রূপালম্বন ঃ- চক্ষুপ্রসাদে যে রূপ বা বর্ণ আগমন হইয়া স্পর্শ করে এবং চক্ষু বিজ্ঞান উৎপত্তি করায়। সেই বিষয় বা আলম্বনকে বলা হয় "রূপালম্বন"।

শব্দালম্বন ঃ- যেই শব্দ শ্রোত্র প্রসাদে আসিয়া পতিত হয় এবং শ্রোত্র বিজ্ঞান উৎপন্ন করে তাহাকে "শব্দালম্বন" বলে।

গন্ধালম্বন ঃ- বিভিন্ন ধাতু সংমিশ্রণে গন্ধ উৎপত্তি হইয়া ঘ্রাণ প্রসাদে স্পর্শ করে এবং ঘ্রাণ বিজ্ঞান উৎপন্ন করায়, তাহা "গন্ধালম্বন" নামে কথিত হয়।

রসালম্বন ঃ- যেই রস আগমন হইয়া জিহ্বা প্রসাদে পতিত হয় এবং জিহ্বা বিজ্ঞান উৎপত্তি করায়, সেই রসকে "রসালম্বন" বলা হয়।

স্পৃশ্যালম্বন ঃ- কায়প্রসাদে যে স্পৃশ্য বিষয় আগমন করিয়া কায়বিজ্ঞান উৎপত্তি করায়, সেই স্পৃশ্য বিষয় "স্পৃশ্যালম্বন" নামে অভিহিত।

দুই প্রকার ভাবরূপের পরিচয় ঃ

ভাব অর্থে প্রকৃতি বা স্বভাবকে বুঝায়। যেমন ঃ-

স্ত্রী ভাবরূপ ঃ- মাতৃজাতি সুলভ, কথা-বার্তা, ভাব-ভঙ্গী, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, চাল চলনে, হাবভাব, চেহারায়, স্ত্রীত্ব ইত্যাদি দ্বারা তাহাদের প্রকাশ পায়।

পুরুষ ভাবরূপ ঃ- পিতৃজাতি সুলভ, চেহারা, কথাবার্তা, হাবভাব, ভাব-ভঙ্গী, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, চাল-চলনে, পুরুষত্ব ইত্যাদি দ্বারা ইহাদের স্বভাব জানা যায়।

এক প্রকার হৃদয় রূপের পরিচয় ঃ

হৃদয় রূপ বলিতে বুঝায় হৃদ্‌পিন্ডকে। এই হৃদ্‌পিন্ড হইতেছে মনোবৃত্তির আবাস বা বাস্তু। মনোবৃত্তি গুলো এই হৃদয়ে বাস করিয়া আলম্বনের অবস্থানুসারে চিত্তে দেখা দেয়। বুদ্ধ ধর্ম্মপদে এই হৃদয়কে চিত্তের গুহা নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহা শরীরের যাবতীয় স্নায়ুকে সজীবতা রাখিয়া এবং সারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে রক্ত প্রেরণ করিয়া তেজধাতু সৃষ্টি করিয়া জীবনীশক্তি যোগায়।

এক প্রকার আহার রূপের পরিচয় ঃ

যে কোন প্রাণীর আহারের দ্বারা জীবন স্থিত। প্রাণীদের জীবন রক্ষার জন্য যেই কবলিকৃত আহার করা হয়, সেই আহারকে বলে "আহার রূপ"। আহার ব্যতীত প্রাণীদের জীবন রক্ষা হয় না। তাই জীবন রক্ষার দরুণ বিভিন্ন প্রাণী বিভিন্ন আহার গ্রহণ করে থাকে। আহারের দ্বারা মানুষ আয়ু, বর্ণ, সুখ, বল ও প্রজ্ঞা লাভ করে বলিয়া সুন্দর জীবন যাপন করিতে সক্ষম হয়। অতএব সকল প্রাণীদের আহার অপরিহার্য।

এক প্রকার পরিচ্ছেদ রূপের পরিচয় ঃ

যে কোন জড় পদার্থ সমূহের অভ্যন্তরে যে ফাঁকা জায়গা রহিয়াছে, সেই ফাঁকা সমূহকে পরিচ্ছেদরূপ বা আকাশ ধাতু বলে। তেমনি আমাদের দেহে রহিয়াছে যেমন- কর্ণছিদ্র, নাসারন্ধ্র, মুখগহ্বর, মলদ্বার, ভিতরে আরও কত কিছু। তাই আমাদের দেহে নানা জায়গায় ফাঁক রহিয়াছে বলে এইগুলিকে আধ্যাত্মিক আকাশ বা পরিচ্ছেদরূপ ধাতু নামে পরিগণিত।

দুই প্রকার বিজ্ঞপ্তি রূপের পরিচয় ঃ

বিজ্ঞপ্তির অর্থে নিজের মনের ভাব অপরের কাছে প্রকাশ করা কায় ভাবে হউক, অথবা বাক্য দ্বারা হউক।

কায় বিজ্ঞপ্তি ঃ কায় দ্বারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে নিজের মনের ভাব অপরের কাছে প্রকাশ করিয়া জানানোকে কায় বিজ্ঞপ্তি বলে।

বাক্য বিজ্ঞপ্তি ঃ পূর্ণাঙ্গ বাক্যের সাহায্যে যেই সমস্ত নিজের মনের ভাব অপরকে বুঝানো যায়, এবং নিজেও বুঝিতে সক্ষম, সেই বাক্য গুলোকে বাক্য বিজ্ঞপ্তি নামে অভিহিত।

তিন প্রকার বিকার রূপের পরিচয় ঃ

এখানে বিকার রূপ অর্থ উৎপন্ন অবস্থায় আছে এমন রূপ বা রূপের বিশেষ অবস্থাকে বুঝায়।

রূপের লঘুতা ঃ- রূপের হাল্‌কা ভাবই রূপের লঘুতা। দেহ, চিত্ত, আহার ও ঋতু সমূহ যথোচিত পরিমাণে থাকিলে রূপ লঘুভাব হয়, এবং যাহার ফলে শারীরিক ক্রিয়ার পক্ষে অনুকূল হয়ে দাঁড়ায়।

রূপের মৃদুতা ঃ- নির্বিঘ্নে ইচ্ছানুরূপ দেহক্রিয়া সঞ্চালনের উপযোগী ভাবকে রূপের মৃদুতা বুঝায়।

রূপের কর্ম্মণ্যতা ঃ- দেহক্রিয়ার অনুকূলাবস্থা পরিপূর্ণ কর্ম্ম উপযোগী ভাবই রূপের কর্ম্মণ্যতা বুঝায়। পৃথিবী, আপ্, তেজ ও বায়ু এই চারি মহারূপ ধাতু যথোচিত পরিমাণে থাকিলে তখনই দেখা দেয় রূপের লঘুতা, মৃদুতা ও কর্ম্মণ্যতা।

চারিপ্রকার লক্ষণ রূপের পরিচয় ঃ

যেই লক্ষণ দ্বারা জড় পদার্থ গুলোর উৎপত্তি, স্থিতি, পরিবর্তন ও লয় জানা যায়, সেই লক্ষণ সমূহকে বলে "লক্ষণ রূপ"।

উপচয় ঃ- প্রতিসন্ধিক্ষণেই যেই রূপ উদয় হয় বা রূপের প্রাদুর্ভাবকে "উপচয়" রূপ নামে পরিগণিত হয়।

সন্ততিরূপ ঃ- রূপের প্রাদুর্ভাব বা উপচয় রূপ হইতে রূপের যে ধারা চলিতে থাকে জ্বরতা রূপ প্রাপ্তির আগপর্যন্ত, সেই মধ্যবর্তীরূপের প্রবাহ "সন্ততি রূপ" নামে অভিহিত। অথবা

বা স্পর্শ হইয়া সুখ বেদনাও নহে, এবং দুঃখ বেদনাও নহে, এমন অবস্থা হইলে তাহা হইলৈ উৎপত্তি হইতেছে উপেক্ষা-বেদনা। মনের আনন্দ পুলক ভাবই হইতেছে মানসিক সৌমনস্য- বেদনা। আর মনের বিশ্বাদ অস্বস্তিকর- অশান্তি ভাবই হইতেছে মানসিক দৌর্মনস্য বেদনা।

সুখ বেদনা থেকে উৎপত্তি হইতেছে লোভ, দুঃখ বেদনা থেকে উৎপত্তি হইতেছে দ্বেষ, উপেক্ষা বেদনা থেকে উৎপত্তি হইতেছে মোহ। এই লোভ, দ্বেষ, মোহ দ্বারা জগতে সত্ত্বগণ আবৃত হইয়া জন্ম, জরা, মৃত্যু ইত্যাদির কবলে পতিত হইয়া অশেষ সীমাহীন দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে।

এই পাঁচ প্রকার-বেদনা রাশিগুলো আবার লৌকিক চিত্ত (একাশি) ও লোকোত্তর চিত্তের (আট) সঙ্গে উৎপত্তি অবস্থানুসারে একশত নয় (১০৯) প্রকার হয়। যথা ঃ-

(১) সুখ-বেদনা ঃ- ইহা কেবল একটি অষ্ট অহেতুক কুশল বিপাক কায়বিজ্ঞান চিত্তে উৎপত্তি হইয়া থাকে। তাই সুখ-বেদনা শুধু একটি বলিয়া গণ্য।

(২) দুঃখ-বেদনা ঃ- ইহাও কেবল একটি সপ্ত অহেতুক অকুশল বিপাক কায়বিজ্ঞান চিত্তে উৎপত্তি হইয়া থাকে। তাই ইহাও শুধু একটি দুঃখ-বেদনা বলিয়া পরিগণিত।

(৩) উপেক্ষা-বেদনা ঃ- ইহা লোভমূলক চিত্তের সঙ্গে সম্প্রযুক্ত চারটি (৪)। মোহমূলক চিত্তের সঙ্গে দুইটি (২)। অহেতুক চিত্তের সঙ্গে চৌদ্দটি (১৪)। শোভন কামাবচর চিত্তের সঙ্গে সম্প্রযুক্ত কুশল-বিপাক ও ক্রিয়া ভেদে বারটি (১২)। লৌকিক রূপাবচর পঞ্চম ধ্যানে সম্প্রযুক্ত কুশল-বিপাক ও ক্রিয়া ভেদে তিনটি (৩)। লোকোত্তর পঞ্চমধ্যানে সম্প্রযুক্ত আটটি (৮)। সর্বমোট লৌকিক ও লোকোত্তর উপেক্ষা-বেদনা তেয়াল্লিশ (৪৩) প্রকার হয়।

(৪) সৌমনস্য বেদনা ঃ- ইহা লোভমূলক চিত্তে চারটি (৪)। অহেতুক চিত্তে দুইটি (২)। শোভন কামাবচর চিত্তের সঙ্গে সম্প্রযুক্ত কুশল-বিপাক ও ক্রিয়া ভেদে বারটি (১২)। লৌকিক রূপাবচর ধ্যানে সম্প্রযুক্ত কুশল-বিপাক ও ক্রিয়া ভেদে বারটি। লোকোত্তর মার্গস্থ ও ফলস্থ প্রথম ধ্যান হইতে ক্রমান্বয়ে চতুর্থ ধ্যানে সম্প্রযুক্ত বত্রিশ (৩২)। সর্বমোট লৌকিক ও লোকোত্তর সৌমনস্য বেদনা বাষট্টি (৬২(প্রকার হয়।

(৫) দৌর্মনস্য বেদনা ঃ- ইহা কেবল প্রতিঘযুক্ত দ্বেষ চিত্তের সঙ্গে দুইটি (২) উৎপত্তি হয়।

এই উক্ত পাঁচ প্রকার বেদনা রাশিগুলো সর্বমোট একশত নয়টি (১০৯) নিয়া গঠিত। এবং এই পাঁচ প্রকার বেদনা রাশিগুলো "বেদনা স্কন্ধ" নামে অভিহিত।

৩। সংজ্ঞা উপাদান স্কন্ধের পরিচয় ঃ

সংজ্ঞা অর্থ হইতেছে সংজানন বা ষড়েন্দ্রিয় দ্বারে পতিত আলম্বন গুলোকে যেভাবে প্রতিভাত হয় সেইভাবে সঙ্গে সঙ্গে পৃথক করিয়া প্রাথমিক জ্ঞানই সংজ্ঞা। ইহার কৃত্য হইতেছে ষড়েন্দ্রিয় দ্বারে পতিত আলম্বন গুলোকে ভাগ-ভাগ করিয়া চিহ্নিত করা। যেমন - চক্ষু প্রসাদে পতিত রূপ, শ্রোত্র প্রসাদে পতিত শব্দ, ঘ্রাণ প্রসাদে পতিত গন্ধ, জিহ্বা প্রসাদে পতিত রস, কায়দ্বারে আগত স্পৃশ্য, ও মনের দ্বারে আগত মনোবৃত্তি। যেমন-বিভিন্ন নাম রাখা হয়, মানুষ, দেবতা, ব্রহ্মা, পশু, পক্ষী, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি। মানুষের মধ্যে নাম রাখা হয়, যেমন -সিদ্ধার্থ, গৌতম, শারিপুত্র, মোদ্‌গল্যায়ন, মহাকশ্যপ, আনন্দ, রাহুল ইত্যাদি। উদ্ভিদের মধ্যে যেমন- বৃক্ষ, লতা, অগ্নি, বায়ু, মাটি, পানি, ইত্যাদি। এগুলো হইতেছে কেবল বস্তুর সঙ্গে পরিচয় হইবার ব্যবহারিক প্রাথমিক চিহ্নমাত্র। সংজ্ঞা কেবলই ষড়েন্দ্রিয় দ্বারে পতিত আলম্বন সমূহকে আকার আকৃতি অর্থাৎ লাল, হলুদ, সাদা, কালো ইত্যাদি মাত্র পৃথক করিতে পারে তাহার চেয়ে বেশী জ্ঞান উদয় হয় না, বা জানে না। বিজ্ঞান আলম্বনের স্বভাব বিশেষভাবে জানে। আর প্রজাননে বা প্রজ্ঞায় আলম্বনের যথার্থ স্বভাব সত্যাসত্য ভালমন্দ জ্ঞাত হয়। এই হইলো বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞার সঙ্গে সংজ্ঞার তফাৎ। অন্তরায়তনের সঙ্গে বহিরায়তন সংযোগ বা মিলন হইলেই সংজ্ঞার উদয় হয়। তাই উৎপত্তি ভেদে সংজ্ঞা প্রধানতঃ ছয় প্রকার। যথা ঃ-

(১) চক্ষু প্রসাদ দিয়া উৎপত্তি "রূপ সংজ্ঞা" তবে নানান রূপ সংজ্ঞা হইবে।

(২) শ্রোত্র প্রসাদ দিয়া উৎপত্তি "শব্দ সংজ্ঞা" বিভিন্ন শব্দ সংজ্ঞা হইবে।

(৩) ঘ্রাণ প্রসাদ দিয়া উৎপত্তি "গন্ধ সংজ্ঞা, বিভিন্ন গন্ধ হইবে।

(৪) জিহ্বা প্রসাদ দিয়া উৎপত্তি "রস সংজ্ঞা" যে কোন রস সজ্ঞা হইবে।

(৫) কায়প্রসাদ দিয়া উৎপত্তি "স্পৃশ্য সংজ্ঞা, নানান স্পৃশ্য সংজ্ঞা হইবে।

(৬) মন দিয়া উৎপত্তি "ধর্ম সংজ্ঞা" যেই কোনটি ধর্ম সংজ্ঞা হইবে।

সংজ্ঞার উপমা - অবুঝ ছোট্ট শিশু যেমন- খেল্‌না পুতুলকে প্রকৃত জীব ধারণায় আনন্দ ফুর্তি ও আলিঙ্গন করে এবং ইহার প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া থাকে, তেমনি মানুষ সংজ্ঞা বলে লোভ, দ্বেষ, মোহে, আবৃত হইয়া অশুচি, অপবিত্র ক্ষণভঙ্গুর, অসার, অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম এই মিথ্যা পঞ্চ স্কন্ধকে সার, শুচি, পবিত্র, নিত্য, সুখ, আত্মা জ্ঞানে আনন্দ উল্লাস করিতেছে। এবং পঞ্চস্কন্ধ প্রেমে মজিত হইয়া আত্মহারা।

মানুষ দৃষ্টিভ্রমে যেমন- রজ্জুকে সর্প ধারণায় ভয়ে আতঙ্কিত হয়, তেমনি-সংজ্ঞা মানুষকে অনাত্মা পঞ্চস্কন্ধকে আত্মা দেখাইয়া মৃত্যু ভয়ে আতঙ্কিত করিতেছে। রজ্জু যেমন-সর্প বেশ ধরে মানুষকে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে, তেমনি-সংজ্ঞাও অনাত্মা পঞ্চস্কন্ধকে আত্মা সাজাইয়া জগতে সত্ত্বগণকে পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু, শোক, বিলাপ, ক্রন্দন, ইত্যাদির কবলে পতিত করিয়া সীমাহীন অশেষ দুঃখ যাতনা ভোগাইতেছে।

৪। সংস্কার উপাদান স্কন্ধের পরিচয় ঃ

পরমার্থ সত্যানুযায়ী বেদনা ও সংজ্ঞা এই দুই মনোবৃত্তি ব্যতীত অবশিষ্ট পঞ্চাশ প্রকার মনোবৃত্তির চেতনা রাশির সমষ্টি কেই সংস্কার বুঝায়। সংস্কারের অপর নাম কর্ম। তাই বুদ্ধ বলিয়াছেন- "চেতনাহং ভিক্খবে কম্মং বদামি" অর্থাৎ হে ভিক্ষুগণ! চেতনাকে আমি কর্ম্ম বলি। অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক কিংবা বাহ্যিক, স্থুল বা সূক্ষ্ম, হীন কিংবা প্রণীত, দূরস্থ বা নিকটস্থ ত্রি-ভবে যেই সমস্ত চেতনা রাশি উদ্ভব হয় তাহাই কর্ম বা সংস্কার। কর্ম বা সংস্কারকে আবার ভববীজও বলা হয়। যেমন-প্রতীত্য সমুৎপাদ নিদানে উল্লেখ আছে সংস্কার উৎপত্তি হইলে বিজ্ঞানাদি উৎপত্তি হয়, এবং সংস্কার নিরোধ হইলে বিজ্ঞানাদি সম্পূর্ণ নিরোধ হয়। নিদানানুযায়ী দেখা যাইতেছে সংস্কারই একমাত্র বিজ্ঞানাদি উৎপত্তির মূল। কামলোক, রূপলোক ও অরূপলোক যেই সমস্ত প্রাণীসত্ত্ব ঘুরিতেছে এবং জন্ম মৃত্যু হইতেছে আমরা যে ধারণা নিতেছি কিন্তু আসলে তাহা নয়। সংস্কারই ঘুরিতেছে এবং সংস্কারই গড়াইতেছে ও সংস্কারই ভাঙ্গিতেছে। সংস্কারের স্বভাব ত্রিভবে ঘুরা আর নিত্য নিত্য নূতন নাম রূপ তৈয়ারী করা ও তৈয়ারী নামরূপ ভাঙ্গিয়া ফেলা।

গাথা-

অনিত্য নিশ্চয় সংস্কার নিচয়,
প্রকৃতি এদের উৎপত্তি বিলয়।
এই দেখা দেয় জনম লভিয়া,
এই লীন হয় বিনাশ পাইয়া।
মরণই পরম সুখের আকর,
না ভূঞ্জিলে আর ভব কারাগার।

এই হইতেছে সংস্কারের খেলা। ভাঙ্গন-গড়ানোর মধ্যে চলিতেছে অবিরত স্রোত অন্তহীন ভাবে। সংস্কার কাহারো নেতৃত্বের অধীন নহে। যেমন- চন্দ্র সূর্য কাহারো দ্বারা পরিচালিত না হইয়া শুধু স্বীয় স্বাধীনানুযায়ী তাহার কক্ষ পথে অন্তহীন ভাবে ভ্রমণ করিতে থাকে, তেমনি সংস্কার কাহারো দ্বারা পরিচালিত না হইয়ে স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী জন্ম-মৃত্যু সংসার দুঃখের পথে বিরামহীন ভাবে ত্রি-ভবে ঘুরিতেছে। কর্ম বা চেতনা ব্যতীত জীব ক্ষণমূহুর্তকাল পর্যন্ত বিরাম থাকিতে পারে না। জাগরণে হউক, কিংবা অর্ধ জাগরণে হউক, অহরহ কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। রেশমকীট যেমন স্বীয়কৃত সূত্রকোষে নিজেকে পরিবেষ্টন করিয়া ফেলায়, তেমনি জীব স্বীয়কৃত সংস্কারের দ্বারা নিজেকে আবদ্ধ করিয়া মারের জঠরে থাকে। অন্তরায়তনের সঙ্গে বহিরায়তন সংযোগ হইলে চেতনার উদ্ভব হয়। তাই কায়িক, বাচনিক, ও মানসিক ভেদে সংস্কার তিন প্রকার। ইহা আবার কুশল, অকুশল ও আনেঞ্জা ভেদে সংস্কার ছয় প্রকার। যথাঃ- কুশলা-কুশল কায়িক কর্মই "কায়সংস্কার"। কুশলা-কুশল বাক্য কর্মই "বাক্য সংস্কার"। কুশলা-কুশল চিত্তের কর্মই "চিত্ত সংস্কার"। জগতে কোন কোন প্রাণী সত্ত্ব সংসার দুঃখের স্বভাব জ্ঞাত হইয়া সুখের কামনায় অলোভ,

অদ্বেষ, ও অমোহের দ্বারা দান, শীল, ভাবনা, অপচায়ন, বৈয়াকৃত্য ইত্যাদি কামাবচর কুশল কর্ম হউক, কিংবা রূপাবচর কুশল ধ্যান চিত্ত হউক, কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। এইরূপ কুশল কর্ম চেতনাকে "কুশল বা পূন্যাভি" সংস্কার বলে। আবার লোভ, দ্বেষ, মোহে, আচ্ছন্ন হইয়া সংসার দুঃখের স্বভাব অজ্ঞাত থাকায় জগতে সত্বগণ কেহ কেহ প্রাণীহত্যা, চুরি, ব্যাভিচার "কায়িক কর্ম"। মিথ্যাবাক্য- পিশুন বাক্য-পুরুষ বাক্য-সম্প্রলাপ বাক্য, "বাচনিক কর্ম"। ও অভিধ্যা, ব্যাপাদ, মিথ্যা-দৃষ্টি "মানসিক" অকুশল কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। ঈদৃশ অকুশল কর্ম চেতনাকে "অকুশল বা অপূন্যাভি" সংস্কার নামে কথিত হয়। কোন কোন সত্ত্বগণ সংসার দুঃখের স্বভাব জ্ঞাত হইয়া প্রকৃষ্ট মোক্ষ প্রাপ্তির ধারণায় এইখান হইতে অত্যধিক দূরে স্থির, শান্ত, অচল, অটল ও রূপবিহীন অরূপ সমাপত্তি ধ্যান লাভ করিয়া থাকে। এই রূপ অরূপ চেতনাকে "অনেঞ্জাভি" সংস্কার বলে।

পঞ্চাশ প্রকার চৈতসিকের পরিচয় ঃ

চৈতসিক - মনোবৃত্তি - চিত্তবৃত্তি নামে ব্যাপক হইলেও আসলে একার্থবোধক। ইহাদের কৃত্যানুসারে শুধু নাম আলাদা-আলাদা হইয়াছে। চিত্ত যাহাদের দ্বারা কায়-বাক্য ও মনের ক্রিয়া সম্পাদন করিতে সক্ষম হয়, তাহাই চৈতসিক। অথবা যাহাদের সঙ্গে চিত্ত এক সঙ্গে উৎপত্তি হয় এবং পরিচালিত হইয়া নানা আলম্বনে বিচরণ করিয়া একসঙ্গে নিরুদ্ধ হয়, তাহাই চৈতসিক। এই চৈতসিক ব্যতীত চিত্ত একা উৎপত্তি হইতে পারে না, এবং চৈতসিক হইতেছে চিত্তের উপকরণ। যেই চৈতসিক চিত্তে আগমণ করে চিত্ত তাহা সেইভাবে রূপ ধারণ করে। যেমন - কারণ ব্যতীত রোগ উৎপত্তি হয় না। রোগ ব্যতীত ঔষধ আবিস্কার করে না। এবং ঔষধ ব্যতীত রোগ উপশম হয় না। তদ্রুপ মনে করিতে হইবে যে, রোগের উৎপত্তি কারণ সদৃশ অকুশল চৈতসিক সমূহ,

রোগ সদৃশ - ক্লেশ,

রোগী সদৃশ - চিত্ত,

ঔষধ সদৃশ - আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবনা। যেহেতু স্বচ্ছ, নির্মল, নির্দোষ, নিষ্কলঙ্ক ও পবিত্র চিত্ত এই অকুশল চৈতসিকের দ্বারাই আবিল, কলঙ্ক, অপবিত্র ইত্যাদি দোষযুক্ত হইয়া সীমাহীনভাবে দুঃখ যাতনা ভোগ করিতে থাকে।

সাত প্রকার সর্বচিত্ত সাধারণ চৈতসিকের পরিচয় ঃ

সর্বচিত্ত সাধারণ চৈতসিক বলিতে বুঝায় একাশি প্রকার লৌকিক চিত্ত ও আট প্রকার লোকোত্তর চিত্তের সঙ্গে যেই চৈতসিক সংযুক্ত হইয়া সকল চিত্তে বিদ্যমান থাকে এবং এই চৈতসিক কোনটিকে বাদ দিয়া চিত্ত গঠিত হইতে পারে না, তাহাই সর্বচিত্ত সাধারণ চৈতসিক নামে অভিহিত। যথা ঃ-

(১) স্পর্শ ঃ- স্পর্শ অর্থ হইতেছে ত্বগিন্দ্রিয় গ্রাহ্য গুণই স্পর্শ বা সংযোগ। অথবা চক্ষুর সঙ্গে রূপ, শ্রোত্রের সংগে শব্দ, ঘ্রাণের সঙ্গে- গন্ধ, জিহ্বার সঙ্গে রস, কায়ার সঙ্গে স্পৃশ্য, ও মনের সঙ্গে মনোবৃত্তির সংযোগ-মিলন হইলে মনের যে অবহিত ভাব উদয় হয়, তাহাই স্পর্শ। এই স্পর্শ এমন একটি চৈতসিক যাহা চিত্তকে জাগ্রত করিয়া তোলে এবং এই চৈতসিক ব্যতীত চিত্ত কখনো উদয় হইতে পারে না। আসলে এই চৈতসিকটি হইল চিত্তের প্রাথমিক জাগ্রত ভাব বা চিত্তকে জাগিয়া তোলার চৈতসিক।

(২) বেদনা ঃ- পূর্বোক্ত বেদনা স্কন্ধের ন্যায়।

(৩) সংজ্ঞা ঃ- পূর্বোক্ত সংজ্ঞা স্কন্ধের ন্যায়।

(৪) চেতনা ঃ চিত্তকে আলম্বনে চেতাইয়া দেওয়া বা সক্রিয় করিয়া তোলা ভাবই চেতনা। অথবা চিত্তকে আলম্বনে চিন্তা করায় বলিয়া চেতনা। চেতনা ক্রিয়া ভেদে দুই প্রকার। যথাঃ

(ক) সহজাত চৈতসিক সমূহকে নিজের অঙ্গিভূত করিয়া আলম্বনের কর্মসিদ্ধির জন্য প্রেরণা যোগায় এবং সহজাত চৈতসিকের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে তাহাই "সহজাত চেতনা।" আর

(খ) লোভ, দ্বেষ, মোহ, অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ এই ষড়হেতু নিবদ্ধ চেতনা বা জনক কুশলা-কুশল হেতুদ্বারা প্রাপ্ত হইলে কায়কর্মে, কিংবা বাক্য কর্মে, অথবা মনোকর্মে রূপান্তরিত হইয়া চিত্তে দেখা দেয়; এবং এই চেতনা আবার পুনঃ চিত্ত প্রবাহে সংস্কার বা কর্মরূপে প্রচ্ছন্ন থাকে। ইহাকে বলা হয় "নানা ক্ষণিক চেতনা"।

(৫) একাগ্রতা ঃ- চিত্তকে শুধু একটি আলম্বনে স্থির করিয়া রাখার ভাবই একাগ্রতা।

একাগ্রতা আগমন করিলে চিত্ত অবিক্ষিপ্ত অবস্থায় আলম্বনে স্থির থাকে এবং পরিপূর্ণ একাগ্রতা ভাবকে চিত্ত সমাধি বলে। চিত্তকে স্থির করিয়া রাখা ইহার স্বভাব। একাগ্রতা ব্যতীত চিত্ত আলম্বন গ্রহণ করিতে পারে না। তাই আলম্বন গ্রহণের জন্য একাগ্রতা অপরিহার্য। একাগ্রতা দ্বারা যে কোন কর্ম পরিপূর্ণভাবে সমাধান করা যায়, এবং সেই কর্ম ভুল-গলদ না হইয়া অত্যন্ত সুন্দর হয়। আর এই একাগ্রতা দ্বারা ধ্যান-সমাধি ও প্রজ্ঞা লাভ করিতে সক্ষম। একাগ্রতা ধ্যানের একটি অন্যতম অঙ্গ।

(৬) জীবিতেন্দ্রিয় ঃ- নাম স্কন্ধের জীবনী শক্তিকে বলা হয় জীবিতেন্দ্রিয়। জীবিতেন্দ্রিয় ব্যতীত যেমন নাম স্কন্ধ-বাঁচিয়া থাকিতে অক্ষম, তেমনি নাম স্কন্ধ বিনা রূপ-স্কন্ধও অচল। জীবন শক্তি হিসাবে চিত্ত প্রবাহের উপর আধিপত্য করে বলিয়া তাহার নাম "জীবিতেন্দ্রিয়"। জীবিতেন্দ্রিয় সমস্ত সহজাত অন্যান্য চৈতসিক বা চৈতসিকের প্রবাহকে উৎপত্তি, স্থিতি ও ভঙ্গকাল পর্যন্ত পালন ও রক্ষণ করে, এবং সহজাত চৈতসিক সমূহকে সজীবতা রাখিয়া প্রাণশক্তি যোগায়।

(৭) মনস্কার ঃ- মনস্কার অর্থ মনোযোগ বা মনের সঙ্গে আলম্বন যোগ। অথবা মনকে আলম্বনে সংযোগ করিয়া রাখে বলিয়া "মনস্কার"। এই চৈতসিক চিত্তকে আলম্বনের দিকে নিয়া আলম্বনের সঙ্গে যুক্ত করিয়া রাখা ইহার স্বভাব, এবং আলম্বন শুন্য হইতে দেয় না।

ছয় প্রকার প্রকীর্ণক চৈতসিকের পরিচয় ঃ

প্রকীর্ণক শব্দের অর্থ হইতেছে ছড়ানো বা ইতস্ততঃ। এই চৈতসিক গুলো কুশল বা অকুশল উভয় চিত্ত উৎপত্তিতে দেখা যায়। তবে এই চৈতসিক গুলো সর্বচিত্ত সাধারণ চৈতসিকের ন্যায় সকল চিত্তে উৎপন্ন হয় না, কেবল কোন কোন চিত্তে হেতু অবস্থানুসারে তাহাদের প্রকাশ পায়। যথা ঃ-

(১) বিতর্ক ঃ- যাহার দ্বারা চিত্ত প্রাথমিক ক্রিয়া শুরু করে, অথবা যাহার দ্বারা চিত্ত প্রাথমিক আলম্বন গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় তাহাই বিতর্ক। বিতর্ক চিত্তকে বহন করিয়া আলম্বনের দিকে নেওয়া ইহার কৃত্য, এবং সহজাত চৈতসিক গুলোকে পরিচালিত করিয়া এক একটি টানিয়া টানিয়া গৃহীত আলম্বনে জ্ঞাত করায়। বিতর্কের সাহায্যে চিত্ত যে আলম্বন গ্রহণ করে এবং অন্যান্য চৈতসিক গুলোও নিজ নিজ কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। বিতর্ক স্ত্যান-মিদ্ধের প্রতিপক্ষ এবং প্রথম ধ্যানের ইহা প্রথম অঙ্গ।

(২) বিচার ঃ- বিচার চিত্তকে পুনঃ পুনঃ আলম্বনে বিচরণ করায় বলিয়া বিচার। বিতর্ক দ্বারা চিত্ত গৃহীত আলম্বনের স্বভাব জ্ঞাত হওয়ার দরুন বিচার চিত্তকে পুনঃ পুনঃ আলম্বনে নিমজ্জিত করিয়া বিচরণ করায়। ইহার স্বভাব গৃহীত আলম্বনে চিত্তকে নিমজ্জিত করিয়া রাখা। বিচার দ্বারাই চিত্ত আলম্বনে বিচরণ করিতে সক্ষম হয়। বিচার দ্বিতীয় ধ্যানের প্রথম অঙ্গ।

(৩) অধিমোক্ষ ঃ- অধিমোক্ষ হইতেছে সংশয় বা দ্বিধাহীন ভাব। অথবা দোদুল্যমান হইতে চিত্তকে উদ্ধার করিয়া একটিতে নিশ্চিত-স্থির সিদ্ধান্তে রাখার ভাবই অধিমোক্ষ। বহুর মধ্যে যখন চিত্ত দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় দোলিতে থাকে, স্থির সিদ্ধান্ত করিতে অক্ষম, তখনই অধিমোক্ষ একমাত্র সক্ষম চিত্তকে একটি স্থির সিদ্ধান্ত দেওয়া। ইহার কৃত্য হইতেছে চিত্তকে সংশয় থেকে মুক্ত রাখা ও আলম্বন গ্রহণে চিত্তকে নিশ্চিত-স্থির সিদ্ধান্ত দেওয়া। এই চৈতসিক ব্যতীত চিত্ত আলম্বন স্থির করিতে পারে না। তাই অধিমোক্ষ বিচিকিৎসার প্রতিপক্ষ চৈতসিক।

(৪) বীর্য ঃ- বীর্য অর্থে বুঝায় মানসিক পরাক্রম শক্তি, বল-উৎসাহ-উদ্যম ইত্যাদি। অথবা চিত্ত যাহার দ্বারা বীরত্বের সহিত কর্ম সম্পাদন করিতে সক্ষম হয়, তাহাই বীর্য। বাঁধার পর বাঁধা অতিক্রম করা ইহার স্বভাব। যে কোন বিরুদ্ধ শক্তিকে পরাস্ত করিতে বীর্যই একমাত্র

শক্তি। যে কোন কর্ম সিদ্ধির জন্য বীর্য বিশেষ প্রয়োজন। বীর্য থেকে আসে প্রবল কর্মের প্রেরণা। তাই সিদ্ধার্থ বজ্রকণ্ঠে বলিয়াছিলেন -

গাথা-

এই আসনে দেহ মম যাক্ শুকাইয়া,
চর্ম, অস্থি, মাংস বাক্ প্রলয়ে ডুবিয়া;
না লভিয়া বোধি জ্ঞান, দুর্লভ জগতে,
তুলিব না দেহ মোর এই আসন হইতে।

বীর্যহীন ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গ কর্ম সমাধান করিতে অক্ষম, এবং করিতে গেলেও কর্মে বিঘ্ন ঘটায়। এই চৈতসিক চিত্তে আগমন করিলে তন্দ্রা-আলস্য-জড়তা বিদূরিত করিয়া মনের ক্রিয়ার গতি আনুকূল্য দান করে। তাই বৌধিপক্ষীয় ধর্মের মধ্যে বীর্যের স্থান অন্যতম।

গাথা-

ছাড়িওনা আশা মন
কর চেষ্টা অবিরাম,
অদম্য বীর্য বলে
পূর্ণ হবে মনস্কাম।
দৃঢ় বীর্য ভিক্ষু বিচক্ষণ
লভিয়া সৌভাগ্য বলে ত্রিরত্ন শরণ
নির্বান লাভের তরে সর্বদা ভাবনা করে
কুশল ধর্ম্মের কথা হয়ে একমন;
ক্রমে ছিন্ন হয় তার সংসার বন্ধন।

(৫) প্রীতি ঃ- মনের প্রসন্নতা বা মনের আনন্দ পুলক ভাবই প্রীতি। সূর্যকিরণ যেমন সূর্য মুখীকে বিকশিত করে, তেমনি প্রীতি চিত্তকে প্রফুল্লতার সহিত আলম্বনে প্রসারিত করে। প্রীতি পাঁচ প্রকার। যথা ঃ-

(১) শরীর রোমাঞ্চকর পুলককে "ক্ষুদ্রিকা" প্রীতি।

(২) শরীরে এবং চিত্তে বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে পুলকের যে সঞ্চার হয়, তাহা "ক্ষণিকা" প্রীতি।

(৩) চিত্তে সমুদ্র তরঙ্গের ন্যায় যে আবেগোচ্ছ্বাস হয়, তাহা "অবক্রান্তিকা" প্রীতি।

(৪) প্রীতির প্লাবনে চিত্ত যখন উদ্বেলিত হয় তাহা "উদ্বেলা" প্রীতি।

(৫) সর্বাঙ্গে পুলকের শিহরণ জাগে, তাহা হইতেছে 'স্ফুরণা' প্রীতি। প্রীতি সুখের সহচর বটে, কিন্তু প্রীতি ছাড়াও সুখ দেখা যায়। প্রীতি সুখের সহচর বলিয়া ব্যাপাদের প্রতিপক্ষ এবং ধ্যান ও বোধ্যাঙ্গের অন্যতম অঙ্গ।

গাথা-

পূর্ণানন্দ চিত্ত আর পূর্ণানন্দ মন
নিয়ত কুশল কর্ম্মা নির্বাণ কারণ,
ভবপাশ মুক্ত সেই সাধু সদাশয়
ধর্ম্মে যুদ্ধে জয়ী সদা জানিবে নিশ্চয়।

(৬) ছন্দ ঃ- ছন্দ অর্থ কিছু করিবার প্রবল ইচ্ছা শক্তিকে বুঝায়। তবে কিন্তু তৃষ্ণা বিষয় ভোগ করিবার ইচ্ছা নহে, তৃষ্ণা বিষয় ক্ষয় করিবার জন্য চিত্তে যে প্রবল ইচ্ছা শক্তি জাগে তাহাই ছন্দ। পুণ্যক্রিয়া চিত্তে যখন ছন্দ জাগিয়া উঠে তখন চিত্ত কামনায় কলুষিত হয় না। নির্বাণকে আলম্বন করিয়া যে ছন্দ উদয় হয় তাহা নির্মল, নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ। ছন্দ চারি ঋদ্ধিপাদের একটি অন্যতম অঙ্গ।

এই উক্ত সাত প্রকার সর্বচিত্ত সাধারণ চৈতসিক ও ছয় প্রকার প্রকীর্ণক চৈতসিক এই তেরটি চৈতসিককে অন্য সমান চৈতসিক বলা হয়। এই চৈতসিক গুলো কিন্তু শোভনও নহে, এবং অশোভনও নহে। শোভন চৈতসিকের সঙ্গে চিত্তে উৎপত্তি হইলে তাহারা হয় শোভন বা কুশল। আর যদি অশোভন বা অকুশল চৈতসিকের সঙ্গে চিত্তে উদয় হয়, তাহা হইলে তাহারা হয় অশোভন বা অকুশল।

চৌদ্দ প্রকার অকুশল চৈতসিকের পরিচয় ঃ

অকুশল চৈতসিক বলিতে পাপ বা অশোভন মনোবৃত্তি বুঝায়। অথবা যাহাদের দ্বারা স্বচ্ছ, নির্মল, নির্দোষ ও পবিত্র চিত্ত বিভিন্ন পাপ কর্মাদি দ্বারা আবিল-কলঙ্ক অপবিত্র ইত্যাদি দোষযুক্ত হয়, তাহাই অকুশল চৈতসিক। এই চৈতসিক গুলো শুধু পাপ ক্রিয়াই করিয়া থাকে। তাই ইহারা অকুশল চৈতসিক নামে পরিচিত।

(১) মোহ ঃ- মোহ শব্দের অর্থ হইতেছে অজ্ঞানতা অথবা চিত্তকে আলম্বনে মোহগ্রস্ত করিয়া রাখে বলিয়া মোহ। ইহার কৃত্য আলম্বনের যথার্থ স্বভাব ঢাকিয়া রাখা। তমস্বিনী যেমন দৃষ্টির উপরে কালো আবরণ টানিয়া দিলে কিছু দেখা যায় না, তেমনি মোহ অন্তর দৃষ্টির উপর ঘন যবনিকা টানিয়া আলম্বনের প্রকৃষ্ট স্বভাবকে জানিতে দেখিতে দেয় না। চিত্তকে অন্ধকারে রাখা ইহার স্বভাব। চারি আর্য্যসত্যকে জানিতে-দেখিতে দেয় না বলিয়া তাহার নাম অবিদ্যা। মোহ জ্ঞান চক্ষুর প্রতিপক্ষ। ইহা আবার অকুশল কর্ম সম্পাদনে নানা উপায় উদ্ভাবন করে বলিয়া কুপ্রজ্ঞা বা মিথ্যা জ্ঞান বলা হয়। মোহ ব্যতীত কোন অকুশল কর্ম সম্পাদন করা যায় না। তাই মোহ হইতেছে সর্ব অকুশলের মূল।

গাথা-

ধূলি স্বেদজল মল বল যারে, প্রকৃত তাহা মল নয়,
মোহরূপ মল হৃদয়ের সদা পবিত্রতা করে ক্ষয়।
যেই জন যতনে এই মোহমল মন হইতে দূর করে,
পূণ্যাত্মা সেই জন বিমল অন্তরে শুদ্ধিমার্গে সদা চরে।

(২) অহ্রী ঃ- অহ্রী বলিতে বুঝায় পাপ কর্মের প্রতি নির্লজ্জলতা বা লজ্জাহীনতা। কায় দুঃচরিত্র, বাক্‌দুঃচরিত্র ও মনদুঃচরিত্র প্রাণীদের নির্লজ্জতার কারণেই হইয়া থাকে। নালায় পরিত্যক্ত অশুচি পদার্থ যেমন কুকুর ও বরাহ ভক্ষণে একটুও ঘৃণাবোধ করে না, ও লজ্জিত হয় না, তেমনি অহ্রী ব্যক্তি পাপকর্মের প্রতি কোন রূপ ঘৃণা ও লজ্জাবোধ করে না। তাই লজ্জাহীন ব্যক্তি বিবিধ পাপ কর্মাদি দ্বারা নিজেকে আত্মবঞ্চনার সহিত আত্মমর্যাদা বিনষ্ট করিয়া ফেলায়। এই চৈতসিক চিত্তকে নির্লজ্জ রাখার স্বভাব। ইহা হ্রী চৈতসিকের প্রতিপক্ষ।

(৩) অনপত্রপা ঃ- অনপত্রপা অর্থ হইতেছে পাপের প্রতি ভয়হীনতাকে বুঝায়। পতঙ্গ যেমন বহ্নি জ্বালাকে নির্ভয়ে আলিঙ্গন করিতে আসে, তেমনি অনপত্রপা সম্পন্ন ব্যক্তিও নির্ভয়ে পাপ কর্মে অগ্রসর হয়। পতঙ্গ যেমন বহ্নি জ্বালাকে আলিঙ্গন করিবার দরুণ নির্ভয়ে ঝাঁপ দিয়া পড়ে, তেমনি অনপত্রপা ব্যক্তি ভোগের, সুখের, কামনায় নির্ভয়ে বিবিধ পাপে লিপ্ত থাকে। এই চৈতসিক চিত্তে আগমন করিলে শাস্তি, সাজা, নিগ্রহ, লাঞ্ছনা, নিপীড়ন, দুর্গতি ইত্যাদির কোন ভয় থাকে না। ইহার স্বভাব চিত্তকে পাপকর্মে নির্ভীক রাখা। অহ্রী আর অনপত্রপা এই দুই চৈতসিক চিত্তে প্রবল হইলে বিবিধ পাপ ক্রিয়াদি দ্বারা মানুষ পশু সমতুল্য জাগিয়া উঠে।

(৪) ঔদ্ধত্য ঃ- চিত্তের চঞ্চলতা বা অস্থিরতা ভাবকে ঔদ্ধত্য বুঝায়। ভস্মস্তূপে আঘাত করিলে যেমন ভস্মরাশিগুলো উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকে, তেমনি ঔদ্ধত্য চিত্তে উদয় হইলে চিত্তকে বার বার বিক্ষিপ্ত করিয়া আলম্বন থেকে ছড়াইয়া অরতি দৌর্মনস্য ইত্যাদি অশান্তির ভাব আনয়ন করে। চিত্তকে নানা আলম্বনে বিচরণ করানো ইহার স্বভাব। চিত্তের নানা অশান্তির ভাব আনয়ন করা ইহার লক্ষণ।

(৫) লোভ ঃ- লোভ অর্থ হইতেছে কাম্যবস্তু লাভ করিবার বাসনা-লিপ্সা-স্পৃহা-বাঞ্ছা-ইপ্সিত ইত্যাদিকে বুঝায়। পঞ্চকাম তৃষ্ণাদি আলম্বনে চিত্তকে আসক্ত করিয়া রাখে বলিয়া তাহার নাম "আসক্তি"। পঞ্চকাম তৃষ্ণাদি আলম্বনে চিত্তকে অনুরক্ত করিয়া রাখে বলিয়া "রাগ"। এবং পর দ্রব্যের প্রতি চিত্তকে মগ্ন রাখে বলিয়া, তাহার নাম অভিধ্যা। ইহার স্বভাব আলম্বনকে উপভোগ করা। লোভ অকুশল হইলেও কিন্তু কুশলের পক্ষে পরোক্ষ হেতু হয়। তাহার কারণ জগতে সত্ত্বগণ কেহ কেহ ঐহিক-পারত্রিক সুখের কামনায় দান,

শীল, ভাবনাদি বিভিন্ন কুশল ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে, এবং প্রার্থনাও করিয়া থাকে তাহার কাম্যবস্তু। ইহা কিন্তু সূক্ষ্ম লোভ। তবে লোভ কুশল ক্রিয়াদির সময় থাকেনা, শুধু অন্যান্য কুশল চৈতসিক গুলোই সম্পাদন করিয়া থাকে। কুশল ক্রিয়াদিতে লোভ কেবল অন্যান্য শোভন চৈতসিক গুলোকে প্ররোচণা জাগাইয়া নিরুদ্ধ হয়। তাই লোভ কুশলের পরোক্ষ হেতুমাত্র। এই চৈতসিক আসলে তৃষ্ণা ছাড়া আর কিছু নয়। মরীচিকা যেমন তৃষ্ণার্ত মৃগকে প্রলুব্ধ করিয়া অন্তহীন মরুপ্রান্তরে অশেষ দুঃখ প্রদান করে, তেমনি লোভ সুখের কুহকে জগতে সত্ত্বগণকে প্রলুব্ধ করিয়া জন্ম-মৃত্যুর গ্রাসে পতিত করিয়া দুঃখের সংসার সাগরে ভাঁসাইয়া ডুবাইয়া সীমাহীন দুঃখ যন্ত্রণা দেয়।

গাথা-

একারণে সুধীজন আত্মহিত লক্ষ্য করি
লোভ বশীভূত যেন হয়না কখন;
করি লোভ সংবরণ, চলুক সে অনুক্ষণ
হবে না প্রফুল্লতার অরতির মন।
দুঃখের জননী তৃষ্ণা দেখি তার হেন দোষ,
বীত তৃষ্ণা, অনাসক্ত হও ভিক্ষুগণ।
হও ধ্যান পরায়ন পালিতে এই ভিক্ষু ধর্ম
নিশ্চয় করিবে ভববন্ধন ছেদন।

(৬) দৃষ্টি ঃ- সাধারণ ভাষায় দর্শনকে দৃষ্টি বুঝায়। পরমার্থ ভাষায় ইহা মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যা ধারণা, মিথ্যাজ্ঞান ও মিথ্যামতবাদ ছাড়া আর কিছু নয়। মিথ্যা দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তির স্বভাব আলম্বন যথাযথ দর্শন না করিয়া তাহার বিপরীত ভাবে দর্শন করা। তাই মানুষ যখন প্রবল মিথ্যাদৃষ্টি কবলে পতিত হয়, তখন অনিত্য সংসারকে নিত্য, দুঃখ সংসারকে সুখ, অনাত্মা পঞ্চস্কন্ধকে আত্মাজ্ঞানে প্রকৃত সত্য হইতে বঞ্চিত হইয়া নিজের এবং অপরের সীমাহীন অশেষ অমঙ্গল বিপদ ও দুঃখ আনয়ন করে। আর মিথ্যা দৃষ্টি ব্যক্তি স্বীয় ভ্রান্ত মতকে সারসত্য ভাবিয়া অটল থাকিয়া অপরের সমস্ত মতবাদ মিথ্যা বলে উড়াইয়া দেয়। জ্ঞান চক্ষু যখন মোহে আবৃত হয়, তখনই লোভ আর মিথ্যাদৃষ্টি চিত্তকে অধিকার করিয়া বসে। তাই মিথ্যাদৃষ্টি লোভ ও মোহের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তবে লোভের সঙ্গে বেশী তাহার সম্পর্ক। মিথ্যা দৃষ্টি সম্যক্ দৃষ্টির প্রতিপক্ষ। দীর্ঘ নিকায় ব্রহ্মজাল সূত্রানুযায়ী মিথ্যাদৃষ্টি বাষট্টি প্রকার।

(৭) মান ঃ- মান এর অর্থ হইতেছে অহংভাব বা অহমিকা। প্রধানতঃ মান তিন প্রকার। যথাঃ-

(১) আমি অন্যের চাইতে শ্রেষ্ঠ, ইহা "শ্রেষ্ঠ" মান।

(২) আমি অন্যের সদৃশ ইহা "সম" মান।

(৩) আমি অন্যের চাইতে ছোট ইহা "হীন" মান।
মান যখন চিত্তে আবির্ভাব ঘটে, তখন নিজেকে অন্যের সহিত তুলনা করিতে থাকে। যদি নিজেকে শ্রেষ্ঠভাবে অহংকারে স্ফীত হয়। নিজেকে ছোট দেখিলে চিত্ত ক্ষুন্ন ও সংকুচিত হয়। আর যদি নিজেকে অপরের সদৃশ দেখে তাহা হইলে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। লোভ ও মোহের সঙ্গে যেমন মিথ্যাদৃষ্টির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক, তেমনি মানের সঙ্গেও মিথ্যাদৃষ্টির নিবিড় সম্বন্ধ রহিয়াছে।

(৮) দ্বেষ ঃ- দ্বেষ অর্থ হইতেছে হিংসা, বৈরীভাব বা বিদ্বেষ ভাবকে বুঝায়। এই চৈতসিক অন্তরে দেখা দিলে কায়-বাক্য, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চাল-চলনে ফুটিয়া উঠে তাহার বিকৃতি চেহারা। এ শুধু অপরকে ক্ষতি করিতে তৎপর নহে। তেমনি নিজেকেও অগ্নি পতিত কাঠখন্ডের ন্যায় দগ্ধ-বিদগ্ধ করিয়া ফেলায়। দ্বেষ চিত্তে প্রবল শক্তি হইলে মানুষ পশুর ন্যায় আচরণ শুরু করে। তখন ঘোর বিষধর সর্পের চাইতেও বেশী অনিষ্ট সাধন করিতে তৎপর হয়। জগতে মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, অরহত হত্যা, সংঘভেদ ও বুদ্ধের রক্তপাত এমন কোন অনন্তরিয় কর্ম আর বাকী রাখে না। দ্বেষ অন্তরদাহ দাবাগ্নির সদৃশ। অশনি নিপাত তুল্য। আত্মহিত বিধ্বংস সাধনে শত্রুসম। সর্বদা অহিত সাধনে পূতিমূত্রবৎ। বলা অপ্রাসঙ্গিক নহে, নিমিষে লক্ষ লক্ষ অসহায় প্রাণ কেড়ে নিয়াছিল হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে সেই আনবিক বোমা। গ্রাম, নগর ধ্বংসস্তুপে পরিণত হইয়াছিল। রক্তের স্রোতে ধরণী কলুষিত হইয়া বিশ্বমানুষ হাহাকারে ভয়ে আতঙ্কিত। বর্তমানেও এই ধরণের আরও কতো ভয়াবহ নৃশংস হত্যা-হানাহানির ঘটনা ঘটাইতেছে অবিরাম বিশ্বমাঝে। এই নৃশংস হত্যা-হানাহানির জন্য একমাত্র দায়ী এই দ্বেষ চৈতসিক। লোভের স্বভাব হইতেছে আলম্বনকে উপভোগ করা আর রক্ষা করা। কিন্তু দ্বেষের স্বভাব হইতেছে আলম্বনকে হনন বা বিধ্বংস করিয়া ফেলা। দ্বেষ মৈত্রীর প্রতিপক্ষ বলিয়া পরম শত্রু রূপে গণ্য।

গাথা -

জানে যদি জীব, কি কঠোর দন্ড জন্মে জন্মে ভোগ করে,
হিংসার কারণ তবে কিসে, কভু জীবের জীবন হরে।

(৯) ঈর্ষা ঃ- ঈর্ষা অর্থ পরশ্রীকাতরতাই বুঝায়। অপরের সম্মান-গৌরব, যশকীর্তি সৌভাগ্য ও সুখ-সমৃদ্ধি দেখিয়া চিত্ত যে কাতর হইয়া পড়ে, তাহাই ঈর্ষা। অপরের সুখ সমৃদ্ধি দেখিয়া চিত্তের ক্ষোভ করা ইহার লক্ষণ। পরনিন্দা, দোষারোপ, ছিদ্রান্বেষণ, বিপদ, ভয়, অমঙ্গল দুঃখ ইত্যাদি অপরের জন্য কামনা করাই ঈর্ষার কারণ। ইহা মুদিতার প্রতিপক্ষ।

(১০) মাৎসর্য্য ঃ- ইহা কৃপণতা ছাড়া আর কিছু নয়। নিজের সম্পত্তি গোপন করিয়া রাখাই ইহার লক্ষণ। নিজের লব্দ সম্পত্তি অপরের দৃষ্টির আড়ালে রাখিতে চায়। তাহার কারণ যদি কেহ খুঁজে ইহার ভয়ে। আমার সম্পত্তি আমারই কাজে লাগিবে। অন্য কাহারোর নহে এই

ভাব পোষণ করিয়া কাউকে দিতে নারাজ। যাহার ফলে ইহা চিত্তকে সঙ্কুচিত করিয়া দানশীলতা, বদান্যতা, উদারতা, মহত্বতা এই সকল সদ্‌গুণ হইতে চিত্তকে বঞ্চিত রাখে। মাৎসর্য্য পরায়ণ ব্যক্তি কখনও জনহিতকর কল্যাণ কর্ম করিতে পারে না। ইহার কাছে যদি কেহ কিছু চায় অথবা দানের কথা বলে তাহা হইলে ভয়ে চম্‌কিয়া উঠে। ইহাতে তাহার নিচতা প্রকাশ পায়। আর প্রাপ্য বা প্রাপ্তির সম্ভাবনা হইতে বঞ্চিত হইলে ক্ষোভিত হয়। মাৎসর্য্য পরায়ণ ব্যক্তি লব্দ সম্পত্তি নিজেও তেমন ভোগ করেনা, এবং অপরকেও করিতে দেয় না।

(১১) কৌকৃত্য ঃ- কৌকৃত্য অর্থ হইতেছে অনুতাপ বা অনুশোচনাকে বুঝায়। অর্থাৎ কোন কিছু কর্ম সম্পাদনের পর অতীত কর্মের প্রতি বা অতীতকালের প্রতি চিত্তে যেই অনুতাপ অনুশোচনা বা খেদ জন্মে তাহাই কৌকৃত্য। অহো! পূণ্যকর্ম না করিয়া কেন এতদিন পাপকর্ম করিয়াছি। চিত্তের যে অনুতাপ জন্মে তাহাও কৌকৃত্য। কৌকৃত্য চিত্তে উদয় হইলে সর্বদা মানসিক দৌর্মনস্য অশান্তির ভাব আনয়ন করে।

(১২) স্ত্যান ঃ- চিত্তে অবসাদ-গ্লানি-নিরুদ্যম ও অলসতাকে স্ত্যান বুঝায়। কুশল কর্মে অনুৎসাহি হইয়া ইহা চিত্তকে ব্যাধিক্লিষ্ট-দুর্বল হস্তের ন্যায় অকর্ম্মণ্য করিয়া তোলে। ইহার কৃত্য হইতেছে চিত্তের পরাক্রম শক্তি বিনাশ করিয়া দেওয়া। স্ত্যান চিত্তে আগমন করিলে মানসিক জড়তা চিত্তকে অধিকার করিয়া বসে। যাহার ফলে চিত্ত আলম্বনে শক্তিহীনের ন্যায় অলসভাবে অগ্রসর হয়। স্ত্যান চিত্তকে কোন কর্মসম্পাদন করিতে দেয় না। এবং করিতে গেলেও বিঘ্ন ঘটায়। ইহার স্বভাব চিত্তকে কুশল কর্মে অনিচ্ছুক করিয়া রাখা।

অগ্রে যাহা করণীয়
পশ্চাতে করিতে চায়,
এ হেন অলস লোকে
বহু অনুতাপ পায়।

(১৩) মিদ্ধ ঃ- সহজ কথায় তন্দ্রা ভাবকে মিদ্ধ বুঝায়। অথবা সহজাত চৈতসিক সমূহকে অলস অকর্ম্মণ্য করিয়া দেওয়াকে মিদ্ধ বলে। স্ত্যান যেমন চিত্তকে অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখে, তেমনি মিদ্ধও সহজাত চৈতসিক সমূহকে অলস অকর্ম্মণ্য করিয়া তোলে। ইহার কৃত্যও স্ত্যানের ন্যায় সহজাত চৈতসিক গুলোকে উৎসাহ, উদ্যম ও পরাক্রম শক্তি রহিত করিয়া দেওয়া। বীর্য ইহার প্রতিপক্ষ।

(১৪) বিচিকিৎসা ঃ- বিচিকিৎসা অর্থ হইতেছে দ্বিমত সংশয় বা সন্দেহ বুঝায়। হ্যাঁ অথবা না দুইটির মধ্যে চিত্তকে দৌদুল্যমান অবস্থায় রাখিয়া কোনটায় সিদ্ধান্ত না দেওয়া ইহার স্বভাব। আলম্বনের নিশ্চিত নির্ধারণের অক্ষমতা ইহার পরিচয়। চিত্তের অস্থিরতা ভাব ইহার হেতু। বিচিকিৎসা কর্মের অসমাপ্ত পরিণতি।

উক্ত চৌদ্দ প্রকার অকুশল চৈতসিকের মধ্যে মোহ, অহ্রী, অনপত্রপা ও ঔদ্ধত্য সকল অকুশল চিত্তে থাকে বলিয়া ইহাদেরকে বলা হয়, সর্ব অকুশল চিত্ত সাধারণ চৈতসিক। লোভ, দৃষ্টি ও মান এই তিনটি কেবল লোভমূলক চিত্তের সঙ্গে উৎপত্তি হয় বলে তাহাদেরকে লোভত্রিক নামে কথিত হয়। দ্বেষ, ঈর্ষা, মাৎসর্য্য ও কৌকৃত্য এই চারিটি শুধু দ্বেষমূলক চিত্তে উদয় হয় বলিয়া দ্বেষ চতুষ্টয় বলা হয়। স্ত্যান ও মিদ্ধ এই দুই চৈতসিক লোভমূলক ও দ্বেষমূলক উভয় চিত্তে দেখা যায় বলিয়া ইহারা প্রকীর্ণক অকুশল চৈতসিক নামে অভিহিত। আর বিচিকিৎসা কেবল মোহ চিত্তে উৎপত্তি হয়। ইহার কোন আলাদা নাম রাখা হয়নি।

উনিশ প্রকার শোভন সাধারণ চৈতসিকের পরিচয় ঃ

শোভন বলিতে বুঝায় সুন্দর, সুদৃশ্য অর্থাৎ মানায় এমন। তাই এখানে এই চৈতসিক গুলো তাহাদের প্রকৃতি এক একটি অত্যন্ত সুন্দর সুশোভন বলিয়া শোভন নামে আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহারা সবাই কুশল চৈতসিক। এই শোভন চৈতসিক গুলো সর্বচিত্ত সাধারণ চৈতসিকের ন্যায় কোনটিকে বাদ দিয়ে কুশল চিত্ত উৎপত্তি হইতে পারে না। তাই ইহাদেরকে বলা হইয়াছে শোভন সাধারণ চৈতসিক।

(১) শ্রদ্ধা ঃ- শ্রদ্ধার অপর নাম গুলো হইতেছে আস্থা-ভক্তি-বিশ্বাস ও নিষ্ঠা। জলশোধক মণি ঘোলা জলে নিক্ষেপ করিলে যেমন জলকে স্বচ্ছ প্রসন্ন ও নির্মল করিয়া তোলে, তেমনি শ্রদ্ধা চিত্তে উৎপত্তি হইলে অকুশল নীবরণ বিদূরিত করিয়া চিত্তকে অনাবিল স্বচ্ছ, প্রসন্ন ও পবিত্র করিয়া ফেলায়। মেঘাত্যয় যেমন চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্র চক্ষুপ্রসাদে প্রতিফলিত হয়, তেমনি শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে প্রতিভাত হয় ত্রিরত্নের প্রতি গভীর ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আর কুশল কর্মের প্রতি দান-শীল-ভাবনা সাধু সজ্জনের সেবায় আত্মনিয়োজিত করা। তাই বুদ্ধ বলিয়াছিলেন, "সদ্ধা বীজং, সদ্ধায়া তরতি ওঘং" অর্থাৎ শ্রদ্ধাই একমাত্র পূণ্যকর্মের বীজ এবং শ্রদ্ধাবলে ভবস্রোত বা ভবসাগর পার হয়। শ্রদ্ধা ব্যতীত মহত্বর পূণ্যকর্ম সম্পাদন করা যায় না। তবে যুক্তিহীন অন্ধবিশ্বাস শ্রদ্ধা নয়।

গাথা-

দান আর যুদ্ধ হয় একই মতন
অল্প মাত্র হয় বহু জয়ের সাধন।
অল্পও করিলে দান শ্রদ্ধার সহিত
দাতা পরকালে সুখ পাইবে নিশ্চিত।
পাত্রা পাত্র বিচারে করে যে লোকে দান
বুদ্ধেরা করেন সেই দানের বাখান।
সুক্ষেত্রে দেখিয়া বীজ করিলে বপন
কৃষকের শয্য প্রাপ্তি নিশ্চয় যেমন।
সেইরূপ উপযুক্ত পাত্র দেখি দান,
করেন যে দাতা, তিনি মহাফল পান।

(২) স্মৃতি ঃ- সাধারণ ভাষায় কোন কিছু ঘটিয়া যাওয়া বা বিগত বিষয় মনে স্মরণ রাখাই স্মৃতি। কিন্তু এখানে পরমার্থ ভাষায় অকুশল ব্যতীত শুধু কুশল মনে স্মরণ রাখাই সম্যক্ স্মৃতি বুঝায়। সম্যক্ স্মৃতি চারি প্রকার। যথা ঃ-

(১) কায়ে- কায়ানুদর্শন,

(২) বেদনায় - বেদনানুদর্শন,

(৩) চিত্তে - চিত্তানুদর্শন,

(৪) ধর্মে - ধর্মানুদর্শন,

এই সম্যক্ স্মৃতি মনের পবিত্রতা বজায় রাখিয়া প্রজ্ঞার দ্বার খুলে দেয়। পূণ্যের বীজ যেমন শ্রদ্ধা, তেমনি সম্যক্ স্মৃতিকে প্রজ্ঞার বীজ বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবেনা। কারণ যেহেতু সম্যক্ স্মৃতি ব্যতীত প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয় না। স্মৃতিহীন ব্যক্তি মাঝি ছাড়া নৌকার ন্যায় বিপদগ্রস্ত।

গাথা-

আর্য্য শ্রাবকের স্মৃতি হয় দারোয়ান
অকুশল ত্যাগ করে কুশল বাড়ান।
সদোষ করেন ত্যাগ, নির্দোষ গঠন
নিজেকে বিশুদ্ধ রাখে তারা অনুক্ষণ।
আপন দেহের প্রতি কর মনন,
বার বার জান ইহা জিনিস কেমন।
দেহের স্বভাব শুধু করি নিরীক্ষণ
এতে কর দুঃখের সর্বান্ত সাধন।

(৩) হ্রী ঃ- হ্রী অর্থে লজ্জাকে বুঝায়। কায় হউক, কিম্বা বাক্য হউক, অথবা মনের দ্বারা হউক পাপ ক্রিয়ার প্রতি মনের যে লজ্জা ও ঘৃণা উদয় হয়, তাহাই হ্রী। হ্রী আত্মমর্যাদা বা আত্মগৌরব বশতঃ পাপ ক্রিয়া হইতে চিত্তকে নিবৃত্ত রাখে। তাই হ্রী সুচরিত্র গঠনে একটি অমূল্য সম্পদ।

গাথা-

নিয়ত প্রশান্ত চিত্ত, সত্য পরায়ন
নির্মল অন্তরে করে ধর্ম্মের ভজন।
উদিলে কলুষভাব লাজ পায় মনে
ধার্ম্মিক বলে তুমি জানিবে সে জনে।

(৪) অপত্রপা ঃ- পাপ ক্রিয়ার প্রতি ভয় উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিতকে অপত্রপা বলে। শাস্তি, সাজা, নিগ্রহ, লাঞ্ছনা, নিপীড়ন, অত্যাচার, কুৎসা ও দুর্গতির ভয়ে অপত্রপা পাপ ক্রিয়া

হইতে চিত্তকে নিবৃত্ত রাখে। হ্রী এবং অপত্রপা পাপ বর্জনের পক্ষে অপরিহার্য চৈতসিক। আর সুচরিত্র গঠনের এই দুই চৈতসিক অমূল্য সম্পদ।

(৫) অলোভ ঃ- অলোভ অর্থে বুঝায়-নিস্পৃহা, বিরাগ ও অনাসক্ত ভাব। পদ্মপত্রে যেমন বারিবিন্দু অলগ্নতা বা অসংযুক্ত থাকে। তেমনি অলোভ পঞ্চকাম তৃষ্ণাদিতে চিত্তকে নির্লিপ্ত অবস্থায় রাখে। মাৎসর্য্য যেমন কৃপণতা দ্বারা চিত্তকে সঙ্কুচিত করিয়া রাখে। অলোভ কিন্তু দানাদি দ্বারা চিত্তকে প্রসারিত করে। অলোভ থেকে আসে দান-বদান্যতা, উদারতা মহত্ব মহত্তম ও মহত্বর। জনহিতকর কল্যাণকর্মে অকাতর অর্থবিবরণ করা ইহার কৃত্য। অলোভ দানের হেতু এবং তৃষ্ণাক্ষয় ইহার চরম পরিণতি।

গাথা-

রক্ষকের প্রয়োজন নাহি যার হয়
অপরের রক্ষা হেতু বিব্রত যে নয়,
কামনা অতীত সেই পুরুষ প্রবর
অপার সুখের স্বাদ পায় নিরন্তর।
বিষয় বাসনাহীন চিত্ত আর মন,
ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে সদা নির্বাণ কারণ।
এরূপ লক্ষণ যুত সাধু সদাশয়
সর্ব্ববন্ধন- বির্নিমুক্ত জানিবে নিশ্চয়।

(৬) অদ্বেষ ঃ- অদ্বেষ বলতে বুঝায় মৈত্রী-অহিংসা বা দ্বেষের অভাব। অদ্বেষ, কল্যাণ মিত্রের ন্যায় চিত্তকে সৎপথে পরিচালিত করিয়া সৎপথে রাখে। এই চৈতসিক চিত্তে আগমন করিলে চিত্তকে মৈত্রীতে পরিপূর্ণ করিয়া নির্মল সুখ শান্তি আনয়ন করে। এবং স্বচ্ছ শীতল সরোবরে অবগাহনের ন্যায় চিত্তকে শান্তিতে জুড়াইয়া রাখে। ইহার দ্বারাই মানুষ কায়িক ত্রিবিধ পাপ, বাচনিক চতুর্বিধ পাপ ও মানসিক ত্রিবিধ পাপ বর্জন করিয়া থাকে। তাই অদ্বেষ শীল পালনের মূল হেতু হিসাবে গণ্য। জগতে সকল প্রাণীর প্রতি স্বীয়সম সুখ ও মঙ্গল কামনা করা ইহার ধর্ম।

গাথা-

সেই হেতু নিজ আর অপর সকলে
মৈত্রী ভাবে করিবে লেপন
প্রসারিবে মৈত্রী চিত্ত অসীম জগতে
বুদ্ধদের ইহানু-শাসন

(৭) তত্রমধ্যস্থতা ঃ- ইহা চৈতসিকের ক্রিয়া নাতিকম, নাতিবেশী এমন অবস্থায় রাখা ভাবকে তত্রমধ্যস্থতা বুঝায়। সুদক্ষ সারথি যেমন যথোচিত গতি নিয়ন্ত্রণে তাহার অশ্বকে বশে রাখে, তেমনি তত্রমধ্যস্থতাও অন্যান্য বা সহজাত সকল চৈতসিকের ক্রিয়া সমভাবে রাখে। যে কোন একটার পরিমাণ আছে তাহার কম বা বেশী হইলে কার্য চলে না বা অঘটন ঘটে, চৈতসিকের মধ্যেও তেমনি। এই কম বেশী না হয় মত রক্ষা করাই তত্রমধ্যস্থতার কৃত্য। নিরপেক্ষতা ইহার লক্ষণ। উপেক্ষা বেদনা যেমন শরীরের সুখ-দুঃখ বর্জন করিয়া উপেক্ষায় থাকে, তেমনি তত্রমধ্যস্থতাও চৈতসিক গুলোর মাঝে উপেক্ষা ভাব নিয়ে থাকে। তবে তত্রমধ্যস্থাকে উপেক্ষা বলা হইলেও কিন্তু ইহা বেদনীয় নহে, এই হইতেছে একটি স্বতন্ত্র শোভন চৈতসিক। ইহা ব্রহ্ম-বিহারের উপেক্ষা ভাবনা এবং বিদর্শন ভাবনার সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান।

(৮) কায়শম ঃ- কায় বলিতে এখানে নাম কায়কে বুঝাইতেছে। অর্থাৎ "বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, ও বিজ্ঞান," এই চারি স্কন্ধকে। তাই কায়কম বলিতে বুঝিতে হইবে নাম কায়ের বা চৈতসিকের শান্ত ভাবকে। এই চৈতসিকের কৃত্য হইতেছে অন্যান্য বা সহজাত চৈতসিক গুলোকে স্থৈর্য ও শান্তিতে রাখা। ইহা ব্যতীত অন্যান্য চৈতসিক গুলো শান্তি এবং স্থৈর্য লাভ করিতে অক্ষম।

(৯) চিত্তশম ঃ- চিত্তের প্রশান্ত ভাবকে বলা হয় চিত্তশম। ইহার কৃত্য হইতেছে চিত্তকে স্থৈর্য ও শান্তিতে রাখা। এই চৈতসিক ব্যতীত চিত্ত স্থৈর্য ও শান্তি লাভ করিতে পারে না। রৌদ্রে ক্লিষ্ট ব্যক্তি যেমন- স্বচ্ছ শীতল সলিলে অবগাহন করিলে শান্তি লাভ করে, তেমনি চিত্তশম চিত্তে আগমন করিলে বহিয়া আনে অনাবিল সুখশান্তি ও স্থৈর্য।

(১০) কায়লঘুতা ঃ- লঘুতা অর্থ হইতেছে হাল্কা। তাই এখানে বুঝিতে হইবে নামকায় হাল্‌কা ভাবই কায়লঘুতা। কায়লঘুতা চিত্তে অভাব হইলে বাদ্‌বাকী চৈতসিক গুলো ভারগ্রস্ত হইয়া অচলাবস্থায় দাঁড়ায়। এই চৈতসিকের কৃত্য হইতেছে অন্যান্য চৈতসিক গুলোর জাড্য-জড়তা বিদূরিত করিয়া সরসতা যোগানো।

(১১) চিত্তলঘুতা ঃ- এখানে চিত্ত লঘুতা বলিতে চিত্তের হাল্‌কা ভাবকে বুঝিতে হইবে। ইহা চিত্তে উৎপত্তি হইলে চিত্তের জাড্য-জড়তা ও সংকোচ ইত্যাদি সম্পূর্ণ বিদূরিত করিয়া চিত্তকে আলম্বন গ্রহণে উপযুক্ত করিয়া তোলে। এই চৈতসিক ব্যতীত চিত্ত পূর্ণাঙ্গ কুশল কর্মে অক্ষম হইয়া দাঁড়ায়।

(১২) কায়মৃদুতা ঃ- মৃদুতা অর্থ হইতেছে কোমল বা নরম। তাই এখানে বুঝিতে হইবে নাম কায়ের মৃদুভাবই কায়মৃদুতা। ইহার কৃত্য অন্যান্য চৈতসিক গুলোকে কোমল-নমনীয় করিয়া গড়িয়া তোলা।

(১৩) চিত্ত মৃদুতা ঃ- এখানে বুঝিতে হইবে চিত্তের কোমলতাই চিত্তমৃদুতা। যাহার অভাবে চিত্ত হয় কাঠিন্য-দৃঢ়তা-অনমনীয়তা-নির্দয়তা-নির্মম-নিষ্ঠুর ইত্যাদি। আর যখন চিত্তে চিত্তমৃদুতা চৈতসিক জাগিয়া উঠে, তখন চিত্ত হয় কোমল-নমনীয় ইত্যাদি। দানাদি পূণ্যক্রিয়া সম্পাদনে চিত্ত মৃদুতা অপরিহার্য।

(১৪) কায়কর্ম্মণ্যতা ঃ- নামকায় কর্ম উপযোগী ভাবই কায়কর্ম্মণ্যতা। ইহা অন্যান্য চৈতসিক গুলোকে কর্মক্ষম ও পটু করিয়া তোলে। এই চৈতসিক ব্যতীত অন্যান্য চৈতসিক গুলি কর্মে অক্ষম এবং পূণ্যক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটে।

(১৫) চিত্ত কর্ম্মণ্যতা ঃ- চিত্তের কর্ম ক্ষমতা ও কর্ম-উপযোগী ভাবকে চিত্ত কর্ম্মণ্যতা বুঝায়। ইহা দ্বারা চিত্ত কুশল কর্মাদি ইচ্ছানুযায়ী সম্পাদন করিতে সক্ষম হয়। এই চৈতসিক চিত্তে অভাব হইলে চিত্ত কুশল ক্রিয়াদিতে অনুপযোগী হইয়া অক্ষম হয়।

(১৬) কায়প্রগুণতা ঃ- নাম কায় কর্ম সম্পাদনের দক্ষতা-নিপুণতা ও পারদর্শীতাকে কায়প্রগুণতা বুঝায়। এই চৈতসিক চিত্তে অভাব হইলে অন্যান্য চৈতসিক গুলো অস্বচ্ছন্দ্য বোধ করে। আর যদি চিত্তে আগমন করে স্থির স্বচ্ছন্দ হয়। ইহার কৃত্য হইতেছে অন্যান্য চৈতসিক গুলোকে কুশল কর্ম সম্পাদনে দক্ষতার সহিত স্থির স্বাচ্ছন্দ্য রাখা।

(১৭) চিত্ত প্রগুণতা ঃ- চিত্তের দক্ষতা-নিপুণতা ও পারদর্শীতাকে চিত্ত প্রগুণতা বুঝায়। এই চৈতসিক চিত্তকে দক্ষতার সহিত কুশল কর্ম সম্পাদনে সক্ষম করিয়া তোলে এবং চিত্তকে স্থির স্বাচ্ছন্দ্য রাখে।

(১৮) কায়ঋজুতা ঃ- ঋজুতা অর্থ হইতেছে সরল-সোজা অকপট ইত্যাদি। তাই এখানে বুঝিতে হইবে নাম কায়ের সরল-সোজা-অবক্র অকপট ইত্যাদিকে কায়ঋজুতা। এই চৈতসিকের কৃত্য হইতেছে অন্যান্য চৈতসিক গুলোকে শঠতা-ধূর্ততা-কপটতা-বক্রতা, ইত্যাদি হইতে বিদূরিত করিয়া সরল-সোজা-অবক্র-অকপট সুন্দর ইত্যাদিতে গড়িয়া তোলা।

(১৯) চিত্ত ঋজুতা ঃ- চিত্তের সরল-সোজা-অবক্র ইত্যাদিকে চিত্ত ঋজুতা বুঝায়। ইহার কৃত্য হইতেছে চিত্তকে শঠতা-ধূর্ততা-বক্রতা ইত্যাদি হইতে বিদূরিত করিয়া সরল-সোজা-সুন্দর ইত্যাদিতে গড়িয়া তোলা।

তিন প্রকার বিরতি চৈতসিকের পরিচয় ঃ

চিত্তকে পাপ কর্ম হইতে নিবৃত্তি রাখার স্বভাবই বিরতি চৈতসিক। এই চৈতসিক গুলো চিত্তকে পাপ কর্ম হইতে উদ্ধার করিয়া সৎকর্মে লিপ্ত রাখে, এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়।

(১) সম্যক্ বাক্য ঃ- এক কথায় সত্য বাক্যকে সম্যক-বাক্য বুঝায়। এই চৈতসিক চিত্তে যখন উৎপত্তি হয় তখন মিথ্যাবাক্য, পিশুনবাক্য, পুরুষবাক্য ও সম্প্রলাপ বাক্য পরিত্যাগ করিয়া কর্ণ সুখকর-মধুর-সুন্দর ও সুভাষিত-সত্যবাক্য বলিয়া থাকে। যাহারা সম্যক্ বাক্য বলা অভ্যস্থ তাহারাই জগতে সকলের প্রিয়ভাজন হয়, এবং বাক্য দ্বারা সকলের মন কাড়িয়া নেয়।

গাথা-

মিষ্ঠ বাক্য তুষ্ট কর সকলের মন
ভ্রমেও বলো না কভু অপ্রিয় বচন।
মিষ্ঠভাবে অনায়াসে পরচিত্ত হরে,
পুরুষে অশেষ ক্লেশ আনয়ন করে।

(২) সম্যক্ কর্ম ঃ- কায়িক, বাচনিক, ও মানসিক, ক্রিয়া সম্পাদনে শুদ্ধতাই সম্যক্-কর্ম বুঝায়। প্রাণী হত্যা, চুরি, ও ব্যভিচার, "কায় দুঃশ্চরিত্র" পরিত্যাগ করিয়া কুশল কর্মের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা সম্যক্ কর্মের স্বভাব। দুষ্কর্মের প্রতি অনাসক্ত হইয়া নিজেকে সারাক্ষণ বিশুদ্ধ রাখিয়া দান-শীলাদি ধর্মচর্চা, পরোপকার ইত্যাদি করা সম্যক্ কর্মের কৃত্য।

(৩) সম্যকাজীব ঃ- ইহা মিথ্যা জীবিকা (পাপ আছে এমন) পরিত্যাগ করিয়া সত্য-শুদ্ধ পবিত্র জীবিকা করিবার নাম সম্যকা-জীব। প্রাণী বাণিজ্য, মাছ-মাংস বাণিজ্য, মাদকদ্রব্য বাণিজ্য, বিষ বাণিজ্য ও অস্ত্র বাণিজ্য বিসর্জন করিয়া নিষ্পাপ, নিষ্কলংক, নির্দোষ, শুদ্ধ, ও পবিত্র জীবন-যাপন করা সম্যক্ আজীবের কৃত্য।

দুই প্রকার অপ্রমেয় চৈতসিকের পরিচয় ঃ

অপ্রমেয় শব্দের অর্থ হইতেছে অজ্ঞেয়, অসীম। অর্থাৎ যাহার প্রমাণ করা অসাধ্য তাহাকে অপ্রমেয় বুঝায়। এই চৈতসিক অনন্ত চক্রবালের সঙ্গে অনন্ত সত্ত্বগণদের নিয়া প্রবর্তিত হয় বলিয়া অপ্রমেয় চৈতসিক নামে কথিত হইয়াছে।

(১) **করুণা ঃ-** করুণা অর্থ হইতেছে দয়া-কৃপা ও অনুকম্পা বুঝায়। ইহা অপরের দুঃখ দেখিলে করুণা উদ্রেক হইয়া দুঃখ মোচনের চেষ্টাতে ব্যাকুল হইয়া পড়ে। পরদুঃখ অসহনীয় ইহার লক্ষণ। চিত্তে যখন ইহার আর্বিভাব ঘটে হিংসা, ক্রোধ, কৃপণতা, ঈর্ষা, মাৎসর্য্য ইত্যাদি বিদূরিত করিয়া খুলিয়া দেয় দানশীলতা, উদারতা-বদান্যতা ইত্যাদি। মাৎসর্য্য চিত্তকে সংকুচিত রাখে, করুণা কিন্তু তার বিপরীত ভাবে চিত্তকে প্রসারিত করে। জগতে সকল প্রাণী দুঃখ হইতে মুক্ত হউক, ইহা করুণা ভাবনার মন্ত্র।

(২) **মুদিতা ঃ-** অপরের সম্মান, গৌরব, যশ-কীর্তি, লাভ, সৌভাগ্য ও সুখ সমৃদ্ধি দেখিয়া হৃষ্ট-প্রীতি ও আনন্দিত হওয়ার ভাবই মুদিতা। অপরের সুখ সমৃদ্ধি অনুমোদন করাই মুদিতার লক্ষণ। মুদিতা চিত্তে উদয় হইলে ঈর্ষা দাঁড়াইবার স্থান পায় না। জগতে সকল প্রাণী স্বীয় সম্পত্তিতে অন্তরায় মুক্ত হইয়া ভোগ করুক, ইহা মুদিতার ভাবনা মন্ত্র।

প্রজ্ঞেন্দ্রিয় চৈতসিকের পরিচয় ঃ

অন্যান্য চৈতসিক গুলো একাধিক হইলেও প্রজ্ঞেন্দ্রিয় চৈতসিক শুধু একটি। প্রজ্ঞেন্দ্রিয় আলম্বনের স্বভাব জানে বলিয়া জ্ঞান বা প্রজ্ঞা নামে অভিহিত। মোহকে পরাস্ত করিয়া আধিপত্য করে বলিয়া তাহার নাম প্রজ্ঞেন্দ্রিয়। আলম্বনের স্বভাব জ্ঞাতানুসারে ইহাকে প্রধানতঃ তিনভাগে ভাগ করা হইয়াছে। যথা ঃ-

(১) আলম্বনের প্রাথমিক চিহ্ন বা প্রতীক জানাই সংজানন বা সংজ্ঞা।

(২) আলম্বনের স্বভাব বিশেষভাবে জানার নাম বিজানন বা বিজ্ঞান।

(৩) আলম্বনের যথার্থ স্বভাব জানার নাম প্রজানন বা প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞেন্দ্রিয় মোহের প্রতিপক্ষ। অন্ধকার গৃহে প্রদীপ জালাইলে যেমন গৃহের সমস্ত অন্ধকার বিদূরিত হয়, তেমনি প্রজ্ঞেন্দ্রিয় চৈতসিক চিত্তে উদয় হইলে মোহ সম্পূর্ণ বিলীন হয়। আলোকিত গৃহে যেমন বস্তু সামগ্রী চোখে পড়ে, তেমনি মোহ বিহীন চিত্তে প্রতিভাত হয়, পরমার্থ সত্যাসত্য গুলি।

গাথা -

রাগ, দ্বেষ, মোহ মদ,
এই চারি বলবান অতি;
প্রজ্ঞার নাহিক শক্তি
করে রোধ ইহাদের গতি।
প্রীতিকর কামভাব
শত্রু ইহা অতীব ভীষণ;
ধার্ম্মিক মেধাবী ঋষি
তারও ইহা ঘটায় পতন।
কামে অন্ধ হয় লোক
কাম বিষ দুঃখের কারণ;
মুলতার পেয়ে আমি
প্রজ্ঞা খড়গ দিয়া করিব ছেদন।

৫। বিজ্ঞান উপাদান স্কন্ধের পরিচয় ঃ

এখানে বিজ্ঞান অর্থে "বিজ্ঞানাতীতি বিঞানং" অর্থাৎ জানে বলিয়া বিজ্ঞান। চিত্ত-মন, ও বিজ্ঞান একার্থবোধক। জানে বলিয়া বিজ্ঞান চিন্তা করে বলিয়া চিত্ত। মনন করে বলিয়া মন। ষড়েন্দ্রিয় দ্বারে আগত আলম্বন গুলোকে বিশেষ ভাবে জ্ঞাত বা জানা ইহার স্বভাব। চৈতসিক সংস্কার ব্যতীত বিজ্ঞান উৎপত্তি হইতে পারে না। তাই প্রতীত্য সমুৎপাদ নিদানে উল্লেখ আছে সংস্কার কারণে বিজ্ঞান উৎপত্তি; এবং সংস্কার নিরোধে বিজ্ঞান নিরোধ। দেখা যাইতেছে বিজ্ঞান উৎপত্তির মূলই হইতেছে সংস্কার। বিজ্ঞান লৌকিক ও লোকোত্তর ভেদে প্রধানতঃ দুই প্রকার। লৌকিক একাশি, লোকোত্তর আট, সর্বমোট ৮৯ প্রকার চিত্ত বা বিজ্ঞান। তবে এখানে আট প্রকার লোকোত্তর চিত্ত ব্যতীত অবশিষ্ট একাশি প্রকার লৌকিক চিত্ত গুলোই "বিজ্ঞান স্কন্ধ" নামে পরিচিত। বুদ্ধের নিয়মে লোকভূমি তিনটি। যথা কামলোক, রূপলোক, ও অরূপ লোক ভূমি। আবার চিত্ত উৎপত্তি অবস্থানুসারে কামাবচর, রূপাবচর ও অরূপাবচর ভূমি বলা হয়। উক্ত ত্রিভূমিতে লৌকিক চিত্ত গুলো কুশলাকুশল কর্ম বা হেতু অবস্থানুসারে জন্ম লাভ করিয়া থাকে। কামাবচর ভূমি উৎপত্তি চিত্ত সংখ্যা চুয়ান্ন (৫৪), রূপাবচর ভূমি উৎপত্তি চিত্ত সংখ্যা পনের (১৫), ও অরূপাবচর ভূমি উৎপত্তি চিত্ত সংখ্যা বার (১২)। এই সর্বমোট একাশি প্রকার লৌকিক চিত্ত নিয়াই "বিজ্ঞান-স্কন্ধ" গঠিত।

চুয়ান্ন প্রকার কামাবচর ভূমি চিত্তের পরিচয় ঃ

এখানে পঞ্চকাম তৃষ্ণাদি ভোগ-উপভোগ করে বলিয়া ইহাদেরকে কামাবচর চিত্ত নামে অভিহিত করা হয়। অথবা পঞ্চকাম বিষয়াদি সুখ ভোগের কামনায়-বাসনায় এখানে বিচরণ করে বলিয়া কামাবচর চিত্ত নামে কথিত হয়। এই কামাবচর চিত্তগুলো সহেতুক ও অহেতুক ভেদে দুই প্রকার বিদ্যমান। সহেতুক চিত্ত সংখ্যা ছয়ত্রিশ (৩৬)। অহেতুক চিত্ত সংখ্যা আঠার (১৮)। সহেতুক চিত্তগুলো আবার একহেতুক, দুই হেতুক, ও ত্রি হেতুক, হিসাবে তিন ভাগে বিভক্ত। এক হেতুক চিত্ত সংখ্যা দুইটি। দুই হেতুক চিত্ত সংখ্যা বাইশ ও ত্রি হেতুক চিত্ত সংখ্যা বার। হেতু অর্থ কারণ বা প্রত্যয় বুঝায়। অর্থাৎ যাহার দ্বারা চিত্ত উত্তেজিত হইয়া পরিচালিত হয় তাহাই প্রত্যয় বা হেতু বুঝায়। যেমন লোভ, দ্বেষ, মোহ, অকুশলের পক্ষে হেতু। অলোভ, অদ্বেষ ও অমোহ, কুশলের পক্ষে চিত্তে হেতু হইয়ে দাড়ায়। উক্ত ছয় হেতু দ্বারা যেই চিত্তগুলো উত্তেজিত হইয়া পরিচালিত হয় তাহাদেরকে বলা হয় সহেতুক চিত্ত। আর উক্ত ছয় হেতু দ্বারা সেই চিত্ত গুলো উত্তেজিতও হয়না এবং পরিচালিতও হয়না ইহাদেরকে বলা হয় অহেতুক চিত্ত। অহেতুক চিত্ত গুলো কেবল ইন্দ্রিয় দ্বারে আগত আলম্বন বেদনা অবস্থানুসারে উৎপত্তি এবং ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে।

এই চুয়ান্ন প্রকার কামাবচর চিত্তগুলোকে আবার ইহাদের কুশলা-কুশল হেতু ক্রিয়া ভেদে নয় ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

যথা ঃ-

১। আট প্রকার লোভ চিত্ত

২। দুই প্রকার দ্বেষ চিত্ত

৩। দুই প্রকার মোহ চিত্ত

৪। সাত প্রকার অকুশল বিপাক অহেতুক চিত্ত।

৫। আট প্রকার কুশল বিপাক অহেতুক চিত্ত।

৬। তিন প্রকার ক্রিয়া অহেতুক চিত্ত

৭। আট প্রকার শোভন কামাবচর কুশল চিত্ত।

৮। আট প্রকার শোভন কামাবচর বিপাক চিত্ত।

৯। আট প্রকার শোভন কামাবচর ক্রিয়া চিত্ত।

১। আট প্রকার লোভ চিত্তের পরিচয় ঃ

এই আট প্রকার চিত্তের মধ্যে চুরি, ব্যভিচার, ইত্যাদি অকুশল ক্রিয়াদিতে প্রবল লোভ বেশী থাকায় ইহাদেরকে বলা হয়, অষ্ট লোভমূলক অকুশল চিত্ত। ইহারা লোভ ও মোহ এই দুই অকুশল হেতু লাভ করে বলিয়া দ্বিহেতুক চিত্ত নামে পরিচিত।

(১) এই চিত্তটি সৌমনস্য-বেদনার সহিত মিথ্যা দৃষ্টি যুক্ত অবস্থায় পরের উত্তেজনা ছাড়া নিজের হেতুতে উৎপত্তি হইয়া চুরি, ব্যভিচার, ইত্যাদি যে কোন অকুশল ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে। ইহাকে এক প্রকার "সৌমনস্য সহগত দৃষ্টিগত সম্প্রযুক্ত অসাংস্কারিক চিত্ত" বলে।

(২) চিত্ত ইহা সৌমনস্য বেদনার সহিত মিথ্যাদৃষ্টি যুক্ত অবস্থায় অন্যের উৎসাহে উৎপত্তি হইয়া চুরি, ব্যভিচার ইত্যাদি যে কোন পাপ কর্ম সম্পাদন করিয়া চলিয়া যায়। ইহাকে একপ্রকার "সৌমনস্য সহগত দৃষ্টিগত সম্প্রযুক্ত সসাংস্কারিক চিত্ত" বলে।

(৩) এই চিত্তটি সৌমনস্য বেদনার সহিত মিথ্যাদৃষ্টি যুক্ত অবস্থায় অপরের প্ররোচনা ব্যতীত স্বীয় কারণে উৎপত্তি হইয়া চুরি, ব্যভিচার ইত্যাদি যে কোন অকুশল ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া গমন করে। ইহাকে বলে "সৌমনস্য সহগত দৃষ্টিগত বিপ্রযুক্ত অসাংস্কারিক চিত্ত"।

(৪) চিত্ত ইহা সৌমনস্য বেদনার সহিত মিথ্যাদৃষ্টি যুক্ত অবস্থায় পরের উত্তেজনা দ্বারা উৎপত্তি হইয়া যে কোন পাপ কর্ম সম্পাদন করিয়া প্রস্থান করে। ইহাকে এক প্রকার "সৌমনস্য সহগত দৃষ্টিগত বিপ্রযুক্ত সসাংস্কারিক চিত্ত" বলে।

(৫) এই চিত্তটি উপেক্ষা বেদনার সহিত মিথ্যাদৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত হইয়া পরের উত্তেজনা ছাড়া নিজের হেতু দ্বারা উৎপত্তি হইয়া যে কোন অকুশল ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া চলিয়া যায়। ইহাকে বলা হয় "উপেক্ষা সহগত দৃষ্টিগত সম্প্রযুক্ত অসাংস্কারিক চিত্ত"।

(৬) এই চিত্তটি উপেক্ষা বেদনার সহিত মিথ্যাদৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় অপরের উত্তেজনা দ্বারা উৎপত্তি হইয়া যে কোন পাপ কর্ম সম্পাদন করিয়া প্রস্থান করে। ইহাকে বলে "উপেক্ষা সহগত দৃষ্টিগত সম্প্রযুক্ত সসাংস্কারিক" চিত্ত।

(৭) চিত্ত ইহা উপেক্ষা বেদনার সহিত মিথ্যা দৃষ্টি রহিত অন্যের উৎসাহ ছাড়া আপন হেতুতে উদয় হইয়া যে কোন পাপ ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া চলিয়া যায়। ইহাকে এক প্রকার "উপেক্ষা সহগত দৃষ্টিগত বিপ্রযুক্ত অসাংস্কারিক চিত্ত" বলে।

(৮) এই চিত্তটি উপেক্ষা বেদনার সহিত মিথ্যাদৃষ্টি যুক্ত অবস্থায় পরের উৎসাহে উৎপত্তি হইয়া যে কোন অকুশল কর্মাদি সম্পাদন করিয়া চলিয়া যায়। ইহাকে "উপেক্ষা সহগত দৃষ্টিগত বিপ্রযুক্ত সসাংস্কারিক চিত্ত" বলে।

২। দুই প্রকার দ্বেষ চিত্তের পরিচয় ঃ

এই চিত্তগুলোতেই প্রাণী হত্যা, পুরুষ বাক্য ইত্যাদি অকুশল কর্ম সম্পাদনে প্রবল ক্রোধ বা প্রতিঘ থাকায় ইহারা দ্বেষ চিত্ত নামে অভিহিত। ইহারা দ্বেষ ও মোহ এই দুই অকুশল হেতু লাভ করিয়া থাকে।

(১) এই চিত্তটি দৌর্মনস্য বেদনার সতিত প্রতিঘ যুক্ত অবস্থায় অপরের উত্তেজনা ছাড়া আপন হেতুতে উৎপত্তি হইয়া প্রাণী-হত্যাদি যে কোন পাপ ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া গমন করে। ইহা এক প্রকার "দৌর্মনস্য সহগত প্রতিঘ সম্প্রযুক্ত অসাংস্কারিক চিত্ত বলে।

(২) চিত্ত ইহা দৌর্মনস্য বেদনার সহিত প্রতিঘযুক্ত অবস্থায় অন্যের উৎসাহে উৎপত্তি হইয়া প্রাণী হত্যাদি যে কোন অকুশল ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া চলিয়া যায়। ইহাকে বলে "দৌর্মনস্য সহগত প্রতিঘ সম্প্রযুক্ত সসাংস্কারিক চিত্ত"।

৩। দুই প্রকার মোহ চিত্তের পরিচয় ঃ

মোহ সকল প্রকার অকুশলচিত্তে বিদ্যমান হইলেও এই দুই চিত্তের মোহ প্রবল থাকায় ইহাদেরকে মোহ চিত্ত নামে কথিত হইয়াছে।

(১) এই চিত্তটি উপেক্ষা বেদনার সহিত বিচিকিৎসা চৈতসিকের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া যে কোন আলম্বনে দোলায়মান অবস্থায় থাকিয়া গমন করে। তাই ইহাকে "উপেক্ষা সহগত বিচিকিৎসা সম্প্রযুক্ত চিত্ত" বলে।

(২) এই চিত্তটি উপেক্ষা বেদনার সহিত ঔদ্ধত্য চৈতসিকের সঙ্গে একত্রিত হইয়া যে কোন আলম্বনে অস্থির বা চঞ্চলতা অবস্থায় থাকিয়া গমন করিতেছে। ইহাকে বলে "উপেক্ষা সহগত ঔদ্ধত্য সম্প্রযুক্ত চিত্ত।"

৪। সাত প্রকার অকুশল বিপাক অহেতুক চিত্তের পরিচয় ঃ

বিপাক অর্থে কুশলাকুশল কর্মের ফল বা অতীত কৃত কর্ম পরিপক্ক হইয়া ফল প্রদান করার নাম বিপাক। এই সাত প্রকার চিত্ত গুলোতে লোভ, দ্বেষ, মোহ, অলোভ, অদ্বেষ অমোহ কোন হেতু নাই বলিয়া ইহাদেরকে অহেতুক চিত্ত নামে কথিত হইয়াছে। অথবা উক্ত ছয়হেতু দ্বারা পরিচালিত হয় না বলিয়া ইহারা অহেতুক চিত্ত নামে অভিহিত। এই চিত্তগুলো ইন্দ্রিয়ের দ্বারে পতিত আলম্বন বেদনা অবস্থানুসারে ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে।

(১) উপেক্ষা বেদনার সহিত চক্ষুদ্বারে উৎপত্তি হইয়া গমন করিতেছে। ইহাকে বলে "উপেক্ষা সহগত চক্ষুবিজ্ঞান চিত্ত।"

(২) উপেক্ষা বেদনার সহিত শ্রোত্রদ্বারে উৎপত্তি হইয়া চলিতেছে। ইহাকে বলে "উপেক্ষা সহগত শ্রোত্র বিজ্ঞান চিত্ত।"

(৩) উপেক্ষা বেদনার সহিত ঘ্রাণ দ্বারে উৎপত্তি হইয়া গমন করে। ইহাকে বলে "উপেক্ষা সহগত ঘ্রাণ বিজ্ঞান চিত্ত"।

(৪) উপেক্ষা বেদনার সহিত জিহ্বা দ্বারে উৎপত্তি হইয়া চলিয়া যায়। ইহাকে বলে "উপেক্ষা সহগত জিহ্বা বিজ্ঞান চিত্ত।"

(৫) চিত্ত ইহা দুঃখ বেদনার সহিত কায়দ্বারে উৎপত্তি হইয়া চলিতেছে। ইহাকে বলে "দুঃখ সহগত কায়বিজ্ঞান চিত্ত"।

(৬) উপেক্ষা বেদনার সহিত সম্প্রতীচ্ছন চিত্ত চক্ষু বিজ্ঞানাদি পঞ্চ বিজ্ঞানে গৃহীত আলম্বনকে ভাল-মন্দ বিচার না করিয়া গ্রহণ করিয়া গমন করে। ইহাকে বলে "উপেক্ষা সহগত সম্প্রতীচ্ছন চিত্ত"।

(৭) উপেক্ষা বেদনার সহিত সন্তীরণ চিত্ত সম্প্রতীচ্ছন গৃহীত পঞ্চালম্বনাদি ভাল মন্দ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া গমন করিতেছে। ইহাকে "উপেক্ষা সহগত সান্তীরণ" চিত্ত বলে।

৫। আট প্রকার কুশল বিপাক অহেতুক চিত্তের পরিচয় ঃ

(১) এই চিত্তটি উপেক্ষা বেদনার সহিত চক্ষু দ্বারে উৎপত্তি হইয়া চলিতেছে। ইহাকে বলে "উপেক্ষা সহগত চক্ষুবিজ্ঞান চিত্ত"।

(২) উপেক্ষা বেদনার সহিত শ্রোত্র দ্বারে উৎপত্তি হইয়া গমন করিতেছে। ইহাকে বলে "উপেক্ষা সহগত শ্রোত্র বিজ্ঞান চিত্ত"।

(৩) উপেক্ষা বেদনার সহিত ঘ্রাণ দ্বারে উৎপত্তি হইয়া প্রস্থান করে। ইহাকে বলে "উপেক্ষা সহগত ঘ্রাণ বিজ্ঞান চিত্ত"।

(৪) উপেক্ষা বেদনার সহিত জিহ্বা দ্বারে উৎপত্তি হইয়া গমন করিতেছে। ইহাকে বলে "উপেক্ষা সহগত জিহ্বা বিজ্ঞান চিত্ত।"

(৫) এই চিত্তটি সুখ বেদনার সহিত কায়দারে উৎপত্তি হইয়া গমন করিতেছে, তাই ইহাকে বলে "সুখ সহগত কায়বিজ্ঞান চিত্ত।"

(৬) উপেক্ষা বেদনার সহিত সম্প্রতীচ্ছন চিত্ত চক্ষুবিজ্ঞানাদি পঞ্চবিজ্ঞানে গৃহীত আলম্বনকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করিয়া চলিয়া যাইতেছে। ইহাকে বলে "উপেক্ষা সহগত সম্প্রতীচ্ছন চিত্ত।"

(৭) সৌমনস্য বেদনার সহিত সন্তীরণ চিত্ত সম্প্রতীচ্ছন গৃহীত পঞ্চালম্বনাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া গমন করিতেছে। ইহাকে এক প্রকার "সৌমনস্য সহগত সন্তীরণ চিত্ত" বলে।

(৮) উপেক্ষা বেদনার সহিত সন্তীরণ চিত্ত সম্প্রতীচ্ছন চিত্ত গৃহীত পঞ্চালম্বনাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া চলিতেছে। ইহাকে বলে "উপেক্ষা সহগত সন্তীরণ চিত্ত"।

৬। তিন প্রকার ক্রিয়া অহেতুক চিত্তের পরিচয় ঃ

এখানে ক্রিয়া বলিতে বুঝায় শুধু ক্রিয়া মাত্র, কর্ম পর্যায়ে পড়ে না। ক্রিয়া অছে বটে, কিন্তু ইহার বিপাক পরিণতি বা কর্মের ফল নাই। এই জন্য ইহাকে বলা হয় অহেতুক ক্রিয়া চিত্ত।

(১) এই চিত্তটি উপেক্ষা বেদনার সহিত পঞ্চ-দ্বারা-বর্তন চিত্ত ভবাঙ্গ স্রোত ছিন্ন করিয়া পঞ্চদ্বারে উৎপত্তি আলম্বনে আবর্তিত হইয়া বীথি ভ্রমণ করিয়া চলিতেছে। ইহা এক প্রকার "উপেক্ষা সহগত পঞ্চদ্বারাবর্তন চিত্ত"।

(২) উপেক্ষা বেদনার সহিত মনোদ্বারা-বর্তন চিত্ত মনোদ্বারে আবর্তিত হইয়া গমন করিতেছে। ইহাকে বলে "উপেক্ষা সহগত মনোদ্বারাবর্তন চিত্ত"।

(৩) সৌমনস্য বেদনার সহিত হাসিতোৎপাদ চিত্ত হাসিতোৎপত্তি করিয়া চলিতেছে। ইহাকে বলে "সৌমনস্য সহগত হাসিতোৎপাদ চিত্ত।"

টীকা ঃ

সম্প্রতীচ্ছন চিত্ত ঃ- চক্ষুবিজ্ঞানাদি পঞ্চবিজ্ঞানে গৃহীত পঞ্চালম্বনকে ভাল-মন্দ বিচার না করিয়া গ্রহণ করাকে "সম্প্রতীচ্ছন চিত্ত" বলে।

সন্তীরণ চিত্ত ঃ- সম্প্রতীচ্ছন গৃহীত পঞ্চালম্বনাদি ভাল-মন্দ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া দেখার স্বভাবকে "সন্তীরণ" চিত্ত বলে।

পঞ্চদ্বারা বর্তন চিত্ত ঃ- যেই চিত্ত ভবাঙ্গ স্রোত ছিন্ন করিয়া পঞ্চদ্বারে উৎপত্তি যে কোন আলম্বনে আবর্তিত হইয়া বীথি ভ্রমণ করে, তাহাকে "পঞ্চদ্বারা-বর্তন" চিত্ত বলে।

মনো দ্বারা বর্তন চিত্ত ঃ- যেই চিত্ত মনোদ্বারের আলম্বনকে লক্ষ্য করিয়া মনোদ্বারে আবর্তিত হয় সেই চিত্ত আবর্তনকে বলা হয় "মনোদ্বারা-বর্তন" চিত্ত।

হাসিতোৎপাদ চিত্ত ঃ- যেই চিত্ত হাঁসি উৎপাদন করিয়া থাকে, তাহাকে "হাসিতোৎপাদ" চিত্ত বলে। তবে এখানে যেই হসিত কথা উল্লেখ হইয়াছে, এই হাঁসি শুধু অরহৃত মহাপুরুষদের হইয়া থাকে।

৭। আট প্রকার শোভন কামাবচর কুশল চিত্তের পরিচয় ঃ

শোভন অর্থ সুন্দর, সুদৃশ্য বুঝায়। তাই এখানে শ্রদ্ধাদি কুশল চৈতসিক সমাগমে যে সমস্ত চিত্ত উদয় হয়, তাহা অত্যন্ত সুন্দর সুদৃশ্য ও সুশোভন বলিয়া ইহাদেরকে বলা হয় শোভন কামাবচর কুশল চিত্ত। এই চিত্তগুলো দ্বিহেতুক ৪, ত্রিহেতুক ৪, কুশল হেতু লাভ করে।

(১) এই চিত্তটি সৌমনস্য বেদনার সহিত জ্ঞানযুক্ত অবস্থায় পরের উত্তেজনা ব্যতীত আপন হেতুর দ্বারা উৎপত্তি হইয়া দানাদি যে কোন পূণ্যক্রিয়া সম্পাদন করিয়া চলিয়া যাইতেছে। তাই ইহাকে বলে "সৌমনস্য সহগত জ্ঞান সম্প্রযুক্ত অসাংস্কারিক চিত্ত।"

(২) এই চিত্তটিও সৌমনস্য বেদনার সহিত জ্ঞানযুক্ত অবস্থায় অন্যের উৎসাহে উদয় হইয়া দানাদি যে কোন কুশল কর্ম সম্পাদন করিয়া গমন করিতেছে। ইহাকে একপ্রকার "সৌমনস্য সহগত জ্ঞান সম্প্রযুক্ত সসংস্কারিক চিত্ত" বলে।

(৩) চিত্ত ইহা সৌমনস্য বেদনার সহিত জ্ঞানহীন ভাবে পরের উত্তেজনা ব্যতীত স্বীয় হেতুতে উৎপত্তি হইয়া দানাদি যে কোন কুশল ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া যাইতেছে। ইহাকে বলা হয় "সৌমনস্য সহগত জ্ঞান বিপ্রযুক্ত অসাংস্কারিক চিত্ত"।

(৪) এই চিত্তটি সৌমনস্য বেদনার সহিত জ্ঞান রহিত অন্যের উৎসাহে উৎপত্তি হইয়া দানাদি যে কোন কুশল কর্ম সম্পাদন করিয়া গমন করিতেছে। ইহাকে বলে "সৌমনস্য সহগত জ্ঞান বিপ্রযুক্ত সসাংস্কারিক চিত্ত"।

(৫) চিত্ত ইহা উপেক্ষা বেদনার সহিত জ্ঞানযুক্ত অবস্থায় পরের প্ররোচনা ব্যতীত আপন ইচ্ছায় দানাদি যে কোন পূণ্যক্রিয়া সম্পাদন করিয়া চলিতেছে। ইহাকে বলে "উপেক্ষা সহগত জ্ঞান সম্প্রযুক্ত অসাংস্কারিক চিত্ত।"

(৬) এই চিত্তটি উপেক্ষা বেদনার সহিত জ্ঞানযুক্ত অবস্থায় অন্যের উত্তেজনাতে উদয় হইয়া দানাদি যে কোন কুশল কর্ম সম্পাদন করিয়া গমন করিতেছে। ইহাকে বলে "উপেক্ষা সহগত জ্ঞান সম্প্রযুক্ত সসাংস্কারিক চিত্ত।"

(৭) উপেক্ষা বেদনার সহিত জ্ঞান রহিত পরের উৎসাহ ব্যতীত নিজের হেতুতে উৎপত্তি হইয়া দানাদি যে কোন কুশল কর্ম সম্পাদন করিয়া চলিতেছে। ইহাকে একপ্রকার। উপেক্ষা সহগত জ্ঞান বিপ্রযুক্ত অসাংস্কারিক চিত্ত" বলে।

(৮) এই চিত্তটি উপেক্ষা বেদনার সহিত জ্ঞানহীন অবস্থায় অন্যের হেতুতে উদয় হইয়া দানাদি যে কোন পূণ্যক্রিয়া সম্পাদন করিয়া চলিয়া যায়। তাই ইহাকে "উপেক্ষা সহগত জ্ঞান বিপ্রযুক্ত সসাংস্কারিক চিত্ত" বলে।

৮। আট প্রকার শোভন কামাবচর বিপাক কুশল চিত্তের পরিচয় ঃ

বিপাক অর্থ কর্মের ফল বা যেই কুশলাকুশল কর্ম পরিপক্ক হইয়া জীবকে ফল প্রদান করিয়া থাকে। তাহাই বিপাক বা কর্মের পরিণাম বলে।
এই আট প্রকার বিপাক চিত্ত গুলোও পূর্বোক্ত আট প্রকার কুশল চিত্তের ন্যায় তাই সংক্ষেপে দেওয়া গেল।

(১) সৌমনস্য সহগত জ্ঞান সম্প্রযুক্ত অসাংস্কারিক চিত্ত
(২) সৌমনস্য সহগত জ্ঞান সম্প্রযুক্ত সসাংস্কারিক চিত্ত
(৩) সৌমনস্য সহগত জ্ঞান বিপ্রযুক্ত অসাংস্কারিক চিত্ত
(৪) সৌমনস্য সহগত জ্ঞান বিপ্রযুক্ত সসাংস্কারিক চিত্ত
(৫) উপেক্ষা সহগত জ্ঞান সম্প্রযুক্ত অসাংস্কারিক চিত্ত
(৬) উপেক্ষা সহগত জ্ঞান সম্প্রযুক্ত সসাংস্কারিক চিত্ত
(৭) উপেক্ষা সহগত জ্ঞান বিপ্রযুক্ত অসাংস্কারিক চিত্ত
(৮) উপেক্ষা সহগত জ্ঞান বিপ্রযুক্ত সসাংস্কারিক চিত্ত

৯। আট প্রকার শোভন কামাবচর ক্রিয়া চিত্তের পরিচয় ঃ

পূর্বে যে উল্লেখ করা হইয়াছে ক্রিয়া বলিতে শুধু ক্রিয়ামাত্রই বুঝায়। কিন্তু কর্মের পর্যায়ে পড়ে না। অর্থাৎ কর্মের ফল ভোগিতে হয় না বা কর্মফল প্রদান করে না এমন চিত্ত।
এই আট প্রকার ক্রিয়া চিত্ত গুলোতে পূর্বোক্ত আট প্রকার কুশল চিত্তের ন্যায়। এইজন্য সংক্ষেপে দেওয়া গেল।

(১) সৌমনস্য সহগত জ্ঞান সম্প্রযুক্ত অসাংস্কারিক চিত্ত
(২) সৌমনস্য সহগত জ্ঞান সম্প্রযুক্ত সসাংস্কারিক চিত্ত
(৩) সৌমনস্য সহগত জ্ঞান বিপ্রযুক্ত অসাংস্কারিক চিত্ত

(৪) সৌমনস্য সহগত জ্ঞান বিপ্রযুক্ত সসাংস্কারিক চিত্ত
(৫) উপেক্ষা সহগত জ্ঞান সম্প্রযুক্ত অসাংস্কারিক চিত্ত
(৬) উপেক্ষা সহগত জ্ঞান সম্প্রযুক্ত সসাংস্কারিক চিত্ত
(৭) উপেক্ষা সহগত জ্ঞান বিপ্রযুক্ত অসাংস্কারিক চিত্ত
(৮) উপেক্ষা সহগত জ্ঞান বিপ্রযুক্ত সসাংস্কারিক চিত্ত

পনের প্রকার রূপাবচর চিত্তের পরিচয় ঃ

রূপাবচর ভূমি মোট ষোলটি। এ ষোলটি ভূমিতে রূপাবচর চিত্তগুলো ধ্যানানুসারে উৎপত্তি বা জন্মলাভ করিয়া থাকে। তবে পাঁচটি ভূমি কেবল অনাগামী সত্ত্বদের জন্য। অবশিষ্ট এগারটি লৌকিক ধ্যান লাভি সত্ত্বদের। এই চিত্তগুলো আবার রূপাবচর কুশল চিত্ত, রূপাবচর বিপাকচিত্ত, ও রূপাবচর ক্রিয়াচিত্ত ভেদে তিনভাগে বিভক্ত।
যথা-
১। পাঁচ প্রকার রূপাবচর কুশল চিত্ত।
২। পাঁচ প্রকার রূপাবচর বিপাক চিত্ত
৩। পাঁচ প্রকার রূপাবচর ক্রিয়া চিত্ত।

১। পাঁচ প্রকার রূপাবচর কুশল চিত্তের পরিচয় ঃ

(১) বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ, একাগ্রতার সহিত রূপাবচর প্রথম ধ্যান কুশল চিত্ত।
(২) বিচার, প্রীতি, সুখ, একাগ্রতার সহিত রূপাবচর দ্বিতীয় ধ্যান কুশল চিত্ত।
(৩) প্রীতি সুখ, একাগ্রতার সহিত রূপাবচর, তৃতীয় ধ্যান কুশল চিত্ত।
(৪) সুখ একাগ্রতার সহিত রূপাবচর চতুর্থ ধ্যান কুশল চিত্ত।
(৫) উপেক্ষা একাগ্রতার সহিত রূপাবচর পঞ্চমধ্যান কুশল চিত্ত।

২। পাঁচ প্রকার রূপাবচর বিপাক চিত্তের পরিচয় ঃ

(১) বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ, একাগ্রতার সহিত রূপাবচর প্রথম ধ্যান বিপাক চিত্ত।
(২) বিচার, প্রীতি, সুখ, একাগ্রতার সহিত রূপাবচর দ্বিতীয় ধ্যান বিপাক চিত্ত।
(৩) প্রীতি, সুখ, একাগ্রতার সহিত রূপাবচর তৃতীয় ধ্যান বিপাক চিত্ত।
(৪) সুখ, একাগ্রতার সহিত রূপাবচর চতুর্থ ধ্যান বিপাক চিত্ত।
(৫) উপেক্ষা, একাগ্রতার সহিত রূপাবচর পঞ্চমধ্যান বিপাক চিত্ত।

৩। পাঁচ প্রকার রূপাবচর ক্রিয়া চিত্তের পরিচয় ঃ

(১) বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ, একাগ্রতার সহিত রূপাবচর প্রথম ধ্যান ক্রিয়া চিত্ত।
(২) বিচার, প্রীতি, সুখ, একাগ্রতার সহিত রূপাবচর দ্বিতীয় ধ্যান ক্রিয়া চিত্ত।

(৩) প্রীতি, সুখ, একাগ্রতার সহিত রূপাবচর তৃতীয় ধ্যান ক্রিয়া চিত্ত।
(৪) সুখ, একাগ্রতার সহিত রূপাবচর চতুর্থ ধ্যান ক্রিয়া চিত্ত।
(৫) উপেক্ষা একাগ্রতার সহিত রূপাবচর পঞ্চম ধ্যান ক্রিয়া চিত্ত।

বার প্রকার অরূপাবচর চিত্তের পরিচয় ঃ

সাধনার মাধ্যমে প্রবেশ করিতে হয় এই অরূপ লোকে। এখানে সত্ত্বদের রূপ (দেহ) উৎপত্তি হয় না বলিয়া অরূপাবচর ভূমি নামে অভিহিত। এখানে উৎপত্তি হওয়ার চারটি মার্গ। জাগতিক কামরূপাদি পরিত্যাগ করিয়া শুধু আকাশ অনন্ত। বিজ্ঞান অনন্ত। শূন্যতা ও নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা এই চারটি হইতে যেই কোন একটি ধ্যান পরিপূর্ণ লাভ হইলে তখনই এখান হইতে অত্যধিক দূরে অচল, অটল, স্থির, শান্ত, রূপবিহীন অরূপ ব্রহ্ম লোকে প্রার্দুভাব ঘটায়। তবে নির্বাণ মুক্তিকামী সাধকের ইহা লক্ষ্য নহে। কারণ ইহা হইতেও একদিন চ্যুত হইতে হয় বলিয়া তাহা অনিত্য। এই স্তরের চিত্তগুলো অরূপাবচর কুশল চিত্ত, অরূপাবচর বিপাক চিত্ত, ও অরূপাবচর ক্রিয়া চিত্ত ভেদে তিন ভাগে বিভক্ত। যথা-

১। চারি প্রকার অরূপাবচর কুশল ধ্যান চিত্ত।
২। চারি প্রকার অরূপাবচর বিপাক ধ্যান চিত্ত।
৩। চারি প্রকার অরূপাবচর ক্রিয়া ধ্যান চিত্ত।

১। চারিপ্রকার অরূপাবচর কুশল ধ্যান চিত্তের পরিচয় ঃ

(১) আকাশানন্তায়তন ধ্যানে সম্প্রযুক্ত কুশল চিত্ত।
(২) বিজ্ঞানানন্তায়তন ধ্যানে সম্প্রযুক্ত কুশল চিত্ত।
(৩) আকিঞ্চানায়তন ধ্যানে সম্প্রযুক্ত কুশল চিত্ত।
(৪) নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন ধ্যানে সম্প্রযুক্ত কুশল চিত্ত।

২। চারিপ্রকার অরূপাবচর বিপাক ধ্যান চিত্তের পরিচয় ঃ

(১) আকাশানন্তায়তন ধ্যানে সম্প্রযুক্ত বিপাক চিত্ত।
(২) বিজ্ঞানানন্তায়তন ধ্যানে সম্প্রযুক্ত বিপাক চিত্ত।
(৩) আকিঞ্চানায়তন ধ্যানে সম্প্রযুক্ত বিপাক চিত্ত।
(৪) নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন ধ্যানে সম্প্রযুক্ত বিপাক চিত্ত।

৩। চারি প্রকার অরূপাবচর ক্রিয়া ধ্যানে চিত্তের পরিচয় ঃ

(১) আকাশানন্তায়তন ধ্যানে সম্প্রযুক্ত ক্রিয়া চিত্ত।

(২) বিজ্ঞানানন্তায়তনের ধ্যানে সম্প্রযুক্ত ক্রিয়া চিত্ত।
(৩) আকিঞ্চনায়তন ধ্যানে সম্প্রযুক্ত ক্রিয়া চিত্ত।
(৪) নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন ধ্যান সম্প্রযুক্ত ক্রিয়া চিত্ত।
কামাবচর চুয়ান্ন, রূপাবচর পনের, ও অরূপাবচর চিত্ত বার, সর্বমোট একাশি প্রকার লৌকিক চিত্তের "বিজ্ঞান স্কন্ধ" বর্ণনা সমাপ্ত।

অকুশল সংগ্রহ ঃ

চৌদ্দ প্রকার অকুশল চৈতসিকের প্রকৃতি বা স্বভাব অনুসারে তাহাদের ভাগ করিয়া প্রকাশ করাকে অকুশল সংগ্রহ বলে। ইহারা কৃত্য অনুসারে নয় ভাগে বিভক্ত। যথা ঃ- ১। আসব, ২। ওঘ, ৩। যোগ, ৪। গ্রন্থি, ৫। উপাদান, ৬। নীবরণ, ৭। অনুশয়, ৮। সংযোজন, ৯। ক্লেশ।

১। আসব ঃ

আসব শব্দের অর্থ হইতেছে শোয়ান মদ বা মাদক দ্রব্য নেশা জাতীয় বিশেষ। কিন্তু এখানে লোভ, দ্বেষ, মোহে, আবৃত করিয়া জগতে সত্ত্বগণকে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পৃশ্য পঞ্চকাম গুণ তৃষ্ণায় জড়িত করিয়া পাগল উন্মত্ত ও মত্ততা করিয়া রাখে বলিয়া ইহাদেরকে আসব নামে অভিহিত করা হয়। আসব চারিপ্রকার যথা- (১) কামাসব (২) ভবাসব (৩) দৃষ্টাসব ও (৪) অবিদ্যাসব।

(১) কামাসব ঃ- পঞ্চকাম তৃষ্ণাদি জগতে সত্ত্বগণকে মুক্তি অন্তরায় ঘটাইয়া মত্ততা-পাগল করিয়া রাখে বলিয়া কামাসব নামে অভিহিত। চৈতসিক হিসাবে ইহা লোভ চৈতসিক, অনাগামীতে ধ্বংস হয়।

(২) ভবাসব ঃ- কামভব, রূপভব, ও অরূপভব, এই ত্রিবিধ ভব তৃষ্ণা জগতে সত্ত্বগণকে মুক্তি অন্তরায় করিয়া পাগল ও মত্ততা করিয়া রাখে বলিয়া ভবাসব নামে কথিত হয়। ইহাও লোভ চৈতসিক ছাড়া আর কিছু নয়, অরহত্ত্বে তাহা সম্পূর্ণ নির্মূল হয়।

(৩) দৃষ্টাসব ঃ- বাষট্টি প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি জগতে সত্ত্বগণকে বিপরীতভাবে দর্শন করাইয়া নানা ভ্রান্ত মতবাদ নিয়া মত্ততা ও উন্মত্ত করিয়া মুক্তি পথে বিঘ্ন ঘটায় বলিয়া দৃষ্টাসব বলা হইয়াছে। চৈতসিক হিসাবে ইহা দৃষ্টি চৈতসিক, স্রোতাপত্তিতে ইহা ধ্বংস হয়।

(৪) অবিদ্যাসব ঃ- অবিদ্যা সত্ত্বগণের জ্ঞান চক্ষুর উপরে আবৃত করিয়া চারিসত্য অজ্ঞাত রাখিয়া মুক্তি অন্তরায় করিয়া মত্ততা ও পাগল করে রাখে বলিয়া অবিদ্যাসব নামে পরিচিত। ইহা সর্ব অকুশলের মূল মোহ চৈতসিক, অরহত্ত্বে ইহা সম্পূর্ণ বিলীন হয়।

২। ওঘ ঃ

ওঘ শব্দের অর্থ এখানে তৃষ্ণা মহাপ্লাবনকে বুঝাইতেছে। জগতে বন্যা মহাপ্লাবন হইলে যেমন মানুষের ঘরবাড়ী আসবাবপত্র পশু এমন কি মানুষও ভাঁসাইয়া ডুবাইয়া এদিক হইতে ওদিকে, ওদিক হইতে এদিকে নানা জায়গায় ভাঁসাইয়া ও ডুবাইয়া রাখে, তেমনি বিভিন্ন তৃষ্ণাদি জগতে সত্ত্বগণকে মুক্তি অন্তরায় করিয়া পুনঃ পুনঃ দুঃখের সংসারে ভাঁসাইয়া ও ডুবাইয়া নিম্ন ভবাগ্র হইতে উর্দ্ধ ভবাগ্র, উর্দ্ধ ভবাগ্র হইতে নিম্ন ভবাগ্র পর্যন্ত ঘূর্ণিপাকে পাক খাবাইয়া অন্তহীনভাবে অশেষ দুঃখ, যন্ত্রণা দিয়া রাখে বলিয়া তাহার নাম "ওঘ"। ওঘ চারি প্রকার। যথা- (১) কামোঘ (২) ভবোঘ (৩) দৃষ্টোঘ ও (৪) অবিদ্যোঘ।

(১) কামোঘ ঃ- রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পৃশ্য এই পঞ্চকামগুণ তৃষ্ণাদি জগতে সত্ত্বগণকে মুক্তি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়া কামতৃষ্ণা মহাপ্লাবনে ভাঁসাইয়াও ডুবাইয়া অন্তহীন ভাবে সংসারে দুঃখ যন্ত্রণা দিয়া রাখে বলিয়া কামোঘ নামে অভিহিত। ইহা অকুশল লোভ চৈতসিক, অনাগামীতে ধ্বংস হয়।

(২) ভবোঘ ঃ- কামভব, রূপভব ও অরূপভব এই ত্রিবিধ ভব তৃষ্ণাদি জগতে সত্ত্বগণকে মোক্ষের অন্তরায় ঘটাইয়া ভবতৃষ্ণা মহাপ্লাবনে ভাঁসাইয়া ও ডুবাইয়া নিম্নভবাগ্র হইতে উর্দ্ধ ভবাগ্র, উর্দ্ধ ভবাগ্র হইতে নিম্ন ভবাগ্র পর্যন্ত ঘূর্ণিপাকে পাক খাবাইয়া অশেষ দুঃখ, যন্ত্রণা দিয়া রাখে বলিয়া তাহার নাম ভবোঘ। ইহা চৈতসিক হিসাবে লোভ চৈতসিকে গণ্য, অরহত্ত্বে ধ্বংস হয়।

(৩) দৃষ্টোঘ ঃ- বাষট্টি প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি জগতে সত্ত্বগণকে বিপরীতভাবে দর্শন করাইয়া নানা ভ্রান্তমতে অটল রাখিয়া দুঃখের সংসারে নানা দুঃখ যন্ত্রণা দিয়া দৃষ্টি মহাপ্লাবনে ভাঁসাইয়া ও ডুবাইয়া রাখে বলিয়া দৃষ্টোঘ। ইহা অকুশল দৃষ্টি চৈতসিক, স্রোতাপত্তি মার্গে বিলীন হয়।

(৪) অবিদ্যোঘ ঃ- অবিদ্যা সত্ত্বগণের জ্ঞানচক্ষুর উপরে আবৃত করিয়া এবং চারি আর্য্য সত্য থেকে বঞ্চিত রাখিয়া দুঃখের সংসারে নানা দুঃখ দিয়া অবিদ্যা মহাপ্লাবনে ভাঁসাইয়া ও ডুবাইয়া মুক্তি অন্তরায় করিয়া রাখে বলিয়া অবিদ্যোঘ নামে অভিহিত। ইহা অকুশল মোহ চৈতসিক, অরহত্ত্বে সম্পূর্ণ নির্মূল হয়।

৩। যোগ ঃ

যোগ অর্থে বুঝায় মিলন-সন্ধি বা সংযুক্ত। এখানে জগতে সত্ত্বগণকে মুক্তি অন্তরায় করিয়া অতীত জন্মের সহিত বর্তমান, বর্তমান জন্মের সহিত ভবিষ্যৎ সংযুক্ত বা আবদ্ধ করিয়া রাখে বলিয়া যোগ নামে অভিহিত। অথবা সত্ত্বগণকে ভবযন্ত্রে যুক্ত করিয়া মুক্তি না দিয়া

দুঃখের সংসারে অন্তহীন ভাবে ঘুরাইয়া রাখে বলিয়া যোগ নামে পরিগণিত। যোগ চারি প্রকার। যথা- (১) কামযোগ (২) ভবযোগ (৩) দৃষ্টিযোগ ও (৪) অবিদ্যা যোগ।

(১) কামযোগ ঃ- রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পৃশ্য এই পঞ্চকাম বিষয়াদি জগতে সত্ত্বগণকে মুক্তি অন্তরায় করিয়া ভবচক্রে আবদ্ধ রাখিয়া নানা দুঃখ যন্ত্রণা দিয়া থাকে বলিয়া ইহা কাম যোগ নামে অভিহিত। ইহা লোভ চৈতসিক, অনাগামীতে ধ্বংস হয়।

(২) ভবযোগ ঃ- কামভব, রূপভব ও অরূপভব এই ত্রিবিধ ভবতৃষ্ণাদি জগতে সত্ত্বগণকে মুক্তি বিঘ্নিত করিয়া সংসার চক্রের সঙ্গে আবদ্ধ রাখিয়া নানা দুঃখ যন্ত্রণাদিয়া থাকে বলিয়া ভবযোগ নামে অভিহিত হয়। ইহা লোভ চৈতসিক, যাহা অরহত্ত্বে ধ্বংস হয়।

(৩) দৃষ্টিযোগ ঃ- বাষট্টি প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি সত্ত্বগণকে বিপরীতভাবে দর্শন করাইয়া এবং নানা ভ্রান্ত মতে অটল রাখিয়া ভবচক্রের সঙ্গে যুক্ত করিয়া পুনঃ পুনঃ দুঃখের সংসারে নানা দুঃখ যন্ত্রণা দিয়া রাখে বলিয়া ইহাকে দৃষ্টিযোগ বলা হয়। ইহা দৃষ্টি চৈতসিক যাহা স্রোত পত্তিতে ধ্বংস হয়।

(৪) অবিদ্যা যোগ ঃ- অবিদ্যা সত্ত্বগণের জ্ঞান চক্ষুর উপরে মেঘের ন্যায় আচ্ছাদিত করিয়া ও চারিসত্য থেকে বঞ্চিত রাখিয়া ভবচক্রে আবদ্ধ করিয়া পুনঃ পুনঃ নানা দুঃখ দিতে থাকে বলিয়া অবিদ্যা যোগ নামে অভিহিত। ইহা মোহ চৈতসিক, যাহা অরহত্ত্বে ধ্বংস হয়।

৪। গ্রন্থি ঃ

গ্রন্থি অর্থে গাঁট বা ঘিরা। কিন্তু এখানে হইতেছে অন্তরের গিরা নামকায়ের সংগে রূপাকায়ের সংযুক্ত গ্রন্থি। ইহা অতীত নামকায় রূপ কায়, বর্তমান নামকায় রূপাকায়, ও ভবিষ্যৎ নামকায় রূপকায়কে সংযুক্ত করিয়া ওতপ্রোতভাবে বাঁধিয়া রাখে। এই গ্রন্থি ছড়ানো বড় দুঃসাধ্য। গ্রন্থি চারি প্রকার। যথা - (১) অভিধ্যা কায়গ্রন্থি (২) ব্যাপাদ কায়গ্রন্থি (৩) শীলব্রত পরামর্শ কায়গ্রন্থি ও (৪) ইদা-সত্যাভিনিবেশ কায়গ্রন্থি।

(১) অভিধ্যা কায়গ্রন্থি ঃ অভিধ্যা অর্থ অতি লোভকে বুঝায়। জগতে সত্ত্বগণকে কাম্যবস্তুর প্রতি অভিধ্যা কায়গ্রন্থি দ্বারা এমন ভাবে বাঁধিয়া রাখে, তাহা ছড়ানো বড় দুঃসাধ্য। তাই ইহা অভিধ্যা কায়গ্রন্থি নামে অভিহিত। ইহা অকুশল লোভ চৈতসিক, অনাগামী মার্গে ধ্বংস হয়।

(২) ব্যাপাদ কায়গ্রন্থি ঃ ব্যাপাদ হইল প্রতিঘ বা বিদ্বেষ মনোভাব। জগতে সত্ত্বগণকে একে অপরের প্রতি আক্রোশ বা বিদ্বেষ মনোভাব বশে কলহ, বিগ্রহ, বাদ-বিবাদ, দন্ড ইত্যাদি দ্বারা গাঁট বা ঘিরা দিয়া বাঁধিয়া রাখে। এইজন্য ইহাকে বলা হয় ব্যাপাদ কায়গ্রন্থি। ইহা দ্বেষ চৈতসিক, যাহা অনাগামীতে ধ্বংস হয়।

(৩) শীতব্রত কায়গ্রন্থি ঃ মিথ্যাদৃষ্টির কারণে সত্ত্বদের এইরূপ ধারণা হয় যে, বুদ্ধ ধর্ম ব্যতীত অন্য তীর্থকদের ব্রত পালনের যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানে প্রকৃত দুঃখ মুক্তি থাকিতে পারে। ঈদৃশ মিথ্যা ধারনার কারণে গ্রন্থিতে জড়িত হয় বলিয়া ইহা শীল ব্রত পরামর্শ কায়গ্রন্থি নামে অভিহিত। ইহা দৃষ্টি চৈতসিক, যাহা স্রোতাপত্তিতে নির্মূল হয়।

(৪) ইদাসত্যাভিনিবেশ কায়গ্রন্থি ঃ ইহাও মিথ্যা দৃষ্টি থাকার দরুন স্বীয় ভ্রান্ত মতকে সারসত্য ভাবিয়া অপরের সমস্ত বাক্য মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেয়। ঈদৃশ ধারনার কারণে গ্রন্তিতে আবদ্ধ হয়। এইজন্য ইহাকে ইদাসত্যাভিনিবেশ কায়গ্রন্থি বলা হয়। ইহাও দৃষ্টি চৈতসিক, যাহা স্রোতাপত্তি মার্গে নির্মূল হয়।

৫। উপাদান ঃ

উপাদান অর্থ তৃষ্ণা বিষয়াদিতে প্রবলভাবে আকৃষ্ট হইয়া দৃঢ়ভাবে চিত্তে গ্রহণ করাকে উপাদান বলা হয়। অথবা মনের বুভূক্ষু উদ্দাম অতৃপ্তি বাসনা উপাদান নামে অভিহিত। প্রবল তৃষ্ণা থেকে উপাদানের সৃষ্টি। যাহার দ্বারা জগতে সত্ত্বগণ অতৃপ্তি অবস্থায় ভব-ভবান্তরে ঘুরিতেছে। সর্প যেমন ক্ষুধা নিবারনের জন্য নানা জায়গাতে ব্যাঙ খুঁজে, তেমনি উপাদান তৃষ্ণা বিষয়াদি সাধ মিটাবার জন্যে ভব-ভবান্তরে অন্বেষণ করিয়া থাকে। আর সমুদ্রে অক্টোপাস যেমন- তাহার শিকারিকে জড়ায়ই ধরিলে রেহায় দেয়না, তেমনি উপাদান জগতে সত্ত্বগণকে অক্টোপাশের মতো জড়াইয়া ধরিয়া মুক্তি দিতেছেনা। উপাদান চারি প্রকার- যথাঃ (১) কামুপাদান, (২) দৃষ্টপাদান, (৩) শীলব্রতুপাদান ও (৪) আত্মবাদুপাদান।

(১) কামুপাদান ঃ রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পৃশ্য এই পঞ্চকাম গুণ তৃষ্ণাদির প্রতি প্রবল আকৃষ্ট হওয়াই কামুপাদান। অথবা উক্ত পঞ্চবিষয়াদির প্রতি বুভূক্ষু মনের উদ্দাম বাসনাই কামুপাদান। বিশুদ্ধি মার্গানুযায়ী কাম্য বস্তুর প্রতি কামছন্দ, কামরাগ, কামনন্দ, কামতৃষ্ণা, কামস্নেহ, কামপরিদাহ, কামমুর্ছনা, ও কাম মগ্নতাই কামুপাদান নামে অভিহিত। ইহা অকুশল লোভ চৈতসিক, যাহা অনাগামীতে ধ্বংস হয়।

(২) দৃষ্টুপাদান ঃ বাষট্টি প্রকার মিথ্যা দৃস্টি থেকে শীলব্রতুপাদান ও আত্মবাদুপাদান ব্যতীত অবশিস্ট ষাট প্রকার মিথ্যা দৃষ্টিকে দৃষ্ঠুপাদান বলে। অথবা দান শীলাদি যে কোন পূণ্য ক্রিয়া

ফলাফলের প্রতি অবিশ্বাস। প্রাণী হত্যাদি যে কোন পাপক্রিয়া ফলাফলের প্রতি অবিশ্বাস। ঐহ্যিক- পারত্রিক কুশলা-কুশল ফলাফলের প্রতি অবিশ্বাস। পরকালের প্রতি বিশ্বাসহীনতা ইত্যাদি স্বীয় ভ্রান্ত মতে অটল থাকার দৃঢ় আসক্তিই দৃষ্ঠুপাদান নামে অভিহিত। চৈতসিক হিসাবে দৃষ্টি চৈতসিক, স্রোতাপত্তিতে নির্মূল হয়।

(৩) শীল ব্রতুপাদান ঃ মিথ্যা দৃষ্টির কারনে জগতে সত্ত্বগণ কেহ কেহ বিশ্বাস করিয়া থাকে, বুদ্ধ ধর্ম ব্যতীত অন্য শুস্ক আচার যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকৃত দুঃখ মুক্তি আছে। ঈদৃশ ভ্রান্তধারনা অন্তরে দৃঢ়ভাবে পোষণ করাই শীল ব্রতুপাদান নামে অভিহিত। ইহাও দৃষ্টি চৈতসিক, যাহা স্রোতাপত্তিতে নির্মূল হয়।

(৪) আত্মবাদুপাদান ঃ মিথ্যাদৃষ্টি দ্বারা আবৃত হইয়া জগতে সত্ত্বগণ, অশুচি, অপবিত্র, অসার, অনিত্য, দুঃখ অনাত্ম পঞ্চস্কন্ধকে সার, শুচি, পবিত্র, নিত্য, সুখ ও আত্মা জ্ঞানে পঞ্চস্কন্ধ প্রেমে মজিত হইয়া দৃঢ় আসক্তি ভাব উৎপন্ন করাকে আত্মবাদুপাদান বলা হয়। অথবা এই দেহ আমার, মনও আমার এই দেহ-মন নিয়া আমি বাঁচিয়া আছি, এবং এখানে আমার আত্মা আছে। এইরূপ আমিত্ব মমত্ববোধে নিমগ্ন হইয়া থাকা দৃঢ় আসক্তিই আত্মবাদুপাদান নামে উক্ত হয়। ইহা দৃষ্টি চৈতসিক, যাহা স্রোতাপত্তি মার্গে ধ্বংস হয়।

৬। নীবরণ ঃ

নীবরণ শব্দের অর্থ হইতেছে বাঁধা বা প্রতিবন্ধক। যে সমস্ত অকুশল চৈতসিকের দ্বারা চিত্তের কুশল সৎচিন্তাদি অর্থাৎ ধ্যান, সমাধি ও প্রজ্ঞা লাভের অন্তরায় ঘটে, তাহাই নীবরন। অথবা যাহা দ্বারা চিত্ত শ্রদ্ধাইন্দ্রিয়, বীর্য ইন্দ্রিয়, স্মৃতিইন্দ্রিয়, সমাধি ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞেইন্দ্রিয় লব্দ বর্ধিত হইতে পারেনা, এবং অলব্দ শ্রদ্ধাদি লাভ করিতে অক্ষম, তাহাই নীবরণ নামে অভিহিত। অভিধর্ম্মর্থ অনুযায়ী নীবরণ ছয় প্রকার হয়। যথা- (১) কামছন্দ, (২) ব্যাপাদ, (৩) স্ত্যানমিদ্ধ, (৪) ঔদ্ধত্য-কৌকৃত, (৫) বিচিকিৎসা ও (৬) অবিদ্যা নীবরন।

(১) কামছন্দ ঃ কামছন্দ অর্থ কামভোগের ইচ্ছা। এই কামরাগ ঘন ঘন চিত্তে উদিত হইয়া সৎ চিন্তাদি- ধ্যান, সমাধি, ও প্রজ্ঞালাভের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে বলিয়া কামছন্দ নীবরণ। অথবা রূপ, শব্দ, গন্ধ রস ও সম্পৃশ্য এই পঞ্চালম্বনে চিত্তকে আকৃষ্ট রাখিয়া কুশল সৎচিন্তাদি লাভের অন্তরায় ঘটায় বলিয়া কামছন্দ নীবরণ নামে কথিত হয়। এই কামছন্দ চিত্তে আবির্ভাব হইলে একাগ্রতা বিনষ্ট হয়, এবং চিত্ত নানা আলম্বনে জড়িত হইয়া উপভোগ করিতে থাকে। চৈতসিক হিসাবে ইহা লোভ চৈতসিক, যাহা অনাগামীতে ধ্বংস হয়।

(২) ব্যাপাদ ঃ ব্যাপাদ অর্থ হইতেছে পরের অনিষ্টকর কামনা বা বিদ্বেষ মনোভাব। ব্যাপাদ চিত্তে উদয় হইলে চিত্তকে সর্ব্বদা দৌর্মনস্য গ্রস্ত রাখে। এবং লব্ধ কুশল সৎচিন্তাদি বর্ধিত হইতে দেয়না, আর অলব্দ কুশল- সৎচিন্তা লাভের বিঘ্ন ঘটায়। এইজন্য ইহাকে ব্যাপাদ নীবরণ নামে গণ্য করা হয়। ইহা দ্বেষ চৈতসিক, অনাগামীতে ধ্বংস হয়।

(৩) স্ত্যান-মিদ্ধ ঃ স্ত্যান-মিদ্ধ হইতেছে চিত্ত ও চৈতসিকের অবসাদ, গ্লানি, নিরুদ্যম ও অলসতাকে বুঝায়। এই স্ত্যান-মিদ্ধের কৃত হইতেছে চিত্ত এবং চৈতসিক গুলোকে সৎকর্মে ব্যাধিক্লিষ্ট দুর্বল হস্তের ন্যায় অনুৎসাহ ও অকর্মণ্য করিয়া ফেলা। তাই ইহাদের দ্বারা চিত্তের ধ্যান, সমাধি, ও প্রজ্ঞা লাভের অন্তরায় ঘটে বলিয়া ইহারা স্ত্যান-মিদ্ধ নীবরণ নামে অভিহিত। স্ত্যান-মিদ্ধ দুই চৈতসিক, অরহত্বে ধ্বংস হয়।

(৪) ঔদ্ধত্য-কৌকুত্য ঃ চিত্তের চঞ্চলতা আর চিত্তের খেদ ভাবকে ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য বুঝায়। এই ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য চিত্তে উৎপত্তি হইলে সর্বদা দৌমর্নস্য অশান্তি ও অনুতাপ-অনুশোচনা আনয়ন করে। অতএব যাহার ফলে চিত্ত লব্দ কুশল সৎচিন্তা বৃদ্ধি করিতে পারেনা এবং অলব্দ কুশল সৎচিন্তা আনয়ন করিতে অক্ষম। এইজন্য চিত্তের উন্নতি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে বলিয়া ইহা ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য নীবরণ নামে গণ্য। এই দুই চৈতসিক অরহত্বে ধ্বংস হয়।

(৫) বিচিকিৎসা ঃ যে কোন সৎ কর্মাদি করিবার সময় চিত্তে সংশয় বা দ্বিমত হওয়া ভাবই বিচিকিৎসা। ইহা চিত্তকে আলম্বণে দোদুল্যমান অবস্থায় রাখার স্বভাব। তাই ইহা দ্বারা চিত্ত লব্ধ কুশল- সৎচিন্তাদি বর্ধিত করিতে পারে না, এবং অলব্দ কুশল আনয়ন করিতে অক্ষম হয়। এইজন্য বিচিকিৎসা নীবরণ নামে কথিত। চৈতসিক হিসাবে ইহা বিচিকিৎসা চৈতসিক, স্রোতাপত্তি মার্গে নির্মূল হয়।

(৬) অবিদ্যা ঃ অবিদ্যা অর্থ চারি আর্য সত্যকে জানতে দেয়না বলিয়া অবিদ্যা। অথবা চারি আর্য্য সত্যকে আবৃত করে রাখে বলিয়া অবিদ্যা। ইহা চিত্তকে আলম্বনে মুহ্যমান মোহগ্রস্ত করিয়া রাখে। যাহার ফলে চিত্ত হিতাহিত জ্ঞান শুন্য হইয়া কুশল সৎচিন্তা ও মোক্ষ প্রাপ্তির অন্তরায় ঘটে। এই কারণে অবিদ্যা নীবরণ নামে গণ্য হয়। চৈকসিক হিসাবে ইহা মোহ চৈতসিক, অরহত্বে সম্পূর্ণ বিলীন হয়।

৭। অনুশয় ঃ

অনুশয় অর্থ এখানে অনুশয়ন করে বলিয়া অনুশয়। ইহা সুপ্ত অকুশল চৈতসিক চিত্ত প্রবাহে প্রচ্ছন্ন থাকে। যদি কোন অনুরাগের আলম্বনের দ্বারা হেতু প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে জাগিয়া উঠে সুপ্ত আহত বিষধর সর্পের ন্যায়। এই অনুশয় চৈতসিক চিত্ত প্রবাহে লুকায়িত বা সুপ্ত

থাকে বলিয়া অনুশয় নামে অভিহিত। অনুশয় সাত প্রকার। যথা- (১) কামারাগানুশয়, (২) ভবরাগানুশয়, (৩) প্রতিঘানুশয়, (৪) মানানুশয়, (৫) দৃষ্টি অনুশয়, (৬) বিচিকিৎসানুশয় ও (৭) অবিদ্যানুশয়।

(১) কামরাগানুশয় ঃ রূপাদি পঞ্চকামগুণ তৃষ্ণা চিত্ত প্রবাহে সুপ্ত থাকিয়া মাঝে মধ্যে আলম্বনের হেতু প্রাপ্ত হইলে চিত্তে উদয় হয়, এবং অনুরূপ আরম্বনের প্রতি আকৃষ্ট থাকে। এইজন্য ইহা কামরাগানুশয় নামে অভিহিত। ইহা লোভ চৈতসিক, অনাগামীতে নির্মূল হয়।

(২) ভবরাগানুশয় ঃ ত্রিবিধ ভবতৃষ্ণা চিত্ত প্রবাহে লুকায়িত থাকিয়া মাঝে মধ্যে হেতু প্রাপ্ত হইলে চিত্তে দেখা দেয়, এবং চিত্ত ত্রিবিধ তৃষ্ণার প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাই ইহা ভবরাগানুশয় নামে কথিত হয়। ইহা লোভ চৈতসিক, অরহত্বে ধ্বংস হয়।

(৩) প্রতিঘানুশয় ঃ প্রতিঘ বা ব্যাপাদ চিত্ত-প্রবাহে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া যদি অপ্রিয়, অমনোজ্ঞ, আলম্বনের দ্বারা হেতু প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে জাগিয়া উঠে সুপ্ত বিষধর সর্পের ন্যায়। এবং আলম্বনের প্রতি অনিস্ট সাধনে নিমগ্ন থাকে। এইজন্য ইহা প্রতিঘানুশয় নামে উক্ত হয়। ইহা দ্বেষ চৈতসিক, অনাগামীতে ধ্বংস হয়।

(৪) মানানুশয় ঃ শ্রেষ্ঠ, সদৃশ, ও হীন এই ত্রিবিধ মান চিত্ত প্রবাহে লুকায়িত থাকিয়া যদি আলম্বনের দ্বারা হেতু প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে চিত্তে আবির্ভাব ঘটে। এবং তখন নিজেকে অন্যের সহিত তুলনা করিতে তাকে। তাই ইহাকে মানানুশয় নামে অভিহিত। ইহা অরহত্বে ধ্বংস হয়।

(৫) দৃস্টি অনুশয় ঃ বাষট্টি প্রকার মিথ্যা দৃষ্টি সমূহ চিত্ত প্রবাহে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকিয়া মাঝে মধ্যে আলম্বনের হেতু প্রাপ্ত হইয়া চিত্তে দেখা দেয়। এবং তখন নানা ভ্রান্ত মতে চিত্তকে অটল রাখিয়া অপরের সমস্ত মতবাদ মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেয়। এইজন্য ইহা দৃস্টি অনুশয় নামে উক্ত হয়। ইহা স্রোতাপত্তিতে নির্মূল হয়।

(৬) বিচিকিৎসা অনুশয় ঃ সংশয় বা সন্দেহ চিত্ত প্রবাহে সুপ্ত অবস্থায় থাকিয়া মাঝে মধ্যে আলম্বনের দ্বারা হেতু প্রাপ্ত হইলে চিত্তে জাগিয়া উঁঠে। এবং তখন চিত্তকে আলম্বনে দোদুল্যমান অবস্থায় রাখে। তাই ইহা বিচিকিৎসা অনুশয় নামে পরিচিত। ইহা স্রোতাপত্তিতে নির্মূল হয়।

(৭) অবিদ্যানুশয় ঃ অবিদ্যা চিত্তের প্রবাহে সুপ্ত অবস্থায় থাকিয়া আলম্বনের হেতু প্রাপ্ত হইয়া চিত্তে জাগিয়া উঁঠে। এবং জ্ঞানচক্ষুর উপরে আচ্ছন্ন করিয়া চিত্তকে চারি সত্য থেকে বঞ্চিত রাখে। এইজন্য ইহা অবিদ্যানুশয় নামে অভিহিত। চৈতসিক হিসাবে ইহা মোহ চৈতসিক, অরহত্বে সম্পূর্ণ বিলীন হয়।

৮। সংযোজন ঃ

সংযোজন অর্থ হইতেছে যোগসাধন বা সংযুক্ত করা। তাই এখানে সত্ত্বগণকে মুক্তি বিঘ্ন ঘটাইয়া ভবচক্রে আবদ্ধ করিয়া রাখে বলিয়া সংযোজন। এই অকুশল সংযোজন সত্ত্বগণকে এমনবাবে সংসার চক্রে যোগসাধন বা সংযুক্ত করিয়া আবদ্ধ রাখে তাহা ছিড়া বা ছড়ানো বড় দুঃসাধ্য। এবং সত্ত্বগণকে ধরিয়া রাখিতে সক্ষম হয়। সংযোজন দশ প্রকার। যথা- সূত্রানুসারে (১) কামরাগ, (২) রূপরাগ, (৩) অরূপরাগ, (৪) প্রতিঘ, (৫) মান, (৬) দৃষ্টি, (৭) শীলব্রত পরামর্শ, (৮) বিচিকিৎসা (৯) ঔদ্ধতা ও (১০) অবিদ্যা সংযোজন।

"অভিধর্ম অনুসারে" যথা- (১) কামরাগ, (২) ভবরাগ, (৩) প্রতিঘ, (৪) মান, (৫) দৃষ্টি, (৬) শীলব্রত পরামর্শ, (৭) ঈর্ষা, (৮) মাৎসর্য্য (৯) বিচিকিৎসা ও (১০) অবিদ্যা সংযোজন।

(১) কামরাগ ঃ রূপাদি পঞ্চকাম তৃষ্ণাদি জগতে সত্ত্বগণকে মুক্তি বিঘ্নিত করিয়া সুখ ভোগের কামনা-বাসনা দ্বারা ভবচক্রে সংযুক্ত করিয়া রাখে বলিয়া কামরাগ সংযোজস নামে অভিহিত। ইহা লোভ চৈতসিক, অনাগামীতে ধ্বংস হয়।

(২) ভবরাগ ঃ কামভব, রূপভব ও অরূপভব যেই কোনটি ভবের প্রতি জন্ম অভিলাষই ভবতৃষ্ণা বা ভবরাগ বুঝায়। এই ভবতৃষ্ণা জগতে সত্ত্বগণকে মুক্তি অন্তরায় করিয়া ভবচক্রের সংগে আবদ্ধ করিয়া রাখে বলিয়া ভবরাগ সংযোজন নামে অভিহিত। ইহাও লোভ চৈতসিক, অরহত্বে ধ্বংস হয়।

(৩) প্রতিঘ ঃ অপরের প্রতি বিদ্বিষ্ট চিন্তা বা ক্রোধকে প্রতিঘ বুঝায়। এই প্রতিঘ সত্ত্বগণকে একে অন্যের প্রতি কলহ, বিগ্রহ, বিভিন্ন বিদ্বিষ্ট চিন্তা মগ্নতার দরুন সংসার চক্রে আবদ্ধ করিয়া রাখে। এই জন্য ইহাকে প্রতিঘ সংযোজন বলা হয়। ইহা দ্বেষ চৈতসিক, অনাগামীকে নির্মূল হয়।

(৪) মান ঃ অহং বা অহমিকাকে মান বুঝায়। শ্রেষ্ঠ, সদৃশ, ও হীন, এই ত্রিবিধ মানের দ্বারা সত্ত্বগণকে ভবচক্রে আবদ্ধ করিয়া মুক্তি দেয় না বলিয়া মান সংযোজন নামে অভিহিত। ইহা মান চৈতসিক, অরহত্বে ধ্বংস হয়।

(৫) দৃষ্টি ঃ বাষট্টি প্রকার মিথ্যা দৃষ্টি সত্ত্বগণকে বিপরীত দর্শন করাইয়া এবং নানা ভ্রান্তমতে অটল রাখিয়া সংসার চক্রে আবদ্ধ করিয়া মুক্তি অন্তরায় সৃষ্টি করে বলিয়া দৃষ্টি সংযোজন নামে পরিগণিত। ইহা দৃষ্টি চৈতসিক, স্রোতাপত্তি মার্গে নির্মূল হয়।

(৬) শীলব্রত পরামর্শ ঃ মিথ্যা দৃষ্টি বশতঃ কোন কোন স্বত্ত্বগণ বুদ্ধ ধর্ম ব্যতীত অন্য শুষ্ক আচার যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানে মোক্ষপ্রাপ্তি আছে ধারনায় ভবচক্রে সংযুক্ত করিয়া আবদ্ধ রাখে। ঈদৃশ ধারনাই শীলব্রত পরামর্শ সংযোজন নামে গণ্য। ইহা দৃষ্টি চৈতসিক, স্রোতাপত্তি আর্য্য মার্গে বিলীন হয়।

(৭) ঈর্ষা ঃ পরশ্রীকাতরতাই ঈর্ষা বুঝায়। অপরের সম্মান, গৌরব, যশকীর্তি, সুখ সমৃদ্ধিতে ক্ষোভ করা ইহার স্বভাব। এবং পরের অমঙ্গল, বিপদ, দুঃখ ইদ্যাদি কামনা ইহার আকার। তাই ঈদৃশ কামনার দরুন সত্ত্বগণকে ভবচক্রে সংযোগ করিয়া আবদ্ধ রাখে। এইজন্য ইহা ঈর্ষা সংযোজন নামে অভিহিত। এই ঈর্ষা চৈতসিক, স্রোতাপত্তিতে ধ্বংস হয়।

(৮) মাৎসর্য্য ঃ কৃপনতাকে মাৎসর্য্য বুঝায়। কৃপনতা সত্ত্বগণের চিত্তকে সঙ্কুচিত রাখিয়া বদান্যতা, উদারতা-মহত্ব ও মহত্ত্বর হইতে দেয়না। এবং কৃপনতা দ্বারা সংসার চক্রে সংযুক্ত করিয়া আবদ্ধ রাখে। এইজন্য ইহা মাৎসর্য্য সংযোজন নামে খ্যাত।

(৯) বিচিকিৎসা ঃ সংশয় বা সন্দেহকে বিচিকিৎসা বুজায়। অথবা অতীত, অনাগত ও বর্তমান স্বীয় পঞ্চস্কন্ধের প্রতি ষোল প্রকার সংশয় উৎপত্তি হওয়াকে বিচিকিৎসা বুঝায়। উক্ত ষোল প্রকার সংশয়গুলি সত্ত্বগনকে মোক্ষের বিঘ্ন ঘটায়া ভবচক্রের সঙ্গে সংযোগ করিয়া আবদ্ধ রাখে। এইজন্য বিচিকিৎসা সংযোজন নামে পরিচিত।

(১০) অবিদ্যা ঃ চারি সত্যকে জানিতে, দেখিতে দেয়া বলিয়া অবিদ্যা। অথবা জ্ঞান চক্ষুর উপরে আবরণ টানিয়া ঢাকিয়া রাখে বলিয়া অবিদ্যা। এই অবিদ্যা সত্ত্বগণকে হিতাহিত জ্ঞান শূণ্য করিয়া ভবচক্রে সংযোগ আবদ্ধ রাখে বলিয়া অবিদ্যা সংযোজন নামে কথিত হয়।

৯। ক্লেশ ঃ

ক্লেশ অর্থ হইতেছে যাহা দ্বারা চিত্ত স্বচ্ছ, নির্মল, নির্দোষ, নিষ্পাপ ও পবিত্রতা নষ্ট হইয়া আবিল, দোষযুক্ত, পাপ ও অপবিত্র হয় তাহাই ক্লেশ। অথবা যাহাদের দ্বারা চিত্ত বিবিধ পাপ ক্রিয়াদি করিয়া দোষযুক্ত হইয়া নানা অনুতাপ, দৌমর্নস্য, দুঃখ, কষ্ট ভোগ করিতে থাকে, তাহাই ক্লেশ। এই ক্লেশের কৃত্য হইতেছে চিত্তের সঞ্চিত পূর্ণ্যাদি বা সুখ-শান্তি বিনষ্ট করিয়া বিবিধ খেদ, দৌর্মনস্য, দুঃখ অশান্তি চিত্তে আনয়ন করা। ক্লেশ দশ প্রকার যথা- (১) লোভ, (২) দ্বেষ, (৩) মোহ, (৪) মান, (৫) দৃষ্টি, (৬) বিচিকিৎসা, (৭) স্ত্যান, (৮) ঔদ্ধতা, (৯) অহ্রী ও (১০) অনপত্রপা।
এই দশবিধ ক্লেশ চৈতসিক বর্ণনা সদৃশ।

কর্ম্মস্থান ঃ

কর্ম্মস্থান বলিতে বুঝায় সাধনা বা ভাবনাকে। অথবা ধ্যান, সমাধি, মার্গ ফল ইত্যাদি সুখ শান্তি লাভ করার পদ্ধতিকে কর্ম্মস্থান বুঝায়। কর্মস্থান-ভাবনা-সাধনা-ধ্যান-যোগ ইত্যাদি নামে ব্যাপক হইলেও কিন্তু আসলে একাত্মবোধক। চিত্তের আরম্মণ গ্রহণের ক্রমানুসারে শুধু ইহাদের আলাদা আলাদা নাম রাখা হইয়াছে। শীল বিশুদ্ধি, চিত্ত বিশুদ্ধি, ও প্রজ্ঞা আনয়ন করা ইহাদের কৃত্য। কর্ম্মস্থান প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। যথা- (১) সমথ কর্ম্মস্থান ও (২) বিদর্শন ভাবনা। যাহা চিত্তে নীবরনাদি ক্ষণিক উপশমক তাহা শমথ (লকিক) কর্মস্থান। আর যাহা দ্বারা জন্ম, মৃত্যু, দুঃখ অতীত চারিমার্গ, চারিফল প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ করিয়া অমৃতময় নির্বাণ রাজ্যে পৌঁছিয়া দেয়, তাহাই বিদর্শন বা লোকোত্তর সাধনা।

শমথ কর্ম্মস্থান ঃ

শমথ কর্ম্মস্থান চল্লিশটি ভাবনা নিয়া গঠিত। ইহাদের প্রধান বিভাগবশে আবার সাত ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা- (১) দশকৃৎস্ন, (২) দশ অশুভ, (৩) দশ অনুস্মৃতি, (৪) চারি অপ্রমেয়, (৫) এক সংজ্ঞা, (৬) এক ব্যবস্থান ও (৭) চারি অরূপ ধ্যান।

(১) দশ কৃৎস্ন ঃ যথা- পৃথিবী, আপ্, তেজ, বায়ু, নীল, পীত, লোহিত, অবদাত বা শ্বেত, আকাশ ও আলোকৃৎস্ন।

(২) দশ অশুভ ভাবনা ঃ মৃত দেহের দশ প্রকার বিকৃতি যে কোন একটি অবস্থা নিয়া ভাবনা করিতে হয়। যেমন- উর্ধ্ব স্ফীত, বিনীলক, পুঁজপূর্ণ, ছিদ্রীকৃত, বিখাদিত, বিক্ষিপ্ত, কর্তিত, রক্তাক্ত, কীটপূর্ণ ও অস্থিমাত্র।

(৩) দশ অনুস্মৃতি ভাবনা ঃ যথা- বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্ম্মানুস্মৃতি, সঙ্খানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি, দেবতানুস্মৃতি, উপশমানোস্মৃতি, মরনানুস্মৃতি, কায়গতানুস্মৃতি ও আনাপানানুস্মৃতি।

(৪) চারি অপ্রমেয় ভাবনা ঃ যথা- মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা।

(৫) একসংজ্ঞা ভাবনাঃ যথা- খাদ্য ভোজ্য বা আহারের প্রতি ঘৃণা উৎপন্ন করার সংজ্ঞাই এক সংজ্ঞা।

(৬) এক ব্যবস্থান ঃ যথা- পৃথিবী, আপ্, তেজ ও বায়ু এইচারি মহাভূতের সম্বন্ধে জ্ঞান উৎপন্ন করাই এক ব্যবস্থান ভাবনা।

(৭) চারি অরূপাবচর ভাবনাঃ যথা- আকাশানন্তায়তন, বিজ্ঞানানন্তায়তন, আকিঞ্চানায়তন ও নৈবসংজ্ঞা নাসংজ্ঞায়তন।

তিন প্রকার ভাবনা স্তর ঃ

যথা- (১) পরিকর্ম্ম ভাবনা স্তর (২) উপচার ভাবনা স্তর (৩) অপর্ণা ভাবনা স্তর।

(১) পরিকর্ম্ম ভাবনা স্তর ঃ কর্ম্মস্থানের প্রারম্ভে ভাবনাকে পরিকর্ম্ম ভাবনা স্তর বলা হয়। অথবা কর্ম্মস্থানে সূচনা হইতে উপচার নৈকট্য বা আগ পর্য্যন্ত ভাবনাকে বলা হয় পরিকর্ম্ম ভাবনা স্তর।

(২) উপচার ভাবনা স্তর ঃ কামছন্দাদি পঞ্চনীবরনের পৃথক সময় হইতে গোত্রভূ অবসান পর্যন্ত বাবনাকে বলা হয় উপচার ভাবনা স্তর। অথবা পরিকর্ম্ম ভাবনা স্তর শেষ হইতে অর্পণার নিকটবর্তী ভাবনাই উপচার ভাবনাস্তর নামে অভিহিত। এই উপচার সমাধি লাভ করিলে চিত্ত সাময়িক পঞ্চনীবরণ থেকে মুক্ত থাকে। কিন্তু উপচার সমাধি পাকাপোক্ত নহে, ইহা দুর্বল দুগ্ধ পোষ্য শিশুর ন্যায়। দুর্বল শিশুকে দাঁড় করাইলে যেমন দৌর্বল্য হেতুতে সে পড়িয়া যায়, তেমনি- উপাচার সমাধিও উৎপন্ন হইলে চিত্ত সময়ে নিমিত্তকে আশ্রয় করিয়া থাকে আবার সময়ে নিমিত্তকে হারিয়ে ফেলায়।

(৩) অপর্ণা ভাবনাস্তর ঃ ধ্যান প্রাপ্ত বা পরিপূর্ণ সমাধিকে অপর্ণা ভাবনা স্তর নামে কথিত হয়। এই পূর্ণাঙ্গ অপর্ণা সমাধি বলশালী যুবকের ন্যায় সাধক ইচ্ছা করিলে দিবারাত্রি ভবাঙ্গে অবতীর্ণ না হইয়া একালম্বনে স্থির থাকিতে সক্ষম হয়।

এই উক্ত ত্রিবিধ ভাবনা স্তরের মধ্যে চল্লিশ প্রকার সকল ভাবনাতে পরিকর্ম্ম ভাবনা স্তর লাভ করা যায়। বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্ম্মানুস্মৃতি, সঙ্খানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি, দেবতানুস্মৃতি, উপশমানুস্মৃতি, মরণানুস্মৃতি, এক সংজ্ঞা ও এক ব্যবস্থান এই দশটিতে অপর্ণা সমাধি ব্যতীত উপচার ভাবনা স্তর লাভ হইয়া থাকে। আর অবশিষ্ট ত্রিশটি সকল কর্ম্মস্থানে অপর্ণা ভাবনাস্তর বা অপর্ণা সমাধি লাভ করিতে সক্ষম। এই ত্রিশটি কর্ম্মস্থানের মধ্যে দশকৃৎস্ন ও আনাপান এ একাদশ ভাবনাতে প্রথম ধ্যান হইতে চতুর্থ ধ্যান পর্যন্ত লাভ হয়।

দশ অশুভ ও কায়গতানুস্মৃতি এ একাদশ ভাবনাতে কেবল প্রথম ধ্যান লাভ করা যায়। মৈত্রী, করুনা ও মুদিতা এ তিনটি ভাবনাতে প্রথম ধ্যান হইতে চতুর্থ ধ্যান পর্যন্ত লাভ হয়। উপেক্ষা ভাবনাতে শুধু পঞ্চম ধ্যান লাভ করা যায়। আর চতুর্থ অরূপ ভাবনা দ্বারা অরূপ চতুর্থ ধ্যান লাভ করিতে সক্ষম।

তিন প্রকার নিমিত্ত ঃ

যথা- (১) পরিকর্ম্ম নিমিত্ত (২) উদ্গ্রহ নিমিত্ত ও (৩) প্রতিভাগ নিমিত্ত।

(১) পরিকর্ম্ম নিমিত্ত ঃ ভাবনা কর্মের প্রথম আলম্বনকে পরিকর্ম্ম নিমিত্ত বলা হয়।

(২) উদ্গ্রহ নিমিত্ত ঃ গৃহীত আলম্বনাদি সাধকের মনশ্চক্ষুতে অস্পষ্টরূপে ভাঁসিয়া উঠিলে, তাহাকে উদ্গ্রহ নিমিত্ত বলে।

(৩) প্রতিভাগ নিমিত্ত ঃ সাধকের গৃহীত আলম্বনাদি প্রকৃষ্টরূপে মানস্‌পটে প্রতিভাত হইলে ইহাকে বলা হয়, প্রতিভাগ নিমিত্ত। এই প্রতিভাগ নিমিত্ত উপচার ও অপর্ণা সমাধিতে প্রবর্তিত হয়।

উক্ত চল্লিশ প্রকার ভাবনার মধ্যে দশ কৃৎস্নের বায়ুকৃৎস্ন ব্যতীত অবশিষ্ট নয়টি ও দশ অশুভ এ উনিশটি ভাবনাকে চক্ষু দ্বারা নিমিত্ত দর্শন করিয়া ভাবনা করিতে হয়।
কায়গতানুস্মৃতিকে কেশ, লোম, নখ, দন্ত ও ত্বক এই পাঁচটি দেখিয়া অবশিষ্ট আটাইশটিকে শুনিয়া নিমিত্ত গ্রহণ করিয়া ভাবনা করিতে হয়। আনাপান স্মৃতিকে নাসিকা বা ওষ্ঠাগ্রে স্পর্শের দ্বারা নিমিত্ত গ্রহণ করিয়া ভাবনা করিতে হয়। আর বায়ু কৃৎস্নকে দর্শন ও স্পর্শ দ্বারা নিমিত্ত গ্রহণ করিয়া ভাবনা করিতে হয়। উপরে উল্লেখিত কর্ম্মস্থানগুলো নিয়মানুযায়ী দর্শন, শ্রবন ও স্পর্শ করিয়া ভাবনা করিলে সাধকের পরিকর্ম্ম নিমিত্ত, উদ্‌গ্রনিমিত্ত, ও প্রতিভাগ নিমিত্ত, উৎপত্তি হইয়া থাকে। আবার এই চল্লিশ প্রকার ভাবনাগুলো চরিত্রানুযায়ী ভাবনা করিলে সাধকের অতিসহজে সাফল্য লাভ হয়। চরিত্র ছয় প্রকার ঃ-
যথা- (১) রাগ চরিত্র, (২) দ্বেষ চরিত্র, (৩) মোহ চরিত্র, (৪) শ্রদ্ধা চরিত্র, (৫) বুদ্ধি চরিত্র ও (৬) বিতর্ক চরিত্র।

চরিত্রের লক্ষণঃ

(১) রাগ চরিত্র ঃ রাগ চরিত্র ব্যক্তি সিগ্ধ ভোজন প্রিয় হয়। ভোজন কালীন অতি বড় গ্রাস ধরেনা এবং আস্বাদ করিতে করিতে আস্তে আস্তে ভোজন করে। কোন প্রকার আস্বাদনীয় খাদ্য পাইলে আনন্দিত হইয়া উঠে।

(২) দ্বেষ চরিত্র ঃ দ্বেষ চরিত্র ব্যক্তির অম্লরস যুক্ত খাদ্য প্রিয় হয়। ভোজনের সময় মুখগহ্বর পূর্ণ হয় মত গ্রাস করিয়া আস্বাদের কোন বিচার করেনা ও তাড়াতাড়ি ভোজন করে। আবার কোন প্রকার অরুচিকর খাদ্য পাইলে ক্রোধান্বিত হইয়া উঠে।

(৩) মোহ চরিত্র ঃ মোহচরিত্র ব্যক্তির রুচি অনির্দিষ্ট। অর্থাৎ রুচিকর খাদ্য নির্দিষ্ট নাই। যাহা পায় তাহা ভোজন করে। ভোজনকালীন ছোট ছোট গ্রাস করিয়া সমস্ত থালায় ছিটাইয়া ছিটাইয়া বিক্ষিপ্ত চিত্তে নানা প্রকার বিতর্ক করিতে করিতে ভোজন করে।

(৪) শ্রদ্ধাচরিত্র ঃ শ্রদ্ধাচরিত্রে দান, শীলতা, আর্য্য-দর্শনেচ্ছা, সদ্ধর্ম্ম শ্রবনেচ্ছা, আমোদ প্রিয়তা, অন্যের সঙ্গে অসংশ্লিষ্টতা, অমায়াবীতা ও প্রসাদনীয় কারণে প্রসন্নতা ইত্যাদি স্বভাব তাহাদের প্রকাশ পায়।

(৫) **বুদ্ধিচরিত্র ঃ** বুদ্ধি চরিত্রের সুবাধ্যতা, কল্যাণমিত্র সেবা, ভোজনে মাত্রজ্ঞতা, স্মৃতিশক্তির প্রবলতা, সংবেকজনক বিষয়ে সংবিঘ্ন হইয়া সজ্ঞানে প্রচেষ্টা ইত্যাদি স্বভাব ইহাদের বিদ্যমান থাকে।

(৬) **বিতর্কচরিত্র ঃ** বিতর্ক চরিত্রের বহুবাক্য ভাষণ, বহুজনের সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা, কুশল কর্ম্ম সম্পাদনে অনিচ্ছা, চিত্তের চঞ্চলতা, রাত্রির সঙ্কল্পত কার্য দিবসে শীঘ্র সম্পাদনের চেষ্টা, কোন স্থানে গেলে সেখান হইতে তাড়াতাড়ি চলিযা যাওয়া ইত্যাদি লক্ষণ দ্বারা ইহাদের প্রকাশ পায়।

আবার রাগচরিত্র ব্যক্তির কাছে মায়া, শঠতা, অভিমান, পাপেচ্ছা, অধিকলাভের ইচ্ছা যথালব্দ বস্তুতে অসন্তোষ ও চপল লক্ষানাদি বেশী থাকে।

দ্বেষচরিত্র ব্যক্তির ক্রোধ, পরনিন্দা, ঈর্ষা ও মাৎসর্য্যাদি স্বভাব বেশী দেখা যায়। আর মোহ চরিত্র ব্যক্তির স্ত্যানমিদ্ধ, ঔদ্ধত্য, বিচিকিৎসা, অন্যের প্রতি খড়্গহস্ত হওয়া ও ক্রোধ দমনের অক্ষমতা ইত্যাদি লক্ষণের দ্বারা ইহাদের আত্মপ্রকাশ পায়।

এই ষড়বিধ চরিত্রের মধ্যে দশ অশুভ ও কায়গতানুস্মৃতি কামরাগের প্রতিপক্ষ হেতু বলিয়া রাগ চরিত্রের পক্ষে একান্ত উপযোগী।

চারি অপ্রমেয় নীলাদি চারি প্রকার কৃৎস্ন ভাবনা দ্বেষ চরিত্রের পক্ষে একান্ত উপযোগী। আনাপানানুস্মৃতি মোহচরিত্র এবং বিতর্ক চরিত্রের পক্ষে একান্ত উপযোগী। বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্ম্মানুস্মৃতি, সঙ্খানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি, ও দেবতানুস্মৃতি শ্রদ্ধা চরিত্রের পক্ষে একান্ত উপযোগী।

মরনানুস্মৃতি, উপশমানুস্মৃতি, একসংজ্ঞা, ও এক ব্যবস্থান এই চারিটি ভাবনা বুদ্ধি চরিত্রের পক্ষে একান্ত উপযোগী।

আর অবশিষ্ট ভাবনাগুলো সকল চরিত্রের পক্ষে অনুকূল।

চল্লিশ প্রকার শমথ কর্ম্মস্থান এখানে সংক্ষেপে মাত্র বর্ণিত হইল বিশদ বিশুদ্ধি মার্গ ও অন্যান্য গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

বিদর্শন ভাবনা ঃ

বিদর্শন অর্থ হইতেছে আলম্বন বিশেষভাবে দর্শন করে বলিয়া তাহার নাম বিদর্শন। আবার ইহার দ্বারা চিত্ত আলম্বনের যথার্থ স্বভাব জ্ঞাত হয় বলিয়া বিদর্শন জ্ঞান বা বিদর্শন প্রজ্ঞা নামে অভিহিত।

বিদর্শন জ্ঞান দশ প্রকার ঃ

যথা- (১) সংমর্শন জ্ঞান, (২) উদয়- ব্যয় জ্ঞান, (৩) ভঙ্গ জ্ঞান, (৪), ভয়-জ্ঞান, (৫) আদীনব জ্ঞান, (৬) নির্ব্বেদ-জ্ঞান, (৭) মুমুক্ষা জ্ঞান, (৮) প্রতিসংখ্যা জ্ঞান, (৯) সংস্কারোপেক্ষা-জ্ঞান, (১০) অনুলোম জ্ঞান।

(১) সংমর্শন জ্ঞান ঃ সংস্কার জাতীয় ধর্ম বা জগতে সৃষ্টি বস্তু মাত্র অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম, এই লক্ষণ ত্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক সাধক পুনঃ পুনঃ বিচারিয়া এবং পঞ্চস্বন্ধকে বিশেষ রূপে দর্শন করিয়া নির্বাণকে অবলম্বন করিয়া যেই সাধক প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করে, তাহাই "সংমর্শন জ্ঞান" নামে অভিহিত।

(২) উদয়-ব্যয় জ্ঞান ঃ সংমর্শন জ্ঞানের পরে উদয়-ব্যয় জ্ঞান উৎপন্ন করিয়া সংস্কার জাতীয় সকল ধর্ম অর্থাৎ জগতের সৃষ্টি বস্তু মাত্রই উৎপত্তি ও বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে। যোগী এই দ্বিবিধ লক্ষণ গ্রহণ পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ পঞ্চস্কন্ধ বিচারিয়া এবং উদয়-বিলয় দর্শন করা ভাবই, উদয় ব্যয় জ্ঞান নামে কথিত হয়।

(৩) ভঙ্গ জ্ঞান ঃ উদয় ব্যয় জ্ঞান অতিক্রমের পর সাধক ভঙ্গ জ্ঞানে আরোহণ করিয়া অবগত হয় যে, সকল সংস্কার জাতীয় ধর্ম শুধু ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে, এবং কথাও কোনটা স্থায়ীভাবে থাকিতেছেনা। যোগী ঈদৃশ গ্রহণ পূর্ব্বক পঞ্চস্কন্ধ পুনঃ পুনঃ দর্শন করা ভাবই "ভঙ্গ-জ্ঞান" নামে পরিচিত।

(৪) ভয় জ্ঞান ঃ ভঙ্গ জ্ঞানে পরিণতিতে ভয় জ্ঞানের আবির্ভাব ঘটে। এই ভয় জ্ঞানের দ্বারা সাধক কামভব, রূপভব, ও অরূপভব, সকল সংস্কার জাতীয় ধর্ম ক্ষণভঙ্গুরতা জ্ঞাত হইয়া ভীতির চোখে ত্রিভবকে দর্শন করিতে থাকে। এবং ত্রিভবে কথাও আর শান্তির নিরাপদ স্থান খুঁজিয়া দেখিতে পায় না। এইরূপ সকল ভবের প্রতি ভয়াবহ দর্শন করাকে "ভয় জ্ঞান" নামে উক্ত হয়।

(৫) আদীনব জ্ঞান ঃ ভয় জ্ঞান পরিপূর্ণ হেতুর পরে আদীনব জ্ঞানের আগমন হয়। এই আদীনব জ্ঞানের দ্বারা যোগী দেখিতে পান জগতে সকল সংস্কার বা সৃষ্টি বস্তু মাত্রই দোষে পরিপূর্ণ গুণেতে নহে। এইভাবে সকল সংস্কারের দোষ নির্ণয় করিয়া বারংবার দর্শন করার ভাবই আদীনব জ্ঞান।

(৬) নির্ব্বেদ জ্ঞান ঃ আদীনব জ্ঞানের পরেই নির্ব্বেদ জ্ঞানের উৎপত্তি। এই নির্ব্বেদ জ্ঞান চিত্তে উদয় হইলে তখন যোগী সকল সংস্কার জাতীয় ধর্মের প্রতি তীব্র উদাসীন হইয়া অবস্থান করে। এবং কোন বিষয়ের প্রতি তাহার চিত্ত রমিত হয় না। ত্রিভূবনে যেন ভীষণ অশান্তির আগুন লাগিয়েছে। ঈদৃশ বারংবার দর্শন করাই নির্ব্বেদ জ্ঞান।

(৭) মুমুক্ষা জ্ঞান ঃ নির্ব্বেদ জ্ঞান পরিপক্ক হইলে মুমুক্ষা জ্ঞান চিত্তে আগমন করে। ইহা দ্বারাই সাধকের মন ভীষণ অশান্তিরপূর্ণ ত্রিভব হইতে মুক্তির প্রবল বাসনা জাগিয়া উঠার ভাবই মুমুক্ষা জ্ঞান।

(৮) প্রতিসংখা জ্ঞান ঃ মুমুক্ষা জ্ঞানের ফলে প্রতিসংখ্যা জ্ঞানের উদয় হয়। ইহা হইতেছে মুক্তির একমাত্র কুশল বা উপায়। এই প্রতিসংখ্যা জ্ঞানের দ্বারাই সাধক প্রকৃষ্ট দুঃখ মুক্তির পথ বা উপায় উদ্ভাবন করিয়া থাকেন। এইজন্য উহা প্রতিসংখ্যা জ্ঞান নামে অভিহিত।

(৯) সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান ঃ প্রতিসংখ্যা জ্ঞানের পরে সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞানের সৃষ্টি। এই জ্ঞান চিত্তে উদয়ে সাধক সকল সংস্কারের প্রতি নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়া থাকে।

(১০) অনুলোম জ্ঞান ঃ সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞানের ফলে অনুলোম জ্ঞানের আবির্ভাব হয়। এই জ্ঞান পূর্বোক্ত উদয়-ব্যয় জ্ঞান হইতে সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান পর্যন্ত আবার ক্রমান্বয়ে আটটিকে অনুলোমভাবে বিদর্শন জ্ঞানের কার্য সম্পাদন করিয়া এবং সাইত্রিশ প্রকার বোধিপক্ষীয়-ধর্ম আয়ত্ত করিয়া বোধি জ্ঞান লাভের উপযোগী করিয়া তোলার ভাবই অনুলোম জ্ঞান। এই অনুলোম জ্ঞান লৌকিক বিদর্শন জ্ঞানের চরম সীমা। তাই কোন সাধকের যদি এই অনুলোম জ্ঞান চিত্তে উদিত হয়, তাহা হইলে সাধককে মনে করিতে হইবে যে তিনি লোকোত্তর স্রোতাপত্তি জ্ঞানের সন্নিকটে অবস্থান করিতেছেন।

বিদর্শন জ্ঞানের তিনটি প্রধান বিভাগ ঃ

যথা ঃ

১। বিদর্শন প্রজ্ঞার ভূমি বিভাগ
২। বিদর্শন প্রজ্ঞার মূল বিভাগ
৩। বিদর্শন প্রজ্ঞার শরীর বিভাগ

১। বিদর্শন প্রজ্ঞার ভূমি বিভাগের পরিচয় ঃ

যথা- (১) পঞ্চস্কন্ধ, (২) দ্বাদশায়তন, (৩) অষ্টাদশ ধাতু, (৪) দ্বাবিংশতি ইন্দ্রিয়, (৫) চারি আর্য্য সত্য, (৬) প্রতীত্য সমুৎপাদ ধর্ম।

(১) পঞ্চসন্ধ ঃ রূপস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞা স্কন্ধ, সংস্কার স্কন্ধ, ও বিজ্ঞান স্কন্ধ,

বিশদ এই গ্রন্থের পঞ্চস্কন্ধ বর্ণনায় দ্রষ্টব্য।

(২) দ্বাদশায়তন ঃ (১) চক্ষু প্রসাদকে বলা হয় চক্ষু আয়তন; (২) শ্রোত্র প্রসাদকে বলা হয় শ্রোত্রায়তন; (৩) ঘ্রাণ প্রসাদকে বলা হয় ঘ্রাণায়তন; (৪) জিহ্বা প্রসাদকে বলা হয় জিহ্বায়তন; (৫) কায় প্রসাদকে বলা হয় কায়ায়তন; (৬) লৌকিক ও লোকোত্তর উনব্বই চিত্তগুলোকে বলা হয় মনায়তন; (৭) রূপালম্বনকে বলা হয় রূপায়তন; (৮) শব্দালম্বনকে

বলা হয় শব্দায়তন; (৯) গন্ধালম্বনকে বলা হয় গন্ধায়তন; (১০) রসালম্বনকে বলা হয় রসায়তন; (১১) পৃথিবী, তেজ, ও বায়ু, এই ভূত ত্রয় স্পৃশ্যালম্বনকে বলা হয় স্পর্শায়তন; (১২) আপ্, স্ত্রীন্দ্রিয়, পূরুষেন্দ্রিয়, হৃদয়রূপ, জীবতরূপ, আহার রূপ, পরিচ্ছেদ রূপ, কায়বিজ্ঞপ্তি, বাক্য বিজ্ঞপ্তি, কায়লঘুতা, কায়মৃদুতা, কায়কর্ম্মণ্যতা, উপচয়, সন্ততি, জ্বরতা, অনিত্যতা, এই ষোল প্রকার সূক্ষ্মরূপ, একপ্রকার নির্বাণ ধর্ম ও বায়ান্ন প্রকার মনোবৃত্তি গুলোকে বলা হয় ধর্মায়তন।

(৩) অষ্টাদশ ধাতু ঃ (১) চক্ষু প্রসাদকে বলা হয় চক্ষুধাতু; (২) শ্রোত্র প্রসাদকে বলা হয় শ্রোত্রধাতু; (৩) ঘ্রাণ প্রসাদকে বলা হয় ঘ্রাণ ধাতু; (৪) জিহ্বা প্রসাদকে বলা হয় জিহ্বা ধাতু; (৫) কায়প্রসাদকে বলা হয় কায়ধাতু; (৬) পঞ্চদ্বারা বর্তন ও সম্প্রতীচ্ছদ্বয়কে বলা হয় মনোধাতু; (৭) রূপালম্বনকে বলা হয় রূপধাতু; (৮) শব্দালম্বনকে বলা হয় শব্দধাতু; (৯) গন্ধালম্বনকে বলা হয় গন্ধধাতু; (১০) রসালম্বনকে বলা হয় রসধাতু; (১১) পৃথিবী, তেজ, বায়ু, ভূতত্রয়, স্পৃশ্যালম্বনকে বলা হয় স্পর্শধাতু; (১২) পূর্বোক্তের ন্যায় ধর্মায়তনকে বলা হয় ধর্ম ধাতু; (১৩) চক্ষু বিজ্ঞান দ্বয়কে (কুশল ও অকুশল) বলা হয় চক্ষু বিজ্ঞান ধাতু; (১৪) শ্রোত্রবিজ্ঞান দ্বয়কে (কুশল ও অকুশল) বলা হয় শ্রোত্রবিজ্ঞান ধাতু; (১৫) ঘ্রাণ বিজ্ঞান দ্বয়কে (কুশল ও অকুশল) বলা হয় ঘ্রাণ বিজ্ঞান ধাতু; (১৬) জিহ্বা বিজ্ঞানদ্বয়কে (কুশল ও অকুশল) বলা হয় জিহ্বা বিজ্ঞান ধাতু; (১৭) কায়বিজ্ঞান দ্বয়কে (কুশল ও অকুশল) বলা হয় কায় বিজ্ঞান ধাতু; (১৮) উক্ত দশ প্রকার দ্বিপঞ্চ বিজ্ঞান ও মনোধাতু ত্রয় ব্যতীত অবশিষ্ট ছিয়াত্তর প্রকার চিত্তগুলোকে বলা হয় মনোবিজ্ঞান ধাতু।

(৪) দ্বাবিংশতি ইন্দ্রিয় ঃ (১) চক্ষু প্রসাদকে বলা হয় চক্ষুন্দ্রিয়; (২) শ্রোত্র প্রসাদকে বলা হয় শ্রোত্রন্দ্রিয়; (৩) ঘ্রাণ প্রসাদকে বলা হয় ঘ্রানইন্দ্রিয়; (৪) জিহ্বা প্রসাদকে বলা হয় জিহ্বান্দ্রিয়; (৫) কায় প্রসাদকে বলা হয় কায়ন্দ্রিয়; (৬) স্ত্রীভাব রূপকে বলা হয় স্ত্রীন্দ্রিয়; (৭) পুরুষভাব রূপকে বলা হয় পুরুষেন্দ্রিয়; (৮) নামরূপ জীবিতকে বলা হয় জীবিতেন্দ্রিয়; (৯) উনানব্বই প্রকার চিত্তকে বলা হয় মনেন্দ্রিয়; (১০) কায়বিজ্ঞানে এক প্রকার সুখবেদানকে বলা হয় সুখিন্দ্রিয়; (১১) কায়বিজ্ঞানে একপ্রকার দুঃখ বেদনাকে বলা হয় দুঃখিন্দ্রিয়; (১২) বাষট্টি প্রকার চিত্তের সঙ্গে সংযুক্ত সৌমনস্য বেদনাকে বলা হয় সৌমনস্য ইন্দ্রিয়; (১৩) দুই প্রকার দ্বেষ চিত্তের সঙ্গে সম্প্রযুক্ত দৌর্মনস্য বেদনাকে বলা হয় দৌমর্নস্য ইন্দ্রিয়; (১৪) তেয়াল্লিশ প্রকার চিত্তের সঙ্গে সম্প্রযুক্ত উপেক্ষা বেদনাকে বলা হয় উপেক্ষা ইন্দ্রিয়; (১৫) উনষাট প্রকার শোভন চিত্তের সঙ্গে সংযুক্ত শ্রদ্ধা চৈতসিককে বলা হয় শ্রদ্ধেন্দ্রিয়; (১৬) তিয়াত্তর প্রকার চিত্তের সঙ্গে সংযুক্ত বীর্য চৈতসিককে বলা হয় বীর্য ইন্দ্রিয়; (১৭) উনষাট প্রকার শোভন চিত্তের সঙ্গে সম্প্রযুক্ত (সংযুক্ত) স্মৃতি চৈতসিককে বলা হয় স্মৃতিন্দ্রিয়; (১৮) একপ্রকার মোহ মূলক বিচিকিৎসা সহগত চিত্তে, পঞ্চদ্বারাবর্তন চিত্ত, চক্ষুবিজ্ঞানাদি দশ প্রকার দ্বিপঞ্চ বিজ্ঞান সম্প্রতীচ্ছন দ্বয় ও সন্তীরণ ত্রয়

রহিত অবিশস্ট বায়াত্তর প্রকার চিত্তের সঙ্গে সম্প্রযুক্ত (সংযুক্ত) একাগ্রতা চৈতসিককে বলা হয় সমাধিন্দ্রিয়; (১৯) দ্বাদশ কামাবচর শোভন জ্ঞান সম্প্রযুক্ত চিত্ত, সাতাশ প্রকার রূপাবচর ও অরূপাবচর ধ্যান চিত্ত সর্বমোট এই উনচল্লিশ প্রকার লৌকিক ত্রিহেতুক চিত্তের সঙ্গে সম্প্রযুক্ত অমোহ চৈতসিককে বলা হয়- প্রজ্ঞেন্দ্রিয়; (২০) স্রোতাপত্তি মার্গে সম্প্রযুক্ত অমোহ চৈতসিককে বলা হয়- অজ্ঞাত জ্ঞানিন্দ্রিয়; (২১) স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী ও অনাগামী এই ত্রিবিধ মার্গ ও ত্রিবিধ ফল চিত্তের সঙ্গে সম্প্রযুক্ত অমোহ চৈতসিককে বলা হয়- অজ্ঞিন্দ্রিয়; (২২) অরহত্ত্বফল চিত্তের সঙ্গে সম্প্রযুক্ত অমোহ চৈতসিককে বলা হয় অজ্ঞাতবিন্দ্রিয়।

৫। চারি আর্য্য সত্য ঃ (১) দুঃখ আর্য্য সত্য; (২) দুঃখ সমুদয় আর্য্য সত্য; (৩) দুঃখ নিরোধ আর্য্য সত্য; (৪) দুঃখ নিরোধের উপায় আর্য্য সত্য।

(১) দুঃখ আর্য্য সত্য ঃ- জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মরণ দুঃখ, শোক দুঃখ, পরিদেবন দুঃখ, দৌমর্নস্য দুঃখ, উপায়াস দুঃখ, অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ, প্রিয়বিয়োগ দুঃখ, ইপ্সিত বস্তুর অপ্রাপ্তি দুঃখ, সংক্ষেপে বলিতে গেলে পঞ্চুপাদান স্কন্ধই দুঃখ।

(২) দুঃখ সমূদয় আর্য্য সত্য ঃ- যেই তৃষ্ণা পৌনঃপুনিক ভবে উৎপাদিকা-নন্দিরাগ সহগতা, তত্রতত্র অভিনন্দিনী অর্থাৎ যেখানে সেখানে জন্ম প্রাদুর্ভাব ঘটায়, তাহাই দুঃখ সমূদয় আর্য্য সত্য। এবং ইহা একমাত্র সত্ত্বগণের দুঃখ উৎপত্তির মূল। তৃষ্ণা প্রধানতঃ তিন প্রকার। যথা- (ক) কামতৃষ্ণা- রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পৃশ্য এই পঞ্চকামগুণ তৃষ্ণাই কামতৃষ্ণা নামে পরিগণিত। (খ) ভব তৃষ্ণা - কামভব, রূপভব ও অরূপভব যেই কোনটিতে জন্ম গ্রহণের অভিলাষ-বাসনাই ভব তৃষ্ণা বলা হয়। (গ) বিভব তৃষ্ণা - মৃত্যুর পরে আত্মার উচ্ছেদ বা নাস্তিক্য বাসনাই বিভব তৃষ্ণা নামে গণ্য। এই উক্ত ত্রিবিধ তৃষ্ণা রাশি সমষ্টিই দুঃখ সমূদয় আর্য্য সত্য নামে কথিত হয়।

(৩) দুঃখ নিরোধ আর্য্য সত্য ঃ- কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ও বিভবতৃষ্ণা এই ত্রিবিধ তৃষ্ণার অশেষ বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, বিসর্জন, তৃষ্ণা হইতে মুক্তি এবং এই ত্রিবিধ তৃষ্ণার প্রতি অনাসক্ত ভাবই দুঃখ নিরোধ আর্য্য সত্য নামে পরিচিত।

(৪) দুঃখ নিরোধ উপায় আর্য্য সত্য ঃ- আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই একমাত্র দুঃখ নিরোধের উপায়। যথা- সম্যক্-দৃষ্টি, সম্যক্-সংকল্প, সম্যক্-বাক্য, সম্যক্-কর্ম, সম্যক্-জীবিকা, সম্যক্-ব্যায়াম, সম্যক্-স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি। চারি আর্য্য সত্যকে ঠিকভাবে দর্শন করাকে সম্যক্ দৃষ্টি বুঝায়। কামনা ত্যাগ, ক্রোধ ত্যাগ, ও হিংসা ত্যাগই সম্যক্ সংকল্প নামে অভিহিত। মিথ্যা- পিশুন-পুরুষ ও সম্প্রলাপ বাক্য এই চারি প্রকার বাক্য বিরতিই সম্যক্ বাক্য নামে গণ্য। প্রাণী হত্যা, চুরি, ও ব্যাভিচার, এই ত্রিবিধ কর্ম বিরতিকে সম্যক্ কর্মবলে। অস্ত্র, বিষ, নেশা, প্রাণী, ও মাছ-মাংস এই পঞ্চবিধ বাণিজ্য পরিত্যাগ করিয়া

সৎশুদ্ধ জীবিকা নির্বাহ করাই সম্যকাজীব। অনুৎপন্ন পাপ অনুৎপাদনের চেষ্টা, উৎপন্ন পাপ ক্ষয়ের চেষ্টা, অনুৎপন্ন পূণ্য উৎপাদনের চেষ্টা, এবং উৎপন্ন পূণ্য সংরক্ষণ করাকে সম্যক্ ব্যায়াম বলে। কায়ে-কায়ানুদর্শন, বেদনায় বেদনানুদর্শন, চিত্তে চিত্তানুদর্শন, ও ধর্মে-ধর্মানুদর্শন এই চারি স্মৃতি প্রস্থানকে সম্যক্ স্মৃতি বুঝায়। প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, ও চতুর্থ ধ্যান, এই চারি প্রকার ধ্যান স্তর থেকে যে কোনটি প্রাপ্ত হইলেই সম্যক্ সমাধি বুঝায়। এই উক্ত অষ্টবিধ মার্গই একমাত্র দুঃখ নিরোধের উপায় বা মার্গ সত্য নামে পরিচিত।

৬। **প্রতীত্য সমুৎপাদ ঃ** (১) অবিদ্যা, (২) সংস্কার, (৩) বিজ্ঞান, (৪) নাম-রূপ, (৫) ষড়ায়তন, (৬) স্পর্শ, (৭) বেদনা, (৮) তৃষ্ণা, (৯) উপাদান, (১০) ভব, (১১) জন্ম-জাতি, (১২) জরা-মৃত্যু।

(১) অবিদ্যা ঃ চারি আর্য্য সত্য সম্বন্ধে অজ্ঞতাই অবিদ্যা। অথবা চারি আর্য্য সত্যকে জানিতে দেখিতে দেয়না বলিয়া অবিদ্যা। ইহা চৈতসিক হিসাবে মোহ চৈতসিক ছাড়া আর অন্য কিছু নয়। চারি সত্যকে আবৃত করিয়া রাখে বলিয়া অবিদ্যা নামে পরিচিত।

(২) সংস্কার ঃ এখানে কুশলা-কুশল চেতনাই সংস্কার বা কর্ম বুঝায়। চেতনা বা কর্ম ব্যতীত জীব ক্ষণমূহুর্ত কাল পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকিতে পরেনা। তাই জীব অহরহ কর্ম সম্পাদন করিয়া গুটি পোকার ন্যায় নিজেকে আবদ্ধ করিয়া ফেলায়।

সংস্কার তিন প্রকার। যথা- (ক) পূণ্যভি সংস্কার, (খ) অপূণ্যভি সংস্কার, (গ) আনেঞ্জাভি সংস্কার।

(৩) বিজ্ঞান ঃ জানে বলিয়া বিজ্ঞান। তবে-উনত্রিশ প্রকার প্রতিসন্ধি চিত্তই এখানে বিজ্ঞান নামে কথিত হইয়াছে। এই প্রতিসন্ধি চিত্তই পৌনঃপুনিক ভব হইতে ভবান্তরে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে।

(৪) নামরূপ ঃ বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এ চারি স্কন্ধকে বলা হয় "নাম", আর আটাইশ প্রকার আধ্যাত্মিক রূপ গুলোকে বলা হয় "রূপ", যাহাকে বলা হয় একত্রে নাম রূপ।

(৫) ষড়ায়তন ঃ চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, ও মন, এই ষড়ন্দ্রিয় গুলোকে বলা হয় ষড়ায়তন।

(৬) স্পর্শ ঃ চক্ষু প্রসাদাদি আধ্যাত্মিক আয়তনের সঙ্গে বাহ্যিক ষড়ালম্বন সংযোগ বা মিলন হইলে চিত্তের যে অবহিত ভাব উদয় হয়, তাহাই স্পর্শ নামে গণ্য।

(৭) বেদনা ঃ ইন্দ্রিয় দ্বারে পতিত বিষয়ের রসানুভূতিই বেদনা। সুখ, দুঃখ, উপেক্ষা, ভেদে বেদনা তিন প্রকার। আবার সৌমনস্য ও দৌর্মনস্য হিসাবে বেদনা পাঁচ প্রকার উক্ত হয়।

(৮) তৃষ্ণা ঃ কামনা-বসানাই তৃষ্ণা নামে গণ্য। তৃষ্ণা প্রধানতঃ তিন প্রকার। যথা- কাম তৃষ্ণা-(পঞ্চকাম গুণ তৃষ্ণা)। ভবতৃষ্ণা (ভবে উৎপত্তির বাসনা)। ও বিভব তৃষ্ণা (মৃত্যুর পর আত্মার উচ্ছেদ বা নাস্তিক্য বাসনা)। এই ত্রিবিধ তৃষ্ণা রাশি সমষ্টিই তৃষ্ণা নামে অভিহিত।

(৯) উপাদান ঃ তৃষ্ণা বিষয়াদি প্রবল কামনা-বাসনা চিত্তে জাগিয়া উঠা ভাবই উপাদান। অথবা তৃষ্ণা বিষয়াদি দৃঢ় আসক্তি গ্রহণ করাই উপাদান। ইহা চার প্রকার। যথা- (১) কামোপাদান, (২) দৃষ্টোপাদান, (৩) শীলব্রত পরামর্শ উপাদান ও (৪) আত্মবাদোপাদান।

(১০) ভব ঃ ভব হইতেছে সত্ত্বগনের উৎপত্তির ক্ষেত্র বা স্থান। ইহা তিন প্রকার।

যথা- কামভব, রূপভব, ও অরূপভব। ইহা আবার কর্মভব ও উৎপত্তি ভবভেদে দুই প্রকার। যে সমস্ত কুশলাকুশল সংস্কার বা চেতনা ভবগামী অর্থাৎ অকুশল চেতনা দ্বাদশ, লৌকিক কুশল চেতনা সতর এই উনত্রিশ প্রকার চেতনা সমূহকে কর্মভব বলা হয়। আর বত্রিশ প্রকার ভবোৎপন্ন বিপাক চিত্ত পঁয়ত্রিশ প্রকার চৈতসিক ও বিশ প্রকার কর্মজরূপকে বলা হয় উৎপত্তি ভব।

(১১) জাতি ঃ মাতৃগর্ভ হইতে শুরু চক্ষু প্রভৃতি দ্বাদশ আয়তনাদি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রাদুর্ভাব এবং মাতৃজঠর হইতে নিষ্ক্রমণ সত্ত্বকে জাতি নামে পরিচিত। এক কথায় জন্মকে জাতি বুঝায়।

(১২) জরামৃত্য ঃ উৎপন্ন জাতি জরা-জীর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দুর্বলতা, চর্ম্মের শিথিলতা, চক্ষু, শ্রোত্র, প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের পরিপক্কতা ও আয়ুহীন ইত্যাদি জরা নামে খ্যাত। আর উৎপন্ন জাতির চ্যুতি, ভেদ, অন্তর্ধান, কালক্রিয়া, স্কন্ধ সমূহের ভেদ, দেহত্যাগ, জীবনক্রিয়া লোপ ইত্যাদি মৃত্যু নামে কথিত হয়।

এই উক্ত পারমার্থিক বিষয় গুলিকে আশ্রয় করিয়া প্রজ্ঞা সাধনা আরম্ভ করিতে হয়। তাই ইহাদের উপর আশ্রয় করিয়া বিদর্শন ভাবনা করিতে হয় বলিয়া ইহাদেরকে প্রজ্ঞার ভূমি বলা হয়। এখানে সংক্ষিপ্তাকারে মাত্র বিদর্শন প্রজ্ঞার ভূমি বিভাগ বর্ণিত হইল। বিস্তারিত বিশুদ্ধি মার্গ ও অন্যান্য গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

২। বিদর্শন-প্রজ্ঞার মূল বিভাগের পরিচয়ঃ

শীল বিশুদ্ধি এবং চিত্তবিশুদ্ধিই বিদর্শন প্রজ্ঞার মূল।

শীল বিশুদ্ধি ঃ প্রব্রজ্জিত ভিক্ষুদের প্রাতিমোক্ষ সংবর শীল, ইন্দ্রিয় সংবরশীল, আজীব পরিশুদ্ধি শীল ও প্রত্যয় সন্নিশ্রীত শীল। আর গৃহীদের পঞ্চশীল।

প্রাতিমোক্ষ ঃ বুদ্ধ কর্তৃক নির্দ্দেশিত ২২৭টি প্রাতিমোক্ষ সংবরশীল যেই ভিক্ষু সুসংযত হইয়া আচার গোচর সম্পন্ন হইয়া অনুমাত্র দোষতেও ভয়দর্শী হইয়া বিহার করেন। এবং

নির্দ্দেশিত শিক্ষাপদ সমূহ সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা করিয়া পুঙ্খানু-পঙ্খুরূপে পালন, ধারণ, ও রক্ষণ করিয়া শীল পরিপূর্ণ করেন, তাহাই প্রাতিমোক্ষ সংবরশীল নামে অভিহিত।

ইন্দ্রিয় সংবরশীল ঃ যেই ভিক্ষু ষড়ন্দ্রিয় দ্বারে আগত আলম্বন সমূহ দ্বারা লোভাদিতে কলুষিত হওয়ার ভয়ে সারাক্ষণ সুসংযত হইয়া সম্যক্ স্মৃতি অনুশীলন করেন। এবং সকল ইন্দ্রিয় পাপ ধর্ম হইতে চিত্তকে মুক্ত করিয়া বিহার করিতে থাকেন। ঈদৃশ ইন্দ্রিয় সংবরের চেষ্টা করাই ইন্দ্রিয় সংবরশীল নামে কথিত হয়।

আজীব পুরিশুদ্ধিশীল ঃ ভিক্ষু জীবিকা নির্বাহ হেতু শিক্ষাপদের ব্যতিক্রম কুহনা, লপনা, নৈমিত্তকর্তা, নিষ্পেষিকতা, লাভের দ্বারা লাভ অন্বেষণ করা ইত্যাদি পাপ ধর্ম হইতে চিত্তকে নিবৃত্তি রাখিয়া, ভিক্ষা দ্বারা যথালব্দ লাভে সন্তুষ্ট থাকিয়া নিষ্পাপ, নির্দোষ, নিষ্কলংক শুদ্ধ সৎ জীবন যাপন করাই আজীব পরিশুদ্ধিশীল নামে উক্ত হয়।

প্রত্যয় সন্নিশ্রিত শীল ঃ ভিক্ষু, চীবর, পিন্ড, শয়নাসন ও ঔষধ এই চারি প্রকার প্রত্যয় সমূহ জ্ঞান পূর্ব্বক পটিসঙ্খা য়োনিসো ..... ইত্যাদি প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা দ্বারা পরিভোগ করাই প্রত্যয় সন্নিশ্রিত শীল নামে পরিগণিত।

গৃহীদের পঞ্চশীল ঃ প্রাণী হত্যা হইতে বিরতি, অদত্ত গ্রহণ হইতে বিরতি, ব্যভিচার হইতে বিরতি, মিথ্যা বাক্য-পিশুন বাক্য-পুরুষ বাক্য-সম্প্রলাপ বাক্য এই চারি প্রকার বাক্য হইতে বিরতি, গাঁজা, হিরোইন ,আফিম ইত্যাদি নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন হইতে বিরতি। এই উক্ত প্রব্রজ্জিত চারি পরিশুদ্ধিশীল এবং গৃহীদের পঞ্চশীল পরিপূর্ণ করিয়াই শীল বিশুদ্ধি সম্পাদিত হয়।

চিত্ত বিশুদ্ধি ঃ অষ্টসমাপত্তি ধ্যান হইতে যে কোন একটি ধ্যান বা সমাধি পরিপূর্ণ লাভ হইলেই চিত্ত বিশুদ্ধি সম্পাদিত হয়।

এখানে সংক্ষেপে মাত্র বিদর্শন প্রজ্ঞার মূল বিভাগের বর্ণনা দেওয়া গেল বিশদ বিশুদ্ধি মার্গ ও অন্যান্য গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

৩। বিদর্শন প্রজ্ঞার শরীর বিভাগের পরিচয় ঃ

যথা- (১) দৃষ্টি-বিশুদ্ধি (২) শংকা উত্তরণ, বিশুদ্ধি (৩) মার্গামার্গজ্ঞান দর্শন বিশুদ্ধি ও (৪) প্রতিপদা জ্ঞান দর্শন বিশুদ্ধি।

(১) দৃষ্টি-বিশুদ্ধি ঃ নামরূপ পঞ্চস্কন্ধকে যথাভূত ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া অহং বা অহমিকা ভ্রম পোষণ হইতে চিত্তকে উদ্ধার করিয়া সম্যক্ জ্ঞানের অধিকারী করাই দৃষ্টি বিশুদ্ধি বুঝায়।

(২) **শঙ্কা উত্তরণ বিশুদ্ধি ঃ** অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ত্রিকালের দেহ-আত্মার প্রতি ১৬টি সংশয় হইতে চিত্তকে উদ্ধার করিয়া উচ্চতর জ্ঞানের দ্বারা দেহাত্মা সংশয় হইতে চিত্তকে মুক্ত রাখাকে শঙ্কা উত্তরণ বিশুদ্ধি বলা হয়।

(৩) **মার্গামার্গ জ্ঞান দর্শন বিশুদ্ধি ঃ** সম্যক্ মার্গ কিম্বা কুমার্গ যথাযথ-সত্যাসত্য উচ্চতর জ্ঞানের দ্বারা নির্ণয় করিয়া এবং চিত্তকে সম্যক্ পথে পরিচালিত করা ভাবই মার্গামার্গ জ্ঞান দর্শন বিশুদ্ধি বুঝায়।

(৪) **প্রতিপদা জ্ঞান দর্শন বিশুদ্ধি ঃ** উপক্লেশ বিমুক্ত উদয় ব্যয় জ্ঞান হইতে অনুলোম জ্ঞান পর্যন্ত এই নয়বিধ জ্ঞানকে প্রতিপদা জ্ঞান দর্শন বিশুদ্ধি বুঝায়। এই নয়বিধ জ্ঞানের পরিপূর্ণ বিশুদ্ধিতে লোকোত্তর জ্ঞান চিত্তে আগমন করে।

সমাপ্ত

তথ্য সংগ্রহ

১। অভিধর্মার্থ সংগ্রহ স্বরূপ দীপনী- শ্রী সত্যপ্রিয় মহাথের।

২। অভি ধর্ম-দর্পন- শ্রী শীলানন্দ ব্রহ্মচারী

৩। বিশুদ্ধিমার্গ-শ্রমণ পূর্ণনন্দ, বংশদীপ, বিশুদ্ধানন্দ, বুদ্ধরক্ষিত, প্রভাত চন্দ্র।

৪। অভিধর্মার্থ সংগ্রহ স্বরূপিনী- শ্রীমৎ ক্ষেমংকর মহাথের।

৫। প্রজ্ঞা ভাবনা- শ্রী বংশদীপ মহাস্থবির।

৬। বিশুদ্ধিমার্গে বৌদ্ধতত্ত্ব- ডঃ রেবত প্রিয় বড়ুয়া।

৭। কর্মতত্ত্ব- জ্যোতিপাল মহাথের।

৮। সত্যদর্শন- বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির।

৯। জাতক- ঈষাণ চন্দ্র ঘোষ

১০। বিদর্শন ভাবনা- সাধক প্রভাত চন্দ্র বড়ুয়া

১১। মিলিন্দ প্রশ্ন- ধর্মাধার মহাস্থবির

১২। মধ্যম নিকায় ২য় খন্ড- ধর্মাধার মহাস্থবির

১৩। সূত্র সংগ্রহ-জিনবংশ মহাথের

১৪। মহাসতি পট্ঠান সুত্তং- শ্রীমৎ বুদ্ধ রক্ষিত মহাস্থবির